বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

একবিংশতি খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'সরকার বাংলা ও বিহার দিয়ে প্রবাহিত দামোদর নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার কথা ভাবছে, কিন্তু মুলতুবি প্রস্তাবে উত্থাপিত প্রশ্নে জবরদস্তি উচ্ছেদের যে কথা হচ্ছে সে বিষয়ে এটা বলা যায় যে, আমরা খুব-ই প্রাথমিক স্তরে আছি। আমরা শুধু অনুসন্ধান করছি, প্রস্তাবিত বাঁধ হলে কত জমি জলের তলায় যাবে, কতটা অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং দেখতে চাইছি কত সংখ্যক মানুষ এর ফলে বাস্তুচ্যুত হবে, তাদের জমির আয়তন এবং স্বত্ব কতটা। প্রকৃতপক্ষে কিছু সুনির্দিষ্ট হয় নি, এই পর্যায়ে সরকার এমন কিছু করে নি যা আলোচিত হতে পারে এবং আমি যেটা বলতে চাই, তা হল, আশা করি সরকার এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এলে আমি সভার সামনে সে বিষয়ে পত্র পেশ করব এবং সদস্যারা যে-কোনওভাবে সে বিষয়ে আলোচনার দাবি তুলতে পারেন।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর
'দামোদর প্রকল্প রূপায়ণে কিছু গ্রাম
উচ্ছেদের প্রস্তাব' থেকে

AMBEDKAR RACHANA - SAMBHAR
(Collected works of Dr. Ambedkar in Bengali)
Volume - 21
Total No. of Pages : 355

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০০
First Published : December, 2000

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি

Published by
Dr. Ambedkar Foundation.
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.
New Delhi.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৩০ টাকা (Rs. 30/-)
শোভন সংস্করণ : ৯০ টাকা (Rs. 90/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
মাননীয়া সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী,
ভারত সরকার

আশা দাস, আই. এ. এস
সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার

ডি. কে বিশ্বাস, আই. এ. এস
অতিরিক্ত সচিব, সামাজিক ন্যায় ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার

শ্রী এস কে পাণ্ডা
যুগ্ম সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক,
ভারত সরকার
সদস্য সচিব, ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

শ্রীমতী কৃষ্ণা ঝালা, আই. এ. এস
সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী
কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ড: ইউ. এন. বিশ্বাস, আই. পি. এস
যুগ্ম নিদেশক (পূর্ব) এবং স্পেশাল আই. জি. পি
কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ভারত সরকার

ড. এম. পি. জনসন
নির্দেশক, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার ঃ একবিংশতি খণ্ড

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
গৌতম মিত্র
ড. সজল বসু

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

ভারতের অসম সমাজ-ব্যবস্থা, পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সব কিছুই বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি যে-সব সমস্যাকে দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেছেন, সেই সব সমস্যার মূল কারণ পর্যালোচনা করে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির যেমন তিনি প্রয়াস করেছেন, তেমনি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন একটি আন্তর্জাতিক রূপ। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে শ্রম-দফতরের দায়িত্ব নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যে-সব মন্তব্য করেছিলেন, তা ভারতের শ্রমিক-ও সামাজিক আন্দোলনের দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

আশা করি, এর বাংলা ভাষান্তর বাঙালি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

মেনকা গাঁধী

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
ডিসেম্বর, ২০০০
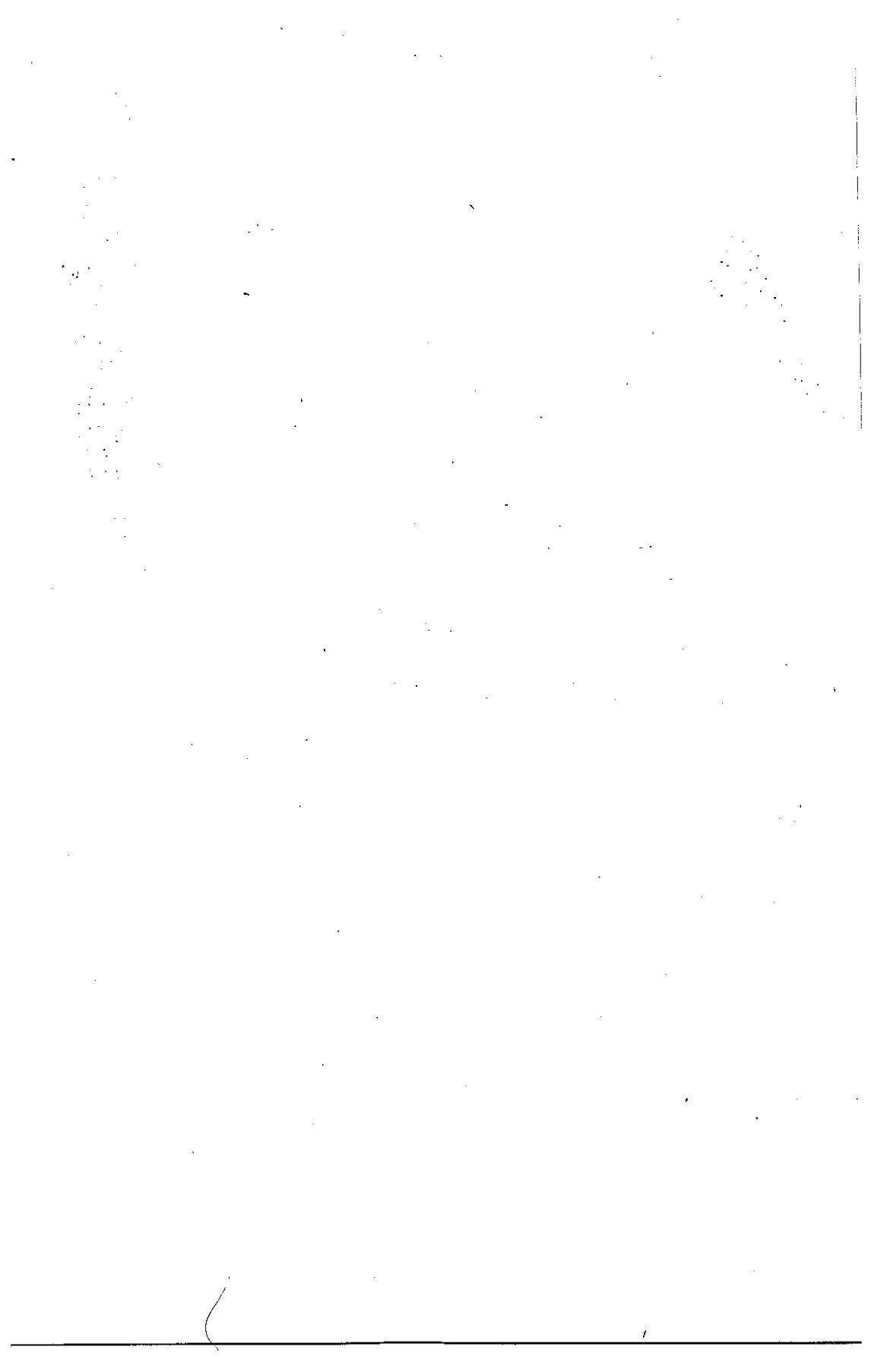
সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে।

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয়, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং (৭) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক (২৬, আলিপুর রোড, দিল্লি)।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয়া কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের উক্ত মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় একবিংশতি খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরো যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

এস কে পাণ্ডা
সদস্য সচিব
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

ডিসেম্বর, ২০০০
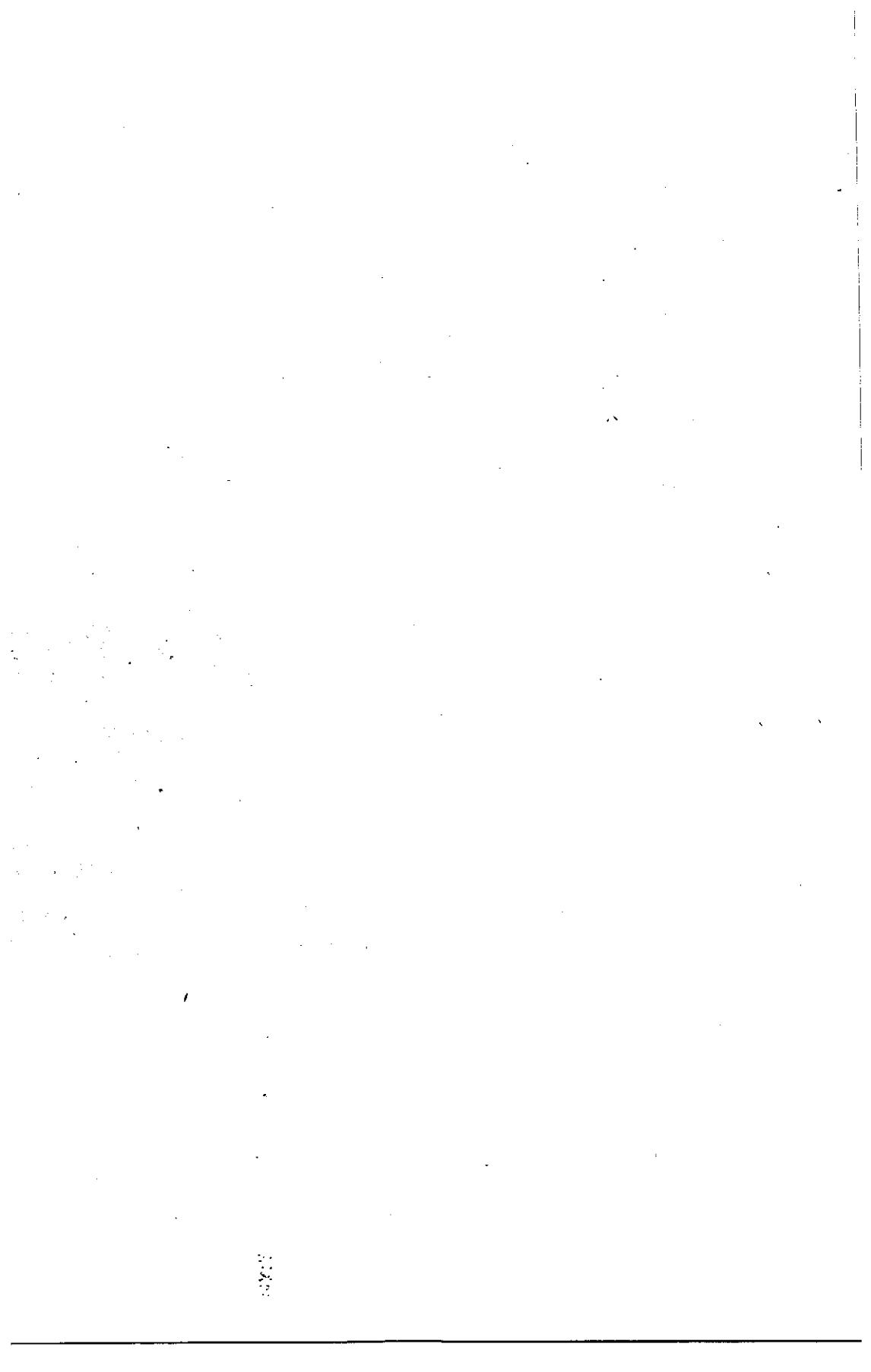
সম্পাদকের নিবেদন

আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে বাবা সাহেব ড. বি. আর আম্বেদকরের অবদান অপরিসীম। দলিত-শ্রেণীর মর্মবেদনা তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, হয়তো সেভাবে কেউ অনুভব করতে পারেন নি। দরিদ্র মাহার পরিবারে জন্ম হওয়ার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের হিংস্রতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন এর বিরুদ্ধে। বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা প্রকাশ করে তিনি মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন এই ঘৃণ্য সমাজ-ব্যবস্থার। ভারতের দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের জন্যও তিনি অবিরত সংগ্রাম করে গেছেন। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তিনি শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের জন্য অনেক কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন, যার প্রাসঙ্গিকতা আজও অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমান খণ্ডে বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ থেকে ১২ এপ্রিল ১৯৪৬ পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে-সমস্ত প্রশ্নোত্তরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি সংকলিত হয়েছে। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠক ছাড়াও ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্-মুহূর্তের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের কাছে খণ্ডটি খুব-ই প্রয়োজনীয় মনে হবে।

মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক ইংরেজিতে প্রকাশিত দশম খণ্ডে এই অংশটি আছে। এই খণ্ডটিও অন্যান্য খণ্ডের মতো অনুবাদের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদক, পরামর্শ - পরিষদের সকল সদস্য এবং ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, এই খণ্ডটিও পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০০

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র

বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে
শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে
প্রশ্নোত্তর
(৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ থেকে ১২ এপ্রিল ১৯৪৬)

২৫৪
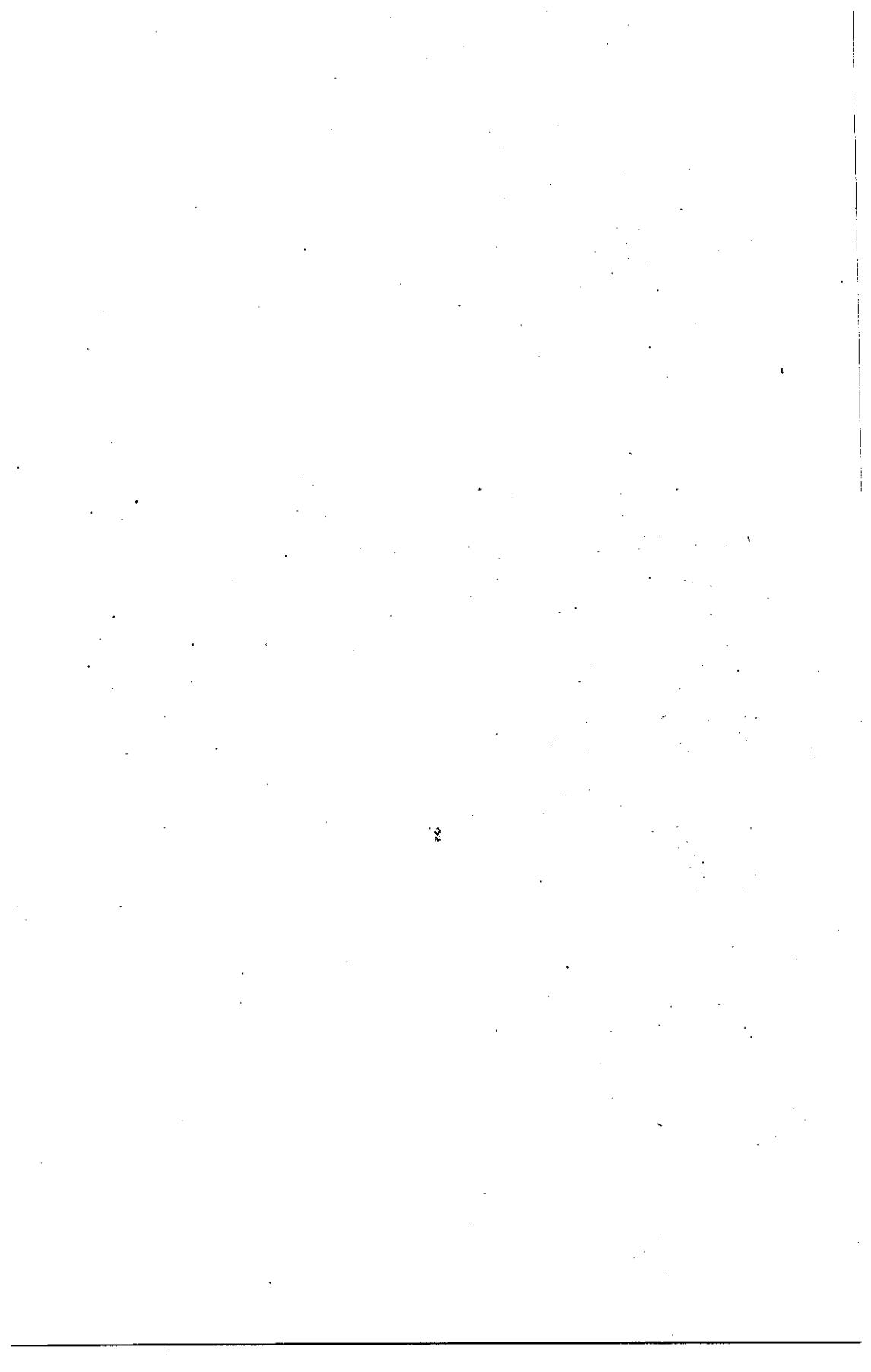
*কয়লাখনির ভূগর্ভে কর্মরত মহিলাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার আবার আরোপন

৪৮। **শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে বলবেন কি :

(ক) মহিলাদের খনির নিচে কাজ করে যাওয়া কি পুনর্বিবেচনা হবে;

(খ) কতজন মহিলা বর্তমানে খনির ভেতর কাজ করে; এবং

(গ) যে সমস্ত মহিলা খনির ভেতরে কাজ করে, তারা তাদের গায়ের কাপড়টুকু জোটাতে পারে না, এই অবস্থায় তিনি কি এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভাববেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) কয়লাখনির ভূগর্ভে কর্মরত মহিলাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার আবার আরোপণের প্রশ্নে, যা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন, পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে।

(খ) সংখ্যাটির পরিবর্তন হয়, তবে বর্তমানে ১৫,০০০ থেকে ১৬,০০০ মহিলা খনির ভূগর্ভে কাজ করে।

(গ) নিষেধাজ্ঞা অস্থায়ী ভাবে তোলা হচ্ছে, এবং যখন-ই অবস্থা অনুকূল হবে তখন-ই পুনর্বিবেচনা করা হবে।

আমি আরও যোগ করতে চাই, নিচে ও ওপরে-খনির উভয়ক্ষেত্রেই বছরে দুটি শাড়ি মহিলা কর্মীদের সুবিধা মূল্যে দেওয়া হয় যা বিভিন্ন খনি-সঙ্ঘ ঠিক করে। কিছু খনিতে শাড়ি বিনা মূল্যে দেওয়া হয় এবং কোথাও অর্দ্ধেক মূল্যে দেওয়া হয়।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : প্রশ্নটি এই ছিল না যে তারা পরিধানের জন্য শাড়ি পায় কিনা। খনিতে শাড়ি পরে কাজ করা প্রায় অসম্ভব।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫। পৃ: ১০৪

তাই সুবিধা-মূল্যে শাড়ি পাওয়াটি অপ্রাসঙ্গিক। আমি বুঝতে পারি খনিতে কাজ করা অবস্থায় তারা শাড়ি কোমরের উপর পরতে পারে না, কারণ এটা আরামদায়ক হয় না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা সত্যিই আরামদায়ক নয়।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : কবে আপনি আশা করছেন যে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করা হবে!

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যখনই পরিস্থিতি অনুকূল হবে।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : পরিস্থিতিটি কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটি আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এবং আমি পূর্বানুমান করতে পারব না।

২৫৫

*কয়লা খনিতে দুর্ঘটনা

৫২. **শ্রী আবদুল কায়ুম** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি:

(ক) ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে কয়লা খনিতে কর্মরত অবস্থায় কতজন ব্যক্তি নিহত ও আহত হয়েছে;

(খ) খনিতে কর্মরত মহিলাদের জন্য কয়লা খনির প্রবেশদ্বারের ফোয়ারা ব্যবহার করা ও তাদের সন্তানদের জন্য ক্রেশ গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কি; এবং

(গ) যদি না হয়, বিলম্বের কারণ কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক)

	নিহত	আহত
(ক) ১৯৪৩	২৯০	১,৩২০
(খ) ১৯৪৪	৩৩২	১,৩৯৫

(খ) এখন অবধি খনির প্রবেশদ্বারের ঝর্না শুধুমাত্র দিগওয়ারার্ড কয়লাখনিতে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, ক্রেশ কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ৭টি কয়লাখনিতে ও রানিগঞ্জ কয়লাখনিতে (বাংলা) তৈরি করা হয়েছে।

(গ) ভারত সরকার বিলম্বের কারণের বিষয়ে অবগত নয়। তারা খনির মালিকদের ভারতীয় খনির বিধি মতে বাধ্য করবে মহিলা কর্মীদের জন্য সন্তান পালনকারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে।

শ্রী আবদুল কায়ুম : সরকার কি দেখছে যে এই উন্নয়ন মহিলা কর্মীদের নিষেধাজ্ঞা বহাল হওয়ার মতো ভালো সময়ে হচ্ছে? নইলে, পরে এই উন্নয়ণ কোনও ব্যবহারে আসবে না। মাননীয় সদস্য কি দেখবেন যে, তা যেন আর বেশি দেরি না হয়?

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫। পৃ: ১০০-১১০

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ভূগর্ভে মহিলাদের কাজ বন্ধ করা যাবে কিন্তু মাটির ওপর মহিলাদের কাজ থাকবে। ক্রেশ প্রয়োজনীয়। এটার অর্থ এই নয় যে আমি বিষয়টিতে বিলম্ব করছি।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : খনি—দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়জন মহিলা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বিজ্ঞপ্তি চাই।

পন্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র : এই মৃত্যুর কত শতাংশ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ও কত শতাংশ দুর্ঘটনায়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বিজ্ঞপ্তি চাই।

২৫৬

*দক্ষিণ ভারতের খনিজ ভাণ্ডার

৬১. শ্রী কে. এস. গুপ্ত : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে জানাবেন কি কত প্রকার খনিজ ভাণ্ডার — ধাতু ও অ-ধাতুর, গত তিরিশ বছরে ভূতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা অনিয়মিত সমীক্ষায় দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গেছে?

(খ) এটা কি সত্য যে, চুম্বকের গুণ সম্পন্ন লৌহ আকরিক বেশি পরিমাণে সহজে অভিগম্য জায়গায় পাওয়া যায়?

(গ) ভারত সরকার কি এই খনিজ ভাণ্ডারের কাছাকাছি কোনও লৌহ বা ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেছে বা কাউকে অনুপ্রাণিত করেছে? যদি না করে, কেন নয়?

(ঘ) মাদ্রাজ প্রদেশে খনিজ ভাণ্ডারের কোনও রীতিবদ্ধ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান হয়েছে কি যেমন : (i) তামা, (ii) দস্তা (iii) সীসা ও (iv) অ্যালুমিনিয়াম? যদি হয়, ফল কি?

(ঙ) এটা কি সত্য নয়, যে মাদ্রাজ প্রদেশে উঁচু মানের মৃৎশিল্পের বস্তু তৈরি করা যেত যদি সম্পদ যথাযথ ভাবে সংগ্রহ করা হত? এই শিল্প সংক্রান্ত কোনও অনুসন্ধান করা হয়েছে কি? যদি না হয়, কেন?

(চ) এটা কি সত্য যে, ইলমেনাইট যা রঙ তৈরির এক প্রধান খনিজ, দক্ষিণস্থ জেলার কিছু স্থানে পাওয়া যায়? এই শিল্পের উন্নতির জন্য কোনও পরিকল্পনা বা প্রয়াস করা হয়েছে কি? যদি না হয়, কেন?

(ছ) এটা কি সত্য নয় যে, বেশি পরিমাণে অভ্র, যা উচ্চ প্রসারণযোগ্য বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, মাদ্রাজ প্রদেশের কিছু উপকূল অঞ্চলে পাওয়া যায়?

(জ) এটা কি সত্য নয় যে, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের শিল্প বানানোর প্রয়াস না করে অভ্র খনি থেকে তুলে সোজা বিদেশে রপ্তানি করা হয়?

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫। পৃ: ১১৬-১১৭

(ঝ) ভারত সরকার কি এই সমস্ত খনিজের কেন্দ্রীয় গবেষণা কেন্দ্র দক্ষিণ ভারতে তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছে? যদি হয় কবে? যদি না হয়, কেন নয়?

(ঞ) এটা কি সত্য নয় যে, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা ব্যুরোর অধীনে শুরু হওয়া ও শুরু হবে এমন প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র উত্তর ভারতে অবস্থিত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ধাতু : ক্রোমাইট, লৌহ আকরিক, ইলমেনাইট ও কোলামবাইট টেনটালাইট।

অধাতু : সিরামিক বস্তু যেমন কাওলিন, ফায়ারক্লে ও অন্য প্রকারের কাদামাটি, কোয়ার্জ, ফেলস্‌পার ও সিলিমানাইট, কোল লিগনাইট এবং দুষ্প্রাপ্য মাটির খনিজ, যেমন মোনাজাইট, জিরকোন ও সামারসকাইট।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) না। আকরিক নিচু মানের এবং তরল করার জন্য উপযুক্ত জ্বালানির সঙ্গে মেশে না।

(ঘ) হ্যাঁ। যদিও ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় কোনও খনিজ ভাণ্ডারকেই অর্থনৈতিক মূল্য আবিষ্কার করা হয়নি।

(ঙ) সম্ভবত। মাদ্রাজ সরকার এই প্রশ্নের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে এবং সিরামিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করছে।

(চ) প্রথম অংশ-হ্যাঁ। দ্বিতীয় অংশ-না। কারণ মাদ্রাজ থেকে ত্রিবাঙ্কুরের খনিজ ভাণ্ডারকেই বেশি মূল্যবান, এবং এই ভাণ্ডারের চাহিদা সীমাবদ্ধ।

(ছ) হ্যাঁ।

(জ) হ্যাঁ, অভ্র বেশি করে রপ্তানি করা হয়।

(ঝ) ভারত সরকারের বিবেচনায় আছে, ভারতের ভূতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগকে প্রসারণ ঘটানোর, কর্মচারীতে এবং কাজে। এটা আশা করা যায় বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে দেশের খনিজ ভাণ্ডার নিয়ে বেশি গভীর পরীক্ষা হবে।

(ঞ) প্রশ্নটি উপযুক্ত সদস্যকে করা হোক।

২৫৭

*দামোদর ও পোলাভরম প্রকল্প

৬৫. **অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে জানাবেন কি :

(ক)

(খ) বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন-ই কি বাংলায় প্রস্তাবিত দামোদর প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য; এবং

(গ) তফসিলি জাতের (হরিজন) জন্য বাংলা ও বিহারে প্রয়োজনীয় জমির জন্য ভারত সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নেবে কিনা সমবায় ভিত্তিতে চাষের জন্য বেশি অর্থ-বরাদ্দ করে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষ একটি বিদেশি সরকারের সংগঠন। কর্তৃপক্ষের কাজের প্রতিবেদনের প্রতিলিপি নেওয়া হবে এবং তা সভার গ্রন্থাগারে রাখা হবে।

(খ) হ্যাঁ, অন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার পাবে।

(গ) ভূমিহীন শ্রমিকদের ভাল উপায়ে সাহায্য করার সমস্যার ব্যাপারে সরকারের মনযোগ রয়েছে।

---

*বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫। পৃঃ ১১৮

২৫৮

*বিহার কয়লাখনি এলাকায় চালের জন্য বেশি মূল্য ধার্য

৭২. শ্রী কে.সি. নিয়োগি : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে জানাবেন এটা কি সত্য যে, ২০ নভেম্বর, ১৯৪৪-এ আমার ৬১১(খ) নং প্রশ্নের জবাব সত্ত্বেও, বিহার সরকার স্থির করেছে ক্ষতিপূরণ করতে স্থানীয় পাইকারি মূল্যই শুধু নয়, তার ওপর আরও চার আনা যোগ করা হবে, ঝরিয়া যুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের সদস্যদের পুরনো মূল্যই ধার্য করছে?

(খ) এটা কি সত্য যে কিছু খনির মালিক এই প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিবাদ জানিয়েছে?

(গ) এটা কি সত্য যে, বিহার প্রদেশের একটি বৃহৎ কয়লাখনির সাধারণ কর্মাধ্যক্ষদায়রা আদালতের বিচারক কর্তৃক ভারত প্রতিরক্ষা আইন'-এর ১৮ ধারায় অভিযুক্ত হয়েছেন ধানবাদের রেশন-আধিকারিকদের অভিযোগ অনুসারে—যে অভিযোগে ছিল সেই কর্মাধ্যক্ষ খনিতে উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে খনির শ্রমিকদের নির্দিষ্ট রেশনের চেয়েও বেশি সরবরাহ করেছেন?

(ঘ) এটা কি সত্য যে, বিহার সরকারের পক্ষে ধানবাদের রেশন-আধিকারিক সেই সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত রেশন সরবরাহ করছিলেন, যা আমার প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় সদস্য স্বীকার করেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) : বিহার সরকার জানিয়েছে এই ব্যাপারে তারা কোনও প্রতিবাদ গ্রহণ করে নি। কিন্তু আমি একটি পেয়েছি এবং বিহার সরকারকে আরও প্রতিবেদন তৈরি করতে বলেছি। তাদের প্রতিবেদন পেলে বিষয়টি আবার বিবেচিত হবে।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) প্রাদেশিক সরকারের আদেশ অনুসারে, নভেম্বর ১৯৪৪-র পূর্বে কয়লা খনিতে খাদ্যশস্যের নির্ধারিত মূল্যের বেশি ধার্য করা হত।

(ঙ) (ঘ)-র উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরের প্রয়োজন নেই।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫। পৃঃ ১২১

২৫৯

*দিল্লির বিদ্যুৎ ক্রয় ও ট্র্যাকশন কোম্পানি ক্রয়

৭৬. শ্রী কে.সি. নিয়োগি : (ক) ১৫ নভেম্বর, ১৯৪৪-তে আমার করা ৪১৯ নং প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, যে বর্তমান লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সরকার কি দিল্লি বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ট্র্যাকশন কোম্পানিকে কেনার প্রশ্নে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে?

(খ) যদি এই পছন্দকে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি কোম্পানিকে বিলি করা হয়েছে কি?

(গ) যদি সরকার কর্মভার নেয়, ভবিষ্যতে প্রশাসন-যন্ত্র কি হবে?

(ঘ) যদি ওপরের পছন্দকে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়, তবে কি মাননীয় সদস্য দয়া করে সেই সিদ্ধান্তের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) এটা জানা গেছে যে, মুখ্য মহাধ্যক্ষ কেনার ব্যাপারে সরকারের মনোভাব জানিয়ে কোম্পানিতে বিজ্ঞপ্তি বিলি করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু সেই বিজ্ঞপ্তি আজ অবধি বিলি হয়নি।

(গ) কোনও সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।

(ঘ) প্রশ্নই ওঠে না।

---

*বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫। পৃ: ১২৩-২৪

২৬০

*আবাসন বিলির ব্যাপারে শ্রম-বিভাগ দ্বারা সাম্প্রতিক জাতগত ও ধর্মীয় বিভাজন

শ্রী সভাপতি (মাননীয় আবদুর রহিম) : মুলতুবি প্রস্তাবের পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি পাচ্ছি মহাশয় সৈয়দ রাজা আলির কাছ থেকে এই মর্মে যে, বিবৃতি নং WII - 4/114, তারিখ ২৫ জানুয়ারি, ১৯৪৫ প্রদান করে ভারত সরকার যে শ্রম বিভাগ দ্বারা আবাসন বিলির ব্যাপারে সম্প্রতি জাতগত ও ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করেছে এবং এর ফলে ইউরোপীয়, ঈঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় খ্রীস্টানদের অনুকূলে আবাসন বিলি হচ্ছে তাকে তিরস্কার করা। আমি ভারপ্রাপ্ত সদস্যের কাছ থেকে বর্তমানের সঠিক অবস্থাটি জানতে চাইছি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, আমি বিবৃতিটি দেখেছি এবং আমি বলেছি 'ভারতীয়' শব্দের পরিবর্তে 'ভারতীয় খ্রিস্টান' শব্দটি অসাবধানতায় চলে এসেছে। এটি ঠিক করা দরকার, যাতে এ ব্যাপারে কোনও বৈষম্য না থাকে।

সৈয়দ রাজা আলি : আমি মনে করি, সব থেকে ভাল হয় যদি মাননীয় সদস্য বিবৃতি দেন। তাহলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি সরকারি বিবৃতির সংশোধন করেছি এবং পরিবর্তিত রূপে এটি জারি হবে।

সৈয়দ রাজা আলি : কিন্তু সভা যা বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে কিছু, জানতে চায়। বিবৃতির অর্থ কি দাঁড়ায় এবং কি সংশোধন আমার মাননীয় বন্ধু করেছেন এবং এই সংশোধনের ফলে কি হবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মূলে যে বিবৃতি জারি করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ : "এই বিভাগে যে সমস্ত আধিকারিক মাসিক ৬০০ টাকার কম বেতন পায়, তাদের দিল্লি, নতুন দিল্লি ও সিমলায় পুরানো ও নতুন আবাসনের বিভাজন দূর করার প্রশ্নে বিবেচনা করতে হবে। বিভাগের মতামত বিবেচনার পর, এটা

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫। পৃ: ২০৬

ঠিক করা হবে যে পরবর্তী গ্রীষ্ম কাল থেকে বিভাজন মুছে ফেলা হবে। ইউরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় খ্রিস্টানদের ব্যাপারে যাদের বিষয়ে সম্পত্তি-আধিকারিক সন্তুষ্ট যে তারা ইউরোপীয় অভ্যাসে বিশ্বাস করে, তাদের পুরানো আবাস বিলি করে যদি তারা অন্যভাবে 'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' শ্রেণীর জন্য যোগ্য রূপে বিবেচিত হয়।"

এই নিয়মের যথাযথ সময়ে সংশোধন হবে। এটাই মূল বিবৃতি যা বিলি করা হয়েছিল। সংশোধিত বিবৃতিতে এই পরিবর্তন হয়েছে।

"সম্পত্তি-আধিকারিক বিবেচনা করে সেই আধিকারিকদের আবাস বিলি করেছে, যারা ইউরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয় অথবা ভারতীয় যাই হোক না, যাদের বিষয়ে সম্পত্তি-আধিকারিক সন্তুষ্ট হবেন যে তারা ইউরোপীয় অভ্যাসে বিশ্বাস করে, যাতে অন্য ভাবে যেন তারা 'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ'-র নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য যোগ্য হয়।

২৬১

*ওয়েস্টার্ন কোর্টে কক্ষে কেন্দ্রীয় বিধানসভার সদস্যদের থাকবার দাবিকে অস্বীকার

১৫৬. শ্রী আবদুল কায়ুম : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি,

(ক) ওয়েস্টার্ন কোর্টে কক্ষ ও অন্যান্য আবাসের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি মাননীয় কেন্দ্রীয় বিধানসভার সদস্যদের জন্য যারা অধিবেশন অথবা প্রবর সমিতিতে অংশ নেয়?

(খ) বীমা বিলের প্রবর সমিতির জন্য আবাসন বিলির ক্ষেত্রে, সদস্যদের দাবি কি উপেক্ষা করা হয় এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা সমিতির সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; এবং যদি হয়, কেন; এবং

(গ) ভবিষ্যতে কি কেন্দ্রীয় বিধানসভার সদস্যদের দাবিকে যথাযথ সম্মান জানানো হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) অধিবেশনের সময় ভারতীয় বিধান মন্ডলের মাননীয় সদস্যদের জন্য ওয়েস্টার্ন কোর্টে ১৯টি কক্ষ ও অন্যত্র ৬৯টি আবাস সংরক্ষিত থাকে। যখন অধিবেশন চলে, যখন অধিবেশন বন্ধ থাকে তখনও কেন্দ্রীয় বিধান মন্ডলের কাজে যে সমস্ত সদস্যরা দিল্লি আসেন তাদের জন্য ওয়েস্টার্ন কোর্টে ৭টি কক্ষ এবং অন্যত্র ৮টি আবাস সংরক্ষিত থাকে।

(খ) না। ওয়েস্টার্ন কোর্টে একমাত্র তখনই জাতীয় প্রতিরক্ষা সমিতির সদস্যদের দেওয়া হয়েছে যখন জানুয়ারি ১৯৪৫-এর বীমা বিলের প্রবর সমিতির সদস্য অনুপস্থিত থেকেছেন অথবা সদস্যদের কাছ থেকে কোনও চাহিদা দেখানো হয়নি। প্রবর সমিতির যে সমস্ত সদস্য ওয়েস্টার্ন কোর্ট থাকতে চেয়েছেন তাদেরকে সবসময়ই থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

(গ) ঠিক সময়ে বিজ্ঞপ্তি দিলে সবসময়ই কেন্দ্রীয় বিধানসভার সদস্যদের জন্য থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৩২৩-৩২৪

*মুক্তেশ্বরে ইম্পিরিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পথ নির্মাণ

১৭৮. **শ্রী বদ্রী দত্ত পান্ডে** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি নৈনিতাল জেলার মুক্তেশ্বরে ইম্পিরিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে মোটর পথ নির্মাণের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে কি?

(খ) যদি হয়ে থাকে, পথের দৈর্ঘ্য কত এবং নির্মাণ ব্যয় কত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) এই সরকারের কাছে এমন কোনও প্রস্তাব নেই।

(খ) প্রশ্ন ওঠে না।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৩৩৭

২৬৩

*ভারতীয় প্রস্রবনকে বাণিজ্যমুখী করবার প্রয়াস

৩০৮. **শ্রী কে. সি. নিয়োগি :** ভারতীয় প্রস্রবনকে বাণিজ্যমুখী করবার পরীক্ষার ব্যাপারে ৫ অগাস্ট, ১৯৪৫-এর ৫০ নং প্রশ্নের এবং তার উত্তরের সূত্র ধরে বলি, মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন কি যে, বিভিন্ন ঝর্না-জলের অবস্থান কোথায় যেখানে পরীক্ষা হয়েছে এবং সেই জলের গঠন ও ধর্ম কি?

(খ) সরকারের কি কোনও পরিকল্পনা আছে যে এই সমস্ত ঝর্না-জলের উৎসগুলিকে কাজের জন্য রাজ্য সংগঠনকে দেবে, নাকি কোনও বেসরকারি উদ্যোগকে দেবে? যদি তাই হয়, এই পরিকল্পনার আনুপুঙ্খিক তথ্য কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) বিহারের কিছু উষ্ণ খনিজ প্রস্রবর্ণের জল ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা দ্বারা অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং এই জলের রাসায়নিক ধর্ম পরীক্ষার পর এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, যুদ্ধের সময় এই জলকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করে সরকারি সংস্থার কোনও লাভ হবে না।

□□□

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃঃ ৪৫৪-৪৫৫

২৬৪
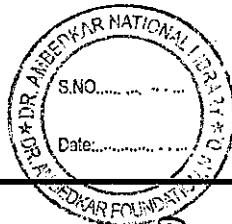
*বাংলার কয়লার জন্য দামোদর নদীতে পরিবহণ

৩১০. **শ্রী আর. আর. গুপ্ত :** মাননীয় শ্রমিক সদস্য অবগত আছেন কি, যে গত শতাব্দীতে ভারত সরকার দ্বারা একটি সিদ্ধান্ত এই মর্মে বিবেচিত হয় — সমস্ত ঋতুতে নৌবাহন যোগ্য জলপথ রূপে দামোদর নদীকে বাংলার কয়লাখনিগুলি থেকে কয়লা কলকাতায় পৌঁছে দিতে ব্যবহার করা হবে? যদি না থাকে, সরকার কি প্রস্তাবিত বহুমুখী দামোদর নদী প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐ প্রস্তাবের পুনঃপরীক্ষা করার যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করবেন? যদি না করেন, কেন নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি এই ধরনের কোনও প্রস্তাবের বিষয়ে অবগত নই। কিন্তু রানিগঞ্জ থেকে কলকাতা অবধি দামোদর নদীতে একটি খাল করার প্রস্তাব আছে।

দামোদরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহুমুখী প্রকল্পের সম্ভবনাকে পরীক্ষা করে বর্তমানে অনুসন্ধান করা হচ্ছে — এই পরীক্ষা নৌ-চালনার সম্ভবনাকে উৎসাহিত করবে।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৪৫৫

২৬৫

*রাওয়ালপিন্ডির কাছে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কার

৩১৪. শ্রী টি.টি. কৃষ্ণমাচারি : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে উল্লেখ করবেন কি :

(ক) রাওয়ালপিন্ডি ও পঞ্জাবের নিকট আবিষ্কার হওয়া পেট্রোলিয়াম সম্পর্কিত খবরের কাগজের প্রতিবেদনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছে কি; এবং

(খ) এই পেট্রোলিয়াম একচেটিয়া বিদেশি সংস্থাকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, সরকার এই প্রতিবেদনটি দেখেছে —

(খ) বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং ভারত সরকারের কাছে কোনও তথ্য নেই।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃঃ ৪৫৬

২৬৬
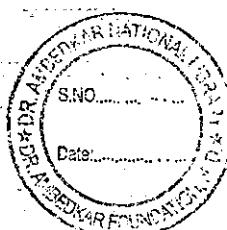
*দিল্লি প্রদেশের কারখানাগুলিতে মহিলা শ্রমিক

৩২৭. **শ্রীমতী কে. রাধা বাই সুব্বারায়ন** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) ১৯৪৪ সালে দিল্লি প্রদেশের কারখানাগুলিতে মোট মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা কত, যাদের উপর কারখানা আইন প্রযুক্ত;

(খ) আইনের ধারা অনুসারে মহিলা কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যর্থ হয়েছে এমন কোনও সংস্থার প্রতি কারখানা আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ কি নেওয়া হয়েছে; এবং

(গ) দিল্লি প্রদেশের জন্য মহিলা শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে কি, এবং যদি হয়, তার কর্তব্য কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে, আমি ৩২৭ ও ৩২৮ নং প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।

আমি অনুসন্ধান করছি এবং যথা সময়ে প্রতিবেদন পেশ করব।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৪৬৩

২৬৭

*দিল্লি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ও ট্র্যাকশন কোম্পানি

৪০৩. **শ্রী টি. এস. অবিনাশলিঙ্গম চেট্টিয়ার** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে জানাবেন কি :

(ক) দিল্লি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ও ট্র্যাকশন কোম্পানি প্রসঙ্গে শেষ দায়রায় শ্রী নিয়োগির ৪১৯ নং প্রশ্নের উত্তরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি কি অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করেছেন;

(খ) কোম্পানি কি লাভ করেছে; এবং

(গ) অনুসন্ধানের ফল কি, এবং সরকার কি এটি কেনার প্রস্তাব দিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (গ) : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এ শ্রী নিয়োগির প্রশ্নের উত্তরের প্রতি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(খ) ১৯৩৯ থেকে কোম্পানি দ্বারা ঘোষিত লাভাংশ নিম্নরূপ :

বছর	লাভাংশ	
১৯৩৯	— ১১ শতাংশ	আয়কর মুক্ত
১৯৪০	— ১১ শতাংশ	
১৯৪১	— ১১ শতাংশ	
১৯৪২	— ৯ শতাংশ	
১৯৪৩	— ৯ শতাংশ	

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : সরকার কি কোম্পানিকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, মহাশয়।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : কখন এটি প্রয়োগ হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যখনই লাইসেন্স শেষ হবে।

শ্রী কে.সি. নিয়োগি : বিজ্ঞপ্তি কি সত্যিই বিলি হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি তেমনই বিশ্বাস করি।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৪৮৩

২৬৮

*ভারতীয় শ্রমিক সঙ্ঘকে সরকারি অনুদান

৪০৪. শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) এটা কি সত্য যে ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি, শ্রী যমুনাদাস মেহতা সরকার থেকে টাকা নেওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন যা শ্রমিক সদস্য অভিযোগ তুলেছেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করছেন;

(খ) টাকাটা কি ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের হিসাবে জমা পড়েছে; এবং

(গ) কার হাতে টাকা দেওয়া হয়েছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই প্রশ্নে মাননীয় সদস্য দ্বারা উল্লেখিত শ্রী মেহতা সর্ব-ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নয়, 'ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার'-এর সভাপতি।

(ক) আমি ২ নভেম্বর, ১৯৪৪-তে শ্রী লালচাঁদ নওলরাই-এর ৩১নং প্রশ্নের জবাব দেখতে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

(খ) এ ব্যাপারে কিছু জানি না।

(গ) শুরুতে টাকা ন্যাশালন ওয়র ফ্রন্ট-এর মাধ্যমে ফেডারেশনের প্রতিনিধিকে দেওয়া হত এবং পরে জাতীয় সেবা শ্রম-ন্যায়পীঠের সভাপতির মাধ্যমে। জুন ১৯৪৪ থেকে দেওয়া হয় ফেডারেশনের সচিবকে।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : এটা কি প্রয়োজনীয় নয় যে, সরকার নিজে সন্তুষ্ট হবে যে নির্দিষ্ট সংগঠনকে টাকা অনুমোদন করা হল, টাকা সেই সংগঠনের হিসাবে জমা হচ্ছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কোনও সংস্থার হিসাব দেখা আমার কাজ নয়।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্যের

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৫৮৩-৫৮৪

প্রতিবেদন অনুযায়ী একজন নিরীক্ষককে হিসাবের আয়ব্যয় পরীক্ষা করতে পাঠানো হয় আমি কি জানতে পারি নিরীক্ষকের প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মাননীয় বন্ধু এই বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করুন।

শ্রী আবদুল কায়ুম : মাননীয় সদস্য কি যারা টাকা নিয়েছে সেই সংগঠনের কর্মকর্তাদের নাম জানাবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রথমে টাকা ন্যাশানল ওয়র ফ্রন্ট-এর মাধ্যমে ফেডারেশনের প্রতিনিধিকে দেওয়া হত এবং পরে জাতীয় সেবা শ্রম-ন্যায়পীঠের সভাপতির মাধ্যমে। জুন ১৯৪৪ থেকে দেওয়া হয় ফেডারেশনের সচিবকে।

শ্রী আবদুল কায়ুম : মাননীয় সদস্য কি সেই নির্দিষ্ট ভদ্রলোকের নাম করবেন যিনি টাকা গ্রহণ করেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : এটা সত্য যে ১৯৪২-৪৩-এর সরকারি হিসাব সমিতি নির্দিষ্ট করে বলেছে যে, ভাউচার ও হিসাব যা এই টাকার জন্য রাখা ছিল, শ্রী রায়কে দেওয়া হবে না। আমি কি জানতে পারি শ্রী রায়কে ব্যক্তিগত নামে টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা এবং আয়-ব্যয় পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং সংগঠনের নামে টাকা জমা হওয়ার ব্যাপারে নিরীক্ষক কি সিদ্ধান্তে এসেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নতুন ব্যবস্থা শুরু হওয়ার আগে টাকা কাকে দেওয়া হত আমি বলতে পারব না। নতুন ব্যবস্থা শুরু হবার পর টাকা সচিবকে দেওয়া হয়।

শ্রী বদ্রী দত্ত পাণ্ডে : যেহেতু এই সভা দ্বারা শ্রমিক জোটের ভরতুকি মঞ্জুর হয়নি, সরকারের অভিপ্রায় কি এটি বন্ধ করে দেওয়া?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনুমান করতে পারি না।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : পরবর্তী বাজেটে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যদি আমার মাননীয় বন্ধু অপেক্ষা করেন তো জানতে পারবেন।

শ্রী শ্রী প্রকাশ : সরকার কি নিশ্চিন্ত যে টাকা ঠিক ভাবে খরচ হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ মহাশয়, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : মহাশয়, আমি সভাপতিকে জানাতে চাই এটা অসঙ্গত উত্তর। বাজেট সামনেই আসছে এবং তিনি নিশ্চয় জানেন কতটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমি কি জানতে পারি এই টাকা সংস্থান করা হয়েছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মাননীয় বন্ধু ২৮ ফেব্রুয়ারি এটা জানতে পারবেন।

২৬৯

*শ্রমিক-কৃত্যক সংস্থা

৪০৫. **শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে জানাবেন, কয়টি জায়গায় শ্রমিক-কৃত্যক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে?

(খ) কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য এই সংস্থার কাজ করবার অভিপ্রায় আছে?

(গ) এখন পর্যন্ত কত জন ব্যক্তিকে তাঁরা কর্মনিয়োগ হতে দেখেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ভারতের দশটি স্থানে কর্মনিয়োগ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সেই দশটি কেন্দ্র হল, বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুর, মাদ্রাজ, কলকাতা, ধানবাদ, কানপুর, দিল্লি, লাহোর এবং করাচি।

(খ) বর্তমানে, কৃত্যক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত কর্মচারিদের, যা জাতীয় প্রযুক্তি কৃত্যক ১৯৪০ সালের অধ্যাদেশে যারা বোম্বাই ও কলকাতায় প্রতিদিন ১-৮-০ টাকার কম মজুরি পায় না ও অন্যান্য জায়গায় পায় ১ টাকা প্রতিদিন।

(গ) ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৪ পর্যন্ত কেন্দ্র দেখছে ৫৯০৯ কর্মীর নিয়োগ হয়েছে।

আমি আরও যোগ করতে চাই যে, ডিসেম্বর ১৯৪৩-এই এই সমস্ত কর্মনিয়োগ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং যোগ্য কর্মী ও সুবিধা মতো জায়গার অসুবিধে প্রতিটি ক্ষেত্রে উপলব্ধি হচ্ছে।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : আমি কি জানতে পারি যে সরকার অন্য পর্যায়ের কর্মচারিদেরও এই শ্রমিক-কৃত্যকের আওতায় এনেছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, মহাশয়।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : শ্রমিকদের সেই অন্য পর্যায়গুলো কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসি নি।

শ্রী আবদুল কায়ুম : আমি কি জানতে পারি, কত শতাংশ আবেদনকারি চাকরি পেয়েছে?

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৫৮৪

মাননীয় ড. আম্বেদকর : নিবন্ধিত চাকরি প্রার্থী মোট কর্মীর সংখ্যা ১৪,৬৯৭, যাদে করি পেয়েছে ৫৯০৯ জন মানুষ।

শ্রীমতী রাধা রায়ন : এই তালিকায় কি মহিলারাও আছে?

মাননীয় ড. আম্বেদকর : আমার তালিকায় পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোনও পার্থক্য া।

□ □ □

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নিবন্ধিত চাকরি প্রার্থী মোট কর্মীর সংখ্যা ১৪,৬৯৭, যাদের মধ্যে চাকরি পেয়েছে ৫৯০৯ জন মানুষ।

শ্রীমতী রাধা বাই সুব্বারায়ন : এই তালিকায় কি মহিলারাও আছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার তালিকায় পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় না।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : সরকার কি সন্তানদের তত্ত্বাবধানের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করবে এবং মায়েরা যেন খনির উপরে এসে তাদের সন্তানদের খাওয়াতে পারে? এক মাসের বেশি বয়স হলেও শিশুদের খাওয়ানোর প্রয়োজন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সমস্যার গুরুত্ব না বুঝে আমি কোনও সিদ্ধান্তে আসব না। আমি তথ্যর জন্য বলছি।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : মাননীয় সদস্য নিজেই যেহেতু স্বীকার করেছেন যে সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ, সরকার কি ততদিন মহিলাদের ভূগর্ভে যাওয়া নিষিদ্ধ করবে, যতদিন তাদের সমস্যা দূর না হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি জানিনা এমন কোনও মহিলা আছে কিনা যারা সদ্যজাত শিশু নিয়ে ভূগর্ভে কাজ করে।

শ্রী মনু সুবেদার : মাননীয় সদস্য কি সেই সমস্ত খনিতে মহিলাদের কাজ করা বন্ধ করবে যেখানে ক্রেশ ও অন্যান্য সুবিধা নেই।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রতিটি খনিতে যাতে ক্রেশ-এর ব্যবস্থা হয় আমি সেই চেষ্টা করব।

শ্রী মনু সুবেদার : সেই সময় অবধি কি মহিলা শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রাখবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যদি এটিই একমাত্র পথ হয়, বিবৃতিটি ভেবে দেখা যেতে পারে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : (গ) প্রশ্নের সূত্রে সরকার কি সর্ব-ভারত চিকিৎসক সমিতি থেকে সদ্যজাত শিশুদের মায়ের ভূগর্ভে কাজ করার বিষয়ে কোনও পরামর্শ নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি জানিনা, এ বিষয়ে তারা সরকারকে কতটা পরামর্শ দেবে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : আমি জানতে চাই তারা সাহায্য করবে কি করবে না এ বিষয়ে তাদের জানাতে সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করে?

মাননীয় ডঃ বি. আর. আম্বেদকর : আমি এটাকে এমন কোনও সমস্যা বলে ভাবি না, যার জন্য পরামর্শ প্রয়োজন।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : আমি জানতে চাই গত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সভাতে এ বিষয়ে কোনও পরামর্শ দিয়েছিল কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বর্তমানে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।

শ্রীমতী রেনুকা রায় : এটা কি সত্য যে, এই সমস্ত ক্রেশে যখন অতিথি সমাগম হয় বা সরকারি প্রতিনিধি যায়, তখন তা তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু, আসলে এই সমস্ত ক্রেশে কোনও ভাল ব্যবস্থা নেই যে সমস্ত শিশুর বাড়ি খনির কাছে তাদের ক্রেশে নেওয়া হয়না, এমনকি কিছু ক্রেশ শুধুমাত্র নামে আছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি জানিনা, মাননীয় সদস্য কোন ক্রেশ পরিদর্শন করে এটি জানলেন।

শ্রী এন. এম. যোশি : মাননীয় সদস্য কি খনি অঞ্চলে যান?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি যাই।

২৭১

*খনিতে প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিধি বলবৎ করার জন্য পদক্ষেপ

৪৩৭. **শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে বলবেন কি?

(ক) যেহেতু মহিলা খনি শ্রমিকরা অশিক্ষিত ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, সরকার খনির প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিধি বলবৎ করার জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছে;

(খ) ১৯৪১-এ এই বিধি গৃহীত হবার পর থেকে সরকার কি এর প্রয়োগের ব্যাপারে কোনও প্রতিবেদন পেয়েছে; এবং

(গ) সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও চার সপ্তাহ পরের কর্মবিরতি-ই খনির মহিলা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে; এবং

(ঘ) (গ)-তে উল্লিখিত বিষয়ের ব্যাপারে সরকার কি চিকিৎসকদের মতামত নিয়েছে? যদি নিয়ে থাকে তার একটি প্রতিলিপি কি সভায় পেশ করবে এবং যদি না নিয়ে থাকে, সরকার কি তেমন পদক্ষেপ নেবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ভারতীয় খনির মুখ্য পরিদর্শকের অধীনে একজন ঊর্ধ্বতন শ্রমিক পরিদর্শক ও দুই জন কনিষ্ঠ শ্রমিক পরিদর্শক যারা ডাক্তার, নিয়োগ করা হয়েছে।

(খ) যদিও সরকার বিধিটির প্রয়োগ সম্পর্কে কোনও প্রতিবেদন পায় নি, মুখ্য পরিদর্শকের অধীনস্থ পরিদর্শকরা প্রতিবেদন জমা দিয়ে আসছে এবং খনি বিভাগ দ্বারা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

(গ) ও (ঘ) প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও পরে মহিলাদের ছুটির বিষয়টি কারখানার আইন প্রণয়নের বিধানের সমধর্মী। প্রসবের পূর্বে খনির মহিলা শ্রমিকদের ছুটি বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৬১০-৬১১

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : প্রসবের পরে কি করা হয়? সরকার কি প্রসবের পরে ছুটি বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য বলে ভাবছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটার প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত মহিলাকর্মী প্রসব করেছে তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিষেধ আছে।

শ্রীমতী রেনুকা রায় : মাননীয় সদস্য অবগত আছেন কি, যখন ভূগর্ভে মহিলাদের কাজের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল, কিছু খনিতে এমন ঘটেছে কি যে শিশু ভূগর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।

শ্রীমতী রেনুকা রায় : মাননীয় সদস্য সচেষ্ট হবেন কি যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্য যদি নির্দিষ্ট করে ঘটনাগুলো জানান, আমি অনুসন্ধান করব।

শ্রীমতী রেনুকা রায় : আমি তা করতে প্রস্তুত।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকার নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক কর্তৃপক্ষের মতামত নেবে এমন আশ্বাস কি পেতে পারি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যদি প্রয়োজন মনে করে তবে নিশ্চয় নেবে।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : এটা কি সত্য নয় যে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের গত সভাতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে প্রসবের আগে ও পরে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা মতে দুই মাস ছুটির প্রয়োজন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। আমি তা স্মরণ করতে চাই না।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : আমি বুঝতে পেরেছি যে, এটা প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছিল যা সরকার আমাদের বিলি করেছে।

শ্রীমতী রেনুকা রায় : যেহেতু মাননীয় সদস্য বিবেচনা করেন যে আন্তর্জাতিক সভায় মহিলাদের ভূগর্ভে কাজ করার ওপর নিষেধ জারি করার বিষয়টি তিনি

উপেক্ষা করে ঠিক করেছেন কি? আমি জানতে চাই তিনি কি ভাবেন যে, অন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিষয়ে বিধানটি অপ্রয়োজনীয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমরা বিষয়টি বিবেচনা করছি।

□ □ □

২৭২

*পুরানো ও নতুন আবাসনের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপসাধন

৪৫১. **শ্রী এইচ. এ. সাথার এইচ. এসাক সাইত** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে বলবেন কি:

(ক) কি কারণে পুরানো ও নতুন আবাসনের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপসাধন হল? যা ২৫ জানুয়ারি, ১৯৫৪-এ শ্রমিক বিভাগের স্মারকলিপিতে উল্লিখিত আছে; এবং

(খ) এই সিদ্ধান্তের ফলে (i) যারা বর্তমানে আবাসনে আছে এবং (ii) যারা ভবিষ্যতে আবাসন পাবে তাদের কি হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) আবাসন বন্টনের নিয়ম অনুযায়ী, আবাসনের জন্য আবেদন হয় পুরানো ও নতুন ধরণের জন্য করতে হবে। যে একটি ধরণের জন্য আবেদন করবে সে অন্য ধরণের জন্য বিবেচিত হবে না। বর্তমানে বাসস্থানের, ঘাটতির জন্য এর ফলে অসুবিধা হচ্ছে একজন আধিকারিককে কোনও আবাসন না পেয়ে ফিরতে হয় সে যে ধরণের আবাসনের জন্য আবেদন করেছে তা না থাকার জন্য, যদিও অন্য ধরণের আবাসন হয়ত পাওয়া যেত।

এছাড়া আবাসন দপ্তরে দুই ধরনের আবাসনের পার্থক্য থাকার জন্য বেশি কাজ করতে হয় কেননা দুই শ্রেণীর আবাসনের বর্ণনা আলাদা ভাবে করতে হয়। দুই ধরনের আবাসনের রক্ষণাবেক্ষণও তাছাড়া আলাদা ভাবে করতে হয়।

(খ) (i) কিছু নয়।

(ii) ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৫-এর সিদ্ধান্ত ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এ সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। যারা 'A', 'B' 'C' এবং 'D' টাইপের নির্দিষ্ট বাসস্থানের জন্য যোগ্য তারা সমস্ত টাইপের আবাসনের জন্য আবেদন করার যোগ্য।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৬১৮

২৭৩

*মহিলা শ্রমিকদের খনিতে মৃত্যু

৪৫৩. শ্রী কে. এস. গুপ্ত : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, খনিতে মহিলা কর্মীদের ১৯৪২, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে মৃত্যুর সংখ্যা (i) অসুখে এবং (ii) দুর্ঘটনায় কত?

(খ) এটা কি সত্য নয় যে, কয়লা খনিতে পুরুষ শ্রমিক পাওয়া যায় না যেহেতু তাদের বেতন এই দুর্মূল্যের বাজারে যথেষ্ট নয়?

(গ) খনির মালিক বা সরকারের পক্ষ থেকে এমন চেষ্টা কি কখনও হয়েছে যারফলে পুরুষ শ্রমিকদের খনির কাজে টানতে ভালো বেতন, খাদ্যর সরবরাহ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাতে অন্য সভ্য দেশের মতো খনিতে মহিলাদের কাজ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারতে নারীত্বের মর্যাদা বাঁচনো যায়।

(ঘ) এটা কি সত্য নয় যে, খনি অঞ্চলে শিশুদের মৃত্যুর হার অনেক বেশি। কারণ ভূগর্ভে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য মায়ের বুকের দুধ আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়?

(ঙ) এটা কি সত্য নয় যে, খনি অঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য বিশুদ্ধ দুধ পাওয়া যায় না?

(চ) খনির মালিক বা সরকারের পক্ষ থেকে এমন প্রচেষ্টা কি হয়েছে যে, বিনা মূল্যে এক বছরের কম বয়সের শিশুদের দুধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। যদি না হয়, কেন নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) মাটির ওপর ও মাটির নিচের দুর্ঘটনায় ভারতের সমস্ত খনিতে মহিলাদের মৃতের সংখ্যা ১৯৪২, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে যথাক্রমে ৯, ১১ ও ৫৩। অসুখে মৃত্যুর কোনও সংখ্যা নেই।

(খ) না।

(গ) হ্যাঁ, মজুরি, কল্যাণ ও সুখসুবিধার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উন্নয়ন সূচি গ্রহণ করা হয়েছে :

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৬২০

(১) খাদ্য-দ্রব্যে ভরতুকি ও খাদ্যশস্যর দোকানের সংস্থান;

(২) ম্যালেরিয়া সহ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন এবং চিকিৎসালয় নির্মাণের সংস্থান বৃদ্ধি;

(৩) পর্যাপ্ত ভোগ্যপণ্য কেনার সংস্থান করা;

(৪) কর্মক্ষেত্র থেকে যাতায়াতের সংস্থান করা;

(৫) রেলওয়ে কয়লাখনির কয়লার দাম বৃদ্ধি করা, যাতে ঠিকাদার শ্রমিকদের আকর্ষণীয় মজুরি দিতে পারে; এবং

(৬) সরকার ও খনির মালিকদের মধ্যে এক অনৈয়মিক চুক্তি হয়েছে কয়লাখনির শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর জন্য।

(ঘ) দুধের ঘাটতির জন্য খনি অঞ্চলে শিশুর মৃত্যুর হার বেশি, এটি বলা যাবে না। কয়লাখনি অঞ্চলের শিশুমৃত্যুর সংখ্যা সারা-ভারতের সংখ্যা থেকে কম।

(ঙ) খনি অঞ্চলে বিশুদ্ধ দুধ পাওয়া যায়। দুধের নমুনা প্রায়-ই খনির স্বাস্থ্য পর্ষদ দ্বারা নিয়োগ হওয়া পরিদর্শক পরীক্ষা করে দেখে এবং কোনও ভেজাল পাওয়া গেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়।

(চ) না। সরকার মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আরও সম্ভবনাকে পরীক্ষা করে দেখছে।

□ □ □

২৭৪

*খনির ভূগর্ভে কর্মরত মহিলা কর্মী

৪৫৪. শ্রী কে. এস. গুপ্ত : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি ১৯৪২, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে ভূগর্ভে কর্মরত মহিলা কর্মী সংখ্যা কত?

(খ) ভূগর্ভে কর্মরত মহিলাদের সংখ্যা কমানোর কোনও প্রচেষ্টা হয়েছে? যদি না হয়, কেন নয়?

(গ) এটা কি সত্য যে, কিছু কয়লাখনিতে মহিলাদের গর্ভাবস্থার অন্তিম পর্যায়েও কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং তার ফলে ভূগর্ভে সন্তানের জন্ম হয়? এই বিষয়ে কোনও তথ্য সরকারের গোচর হয়েছে? যদি হয়, এই ধরণের অপকর্ম বন্ধ করতে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

(ঘ) গর্ভাবস্থার সপ্তম মাস থেকে মহিলাদের ভূগর্ভে কাজ করার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন সরকার বিবেচনা করে দেখেছে কি? যদি না দেখে, কেন নয়?

(ঙ) সরকার কি অবগত আছে যে, প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা মহিলা কর্মীদের দেওয়া হয় তা সামান্য এবং তাদের উপরওয়ালার প্রতি অভিযোগ যে, তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিবরণ পাঠায় না?

(চ) মাননীয় সদস্য অনুসন্ধানের জন্য কি প্রস্তাব দিয়েছে এবং ত্রুটির প্রতিকার করেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ১৯৪২ শূন্য, ১৯৪৩ — প্রায় ৭,০০০, ১৯৪৪ — ১৬,০০০।

(খ) হ্যাঁ, সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে এমন অবস্থা আনা হচ্ছে যাতে সরকার মহিলাদের কয়লাখনিতে কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করতে পারে। অন্যান্য খনিগুলোতে নিষেধাজ্ঞা আছেই।

(গ) না। যতটা আমি অবগত আছি, ভূগর্ভে কোনও শিশুর জন্ম হয়নি। এমন কোনও তথ্য জমা পড়ে নি। প্রশ্নের শেষ অংশের প্রশ্নই ওঠে না।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃঃ ৬২১

(ঘ) এই ব্যাপারে একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনায় আছে।

(ঙ) মুখ্য পরিদর্শকের অধীনে একজন ঊর্ধ্বতন শ্রমিক পরিদর্শক ও দুই জন কনিষ্ঠ শ্রমিক পরিদর্শক খনির প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিধি প্রয়োগ করে থাকে, এবং সমস্ত চেষ্টা থাকে এই বিধির প্রয়োজনীয়তা পূরণে।

(চ) না।

□ □ □

২৭৬

*বিধানসভা ও রাজ্যসভা বিতর্ক প্রকাশে বিলম্ব

১৩. শ্রী অনঙ্গ মোহন দাম : মাননীয় সদস্য প্রধান দয়া করে বলবেন কি:

(ক) কোন কোন তারিখে বিধানসভা ও রাজ্যসভা বিতর্ক (১৯৪৪-এর বসন্তকালীন সভা) যথাক্রমে বিক্রির ও সরবরাহ বিষয়ে আলোচনার জন্য মাননীয় সদস্যদের জন্য পাওয়া যাবে; এবং

(খ) এই বিতর্ক বিলম্বে হবার কারণ কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) তথ্য এই প্রতিবেদনে@ দেওয়া আছে।

(খ) বিতর্ক বিলম্বে হবার কারণ অনেকগুলি। যেমন যুদ্ধের কাজের ভিড়, যন্ত্রপাতি ভুল ভাবে কাজ করা ও যোগ্য মানুষ না থাকার জন্য কর্মীর ঘাটতি।

□□□

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৬৩০

@ প্রতিবেদন বাদ পড়েছে — সম্পাদক

২৭৮

*ত্রিদলীয় (শ্রমিক) সম্মেলনের কর্মীদের প্রতিনিধিবর্গের গঠন

† ৫৩৩. **শ্রী লালচাঁদ নাওলরাই** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন কি :

(ক) ত্রিদলীয় (শ্রমিক) সম্মেলনের কর্মীদের প্রতিনিধিবর্গ অথবা স্থায়ী সমিতি গঠিত প্রতিনিধিদের দ্বারা —

(i) ভারতীয় শ্রমিক জোট;

(ii) সর্ব-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস; এবং

(iii) অন্যান্য কর্মীরা?

(খ) কোন কারখানাগুলি ও শ্রমিকরা (iii) -এর অন্যান্য কর্মীদের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের প্রতিনিধিরা কিভাবে নির্বাচিত অথবা মনোনীত হয়;

(গ) যদি 'অন্যান্য কর্মীদের' প্রতিনিধিরা সরকার দ্বারা মনোনীত হয়ে থাকে, এটা বন্ধ করার প্রস্তাব আছে কি; যদি থাকে কেন নয়; এবং

(ঘ) কিসের ওপর ভিত্তি করে ও বিবেচনা করে সরকার এই প্রতিনিধিবর্গকে মনোনীত করে এবং প্রাদেশিক সরকারের এই মনোনয়নে কি কোনও হাত আছে, যদি থাকে, কতটা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ। (খ), (গ) ও (ঘ) পর্যায় (iii) টি এমন শ্রমিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা পর্যাপ্ত রূপে দুটি সর্ব-ভারতীয় শ্রমিক সংগঠন, যেমন সর্ব-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশন-এর প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে বিবেচনাযোগ্য প্রস্তাব পাওয়ার পরই ভারত সরকার মনোনয়ন করে। অন্তত কিছু দিনের জন্য এই ব্যবস্থা বন্ধ করার অভিপ্রায় নেই। এই মনোনয়ন বর্তমানে কর্মীদের সংগঠন উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৭৯৮।

†এই প্রশ্নের উত্তর, টেবিলে রাখা হচ্ছে, প্রশ্নকর্তার অনুপস্থিতিতে।

২৭৯

*জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প

৫৩৯. **শ্রী মনু সুবেদার :** (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি কতগুলি জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প বর্তমানে ভারতবর্ষে কাজ করছে?

(খ) প্রতিটি জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প কি পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে?

(গ) এই শক্তির কতটা শিল্প-সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) বেসরকারি, শিল্প-সংক্রান্ত ও সামরিক সংস্থা ছাড়া ৩৪টি।

(খ) বেসরকারি সংস্থা সম্পর্কে কোনও তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত সংস্থা মিলিয়ে মোট উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ আনুমানিক ১৯,৮৩০ লক্ষ কিলো ওয়াট—হর্সপাওয়ার।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৮০৪

*জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প

৫৪০. শ্রী মনু সুবেদার : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি অন্য আর কয়টি জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প বিবেচিত হয়েছে?

(খ) তাদের মধ্যে কয়টি (i) ভারত সরকার, (ii) প্রাদেশিক সরকার, ও (iii) দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে চলেছে?

(গ) এই প্রকল্পের মোট হর্স-পাওয়ার কত?

(ঘ) এদের মধ্যে কয়টি ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত?

(ঙ) এদের মধ্যে কয়টির জন্য সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে অথবা আদেশের অপেক্ষায় আছে?

(চ) জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করবার ও শক্তি উৎপাদন আনুমানিক তারিখ কি?

(ছ) এদের মধ্যে কোন প্রকল্পটি প্রথম?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) বর্তমানে অনেকগুলি প্রকল্পকে বিবেচনা করা হয়েছে; তাদের মধ্যে কয়েকটি অনুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। এখন অবধি স্বরাষ্ট্র সচিব ৩১টি কারখানার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

(খ) (i) বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়নের কাজকর্ম প্রাদেশিক সরকারের আওতায় পড়ে, ভারত সরকার যদিও কেন্দ্রীয় প্রায়োগিক শক্তি পর্ষদ-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পে সাহায্য করে থাকে।

(ii) ও (iii) (ক)-র উত্তরে উল্লিখিত ৩১টি প্রকল্পের মধ্যে, ১৪টি প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ১৩টি ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে এবং ৪টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৮০৪-৮০৫

(গ) আনুমানিক ৬,৭০,০০০।

(ঘ) ১৯৪৭ সাল শেষ হবার আগে অবধি ২৮টি প্রকল্প নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

(ঙ) সাত।

(চ) ১৯৪৬-এর শেষ ও ১৯৪৯-এর মধ্যে।

(ছ) যুদ্ধ পরবর্তী প্রকল্পের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকারের মোহাম্মদপুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্পই সম্ভবত প্রথম কাজ করেছে।

শ্রী মনু সুবেদার : এটা কি সত্য যে, ভারত সরকার অসঙ্গতভাবে সেই সমস্ত জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যাপারে যেগুলি তাদের কাছে প্রদেশ ও রাজ্য থেকে দাখিল করা হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে অযাচিতকঠিন মনোভাব গ্রহণ করেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বিশ্বাস করি না যে সরকার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কঠিন মনোভাব গ্রহণ করেছেন।

□ □ □

২৮১

*বিদ্যুৎ মহাধ্যক্ষর প্রতিবেদন

† ৫৪১. **শ্রী মনু সুবেদার :** (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, প্রতিবেদনের একটি প্রতিলিপি যা বিদ্যুৎ মহাধ্যক্ষ ভারত সরকারের কাছে পেশ করেছে, তা কেন সভার গ্রন্থাগারে রাখা হল না?

(খ) শক্তি সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ সমিতি কি প্রতিবেদন পেশ করেছে?

(গ) যদি করে থাকে, তাহলে সভার সভ্যদের তা দেখার সুযোগ দেওয়া হোক।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মনে হচ্ছে, মাননীয় সদস্য টেকনিক্যাল পাওয়ার সম্মেলনের কার্যবিবরণ সম্বন্ধে উল্লেখ করছেন, যেখানে ইলেকট্রিক কমিশনার ছিলেন সভাপতি। রিপোর্ট মুদ্রিত হচ্ছে। মুদ্রিত হলে তা সভার গ্রন্থাগারে রাখা হবে।

(খ) এবং (গ) সম্ভবত নীতি-নির্ধারক সমিতির দ্বিতীয় সভা যা ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়, তার উল্লেখ করেছেন। সমস্ত রেকর্ডের অন্তিমরূপ দেওয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে সভার গ্রন্থাগারে রাখা হবে। প্রথম সভার রিপোর্ট-এর মধ্যেই রাখা হয়েছে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৮০৪।

† প্রশ্নকর্তা সভায় অনুপস্থি থাকায় উত্তরটি টেবিলে রখা হয়।

২৮৪

*কয়লাখনির উপর উৎপাদনে উপকর

৫৬৫. অধ্যাপক এন.জি. রঙ্গ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি কয়লার যে অংশ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার খনি থেকে প্রেরিত হয় তার ওপর সরকার ১-৪-০ টাকার উৎপাদন উপকর ধার্য করে?

(খ) যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর, বাল্লিলয়া ও অন্যান্য জেলা থেকে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের খরচ এবং কয়লাখনিতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কি উপকরের আওতা থেকে মুক্ত?

(গ) কি চুক্তিপত্রে শ্রমিক (মহিলা সহ) সাক্ষর করবে? সরকার কি সভার টেবিলে আদেশের প্রতিলিপি রাখবে যার অধীনে শ্রমিক নিয়োগ ও চুক্তিপত্র হয়েছে?

(ঘ) সরকারি কি ব্যবস্থায় তাদেরকে নিয়োগ করেছে?

(ঙ) সাধারণত তাদের কর্মস্থল কোথায়?

(চ) ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৪-এ বিভিন্ন কয়লাখনিতে এই সমস্ত শ্রমিকদের আনুমানিক সংখ্যা কত?

(ছ) তাদের জন্য কি আলাদা শিবির করা হয়েছে? যদি হয়, শৌচাগার ও স্নানাগারের সুবিধা আছে কি?

(জ) এখন পর্যন্ত কয়টি দল পাঠানো হয়েছে এবং তাদের কত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) প্রাথমিক ভাবে খরচ সরকার পূরণ করে। এর একটি অংশ খনি মালিকের কাছে থেকে আদায় করা হয় এবং বাকিটা উৎপাদন উপকর তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে গৃহীত হয়।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃঃ ৮১৮-৮১৯

(গ) যে সমস্ত শ্রমিক মৌখিক ভাবে ৬ বা ১২ মাস কাজ করতে রাজি হয়েছে তাদের দ্বারা কোনও চুক্তিপত্রে সাক্ষর করানো হয় নি।

(ঘ) গোরখপুরের শ্রমিক সরবরাহ কেন্দ্র, যুক্তপ্রদেশের সরকার চালায়।

(ঙ) বাংলা ও বিহারের কয়লাখনি এবং হায়দ্রাবাদের সিঙ্গারেনি কয়লাখনি।

(চ) (i) বাংলা/বিহার কয়লাখনি - ১৫,৪০০।

(ii) সিঙ্গারেনি কয়লাখনি - ২৫০০।

(ছ) হ্যাঁ, প্রায় প্রতিটি শিবিরেই শৌচাগারের সংস্থান করা হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি সব কটিতে সংস্থান করা হবে কিন্তু স্নানাগার নয়। যদিও পর্যাপ্ত জল সরবরাহ পাওয়া যায়।

(জ) প্রেরিত শ্রমিকদের সর্বমোট সংখ্যা ঃ

বাংলা/বিহার কয়লাখনি - ৩৭,০০০ জন।

সিঙ্গারেনি কয়লাখনি - ৫,০০০ জন।

□ □ □

২৮৫

*কয়লাখনির কর্মীদের শিবিরগুলিতে চিকিৎসা সাহায্য

৫৬৬. অধ্যাপক এন.জি. রঙ্গ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন, কয়লাখনির কর্মীদের জন্য তাদের শিবিরগুলিতে কোনও চিকিৎসা সাহায্যের সংস্থান আছে কি?

(খ) যদি হয়, সেই সমস্ত শিবিরে নূন্যতম ঔষধের ও শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি মজুত রাখার কোনও তালিকা করা হয়েছে কি? চিকিৎসা কর্মীদের সংখ্যা কত এবং তাদের যোগ্যতা কি?

(গ) এই সমস্ত শিবিরগুলিতে যৌনব্যাধি সংক্রান্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি?

(ঘ) অসুস্থতা সংক্রান্ত কোনও নথি রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে কি?

(ঙ) যদি হয়, তবে শুরু থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৪ অবধি ম্যালেরিয়া ও যৌনব্যাধির সর্বমোট সংখ্যা কত?

(চ) কর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে চিকিৎসা পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা আছে কি?

(ছ) যদি হয়, কোন রোগ পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে ধরা পড়ে এবং তাদের শতাংশ কত?

(জ) কোনও মৃত্যু কি ঘটেছে? যদি হয়, কত এবং কি কারণে?

(ঝ) শিবিরের চিকিৎসা বিভাগে কোনও তত্ত্বাবধান করার সরকার-পদ্ধতি আছে কি? স্থানীয় সাধারণ শল্য-চিকিৎসক শিবির পরিদর্শন ও গুরুতর রোগের চিকিৎসা করেন কি? গুরুতর বিষয়গুলি সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর :

(ক) হ্যাঁ।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৮১৯

(খ) পর্যাপ্ত ঔষধ ও শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি প্রতি শিবিরে রাখা হয়। প্রতিটি শিবিরের ১০০০-এর বেশি কর্মীর জন্য একজন মেডিসিনে স্নাতক ভারপ্রাপ্ত থাকেন। যেখানে ১০০০-এর কম কর্মীর শিবিরের জন্য একজন মেডিসিনে লাইসেন্স প্রাপ্তকে ভার দেওয়া হয়।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) শিবিরগুলি বড় এলাকায় বিস্তৃত এবং সেজন্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

(চ) হ্যাঁ।

(ছ) অ্যানিমিয়া। এই ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান সংগ্রহে সময়ের প্রয়োজন।

(জ) হ্যাঁ। শেষ ডিসেম্বর অবধি ১৫৬ জন। বেশির ভাগ মৃত্যু ঘটেছে প্রাকৃতিক কারণে। কিছু সংখ্যক মৃত্যু ঘটেছে খনিতে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনাজনিত কারণে।

(ঝ) হ্যাঁ। মুখ্য চিকিৎসক আধিকারিকের একটি পদ অদক্ষ শ্রমিক সরবরাহ পরিচালকমন্ডলী অনুমোদন করে। বিশেষ ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে শিবিরে সাধারণ (Civil) শল্য-চিকিৎসক পরিদর্শনে আসেন না। গুরুতর বিষয়গুলি সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

□ □ □

২৮৬

*কয়লাখনি কর্মীদের শিবিরে রেশন

৫৬৭. অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, যে সমস্ত কর্মী খনি শ্রমিকদের শিবিরে বসবাস করে তাদের জন্য সরকার না ঠিকাদার প্রত্যক্ষভাবে রেশনের ব্যবস্থা করে?

(খ) প্রতিটি কর্মীকে কি আলাদা রেশন দেওয়া হয়, নাকি ৫০ জনকে এক সঙ্গে রেশন দেওয়া হয়?

(গ) এটা কি সত্যি যে শ্রমিকরা ঠিকাদারের কাছ থেকে কম রেশন পেয়ে থাকে?

(ঘ) এই শ্রমিকরা কি স্থানীয় সরকারের রেশন দোকান বা ভাণ্ডার থেকে রেশন কিনতে পারে? যদি না পারে কেন না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) আধিকারিকমণ্ডলী তত্ত্বাবধানে সরকার ঠিকাদারের দ্বারা খনি শ্রমিক শিবিরের কর্মীদের রেশন দিয়ে থাকে।

(খ) প্রতি সপ্তাহে শ্রমিকদের দলকে রেশন বিলি করা হয়।

(গ) না।

(ঘ) না, যেহেতু তারা সরকারি রেশন বিনামূল্যে বিতরণ করে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৮২০

২৮৭

*কয়লাখনি কর্মীদের শিবিরে দৈহিক শাস্তি

৫৬৮. অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন, এটা কি সত্য যে কয়লাখনি কর্মীদের শিবিরে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়? এটা কি পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই দেওয়া হয়?

(খ) এই সমস্ত কর্মীদের অভিযোগ সংশোধনের জন্য কি কোনও পদ্ধতি আছে?

(গ) এই সমস্ত কর্মীদের কল্যাণ দেখার জন্য বা তাদের অভিযোগের অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকারের শ্রমিক কল্যাণ উপদেষ্টা এবং তার সহকারিদের অথবা কয়লাখনি কল্যাণ মহাধ্যক্ষ এবং তার অধীনের আধিকারিকদের কি ক্ষমতা দেওয়া হয়? যদি না হয়, কেন নয়?

(ঘ) যদি হয়, কে তাদের অভিযোগ অনুসন্ধান করে?

(ঙ) এই সমস্ত বিষয়ের নথি কি রাখা হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) না, কোনও মহিলা শিবির নেই।

(খ) হ্যাঁ, কর্মীরা তাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য উপ-অধিকর্তা, শ্রমিক সরবরাহ (কয়লা)-র কাছে যেতে পারে।

(গ) না। শ্রমিকদের শিবিরগুলি দেখাশোনা করেন উপ-অধিকর্তা শ্রমিক সরবরাহ (কয়লা) ও তাঁর কর্মীরা।

(ঘ) মুখ্য সংযোগ আধিকারিক এবং অদক্ষ শ্রমিক সরবরাহ পরিচালকমণ্ডলীর আধিকারিকদের মণ্ডল।

(ঙ) লিখিতভাবে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, নথি উপ-অধিকর্তা শ্রমিক সরবরাহ (কয়লা)-র দফতরে রাখা হয়। মৌখিক অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা হয়।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড,২ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃঃ ৮১৯-৮২০

২৮৮

*অভ্র আয়োগ

৬৬১. শ্রী মনু সুবেদার : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন, অভ্র আয়োগ নিয়োগ করার উদ্দেশ্য কি?

(খ) এর নির্দেশ ও গঠনের শর্ত কি?

(গ) এই দেশের অভ্র উৎপাদককে সরকার যে কোনও সময় কি সহায়তা করে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) : মাননীয় সদস্য খুব সম্ভবত অভ্র অনুসন্ধান-সমিতির উল্লেখ করছেন। তাকে দৃষ্টি দিতে বলছি প্রস্তাব নং MD55, তারিখ ১৫ মে, ১৯৪৪ এবং ২৩ অক্টোবর ১৯৪৪-এর প্রতিলিপিতে যা ভারতীয় বিধানমণ্ডলের গ্রন্থাগারে রাখা আছে।

(গ) ভারত সরকার বিধি, ১৯৩৫ অনুযায়ী খনিজ উন্নয়ন একটি প্রাদেশিক বিষয় শুধুমাত্র যদি না জনসাধারণের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সেই সময়-সীমা ঘোষিত হয়। বর্তমানে তেমন কোনও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের অস্তিত্ব নেই এবং সেজন্য খনিজ উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক সরকারের বিষয়। তা সত্ত্বেও যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহে সাহায্য এবং বেশি উৎপাদনের ওপর অতিরিক্ত লাভ কর মুক্ত বোনাস দিয়ে অভ্র উৎপাদকদের সহায়তা করেছে।

শ্রী মনু সুবেদার : এটা কি সত্য যে, সরকার অভ্রর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য বেশি পরিমাণে অভ্র নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কেনা হয়, এবং এই নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মূল্য ঠিক করা হয়েছে।

শ্রী মনু সুবেদার : আমি কি জানতে পারি, এই সমস্ত মূল্য যুদ্ধ-পূর্ববর্তী মূল্যের তুলনায় কীরকম?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তুলনা খুব সন্তোষজনক।

শ্রী মনু সুবেদার : পার্থক্য কত?

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ৫ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১০২২-২৩

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহাশয়, আমি ঐ প্রশ্নের বিজ্ঞপ্তি চাই।

শ্রী এন. এম. যোশি : আমি কি জানতে পারি অভ্র আয়োগ কর্মীদের কাজের শর্ত বিবেচনা করছে কিনা, এবং, যদি হয়, খনি শ্রমিকরা অভ্র আয়োগে প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না, এটি এমন কোনও একটি বিষয় নয় যাতে আয়োগ অনুসন্ধান চালাবে।

শ্রী জি. ডাব্লিউ. টাইসন : প্রশ্নের (গ) অংশের সূত্র ধরে, মাননীয় সদস্য জানাবেন, যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন কিনা, যে সময়ে অভ্র শিল্পের সঙ্গে সরকারের ভালো লেন-দেন ছিল, সরকার যন্ত্র নির্ভর অভ্র কোম্পানিকে যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পারত, যা অভ্রে নিষিদ্ধ বাণিজ্যের জন্য বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা একটি কারণ, যার জন্য সমিতি নিয়োগ করা হয়েছিল।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : আমি কি জানতে পারি, অভ্র কারখানাগুলিতে প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিধি প্রয়োগ করা হয়েছিল কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটি সমস্ত খনিতেই প্রয়োগ করা হয়।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : এটা কি সত্য যে, অভ্র টুকরা করার কারখানাতে কারখানা বিধি প্রয়োগ করা হয় না? যদি তাই হয়, কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বিশ্বাস করার কোনও কারণ দেখি না যে এটা প্রয়োগ হয়নি।

শ্রীমতী কে. রাধা. বাঈ সুব্বারায়ন : আমি কি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪-এর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সম্ভবত এটা অতিরিক্ত প্রমাণ চায়।

শ্রী এন. এম. যোশি : আমি কি জানতে পারি, মাননীয় সদস্য অভ্র কারখানাতে কারখানা বিধি প্রয়োগ হয়েছে কিনা জানতে অনুসন্ধান করেছেন কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি অনুসন্ধান করব।

২৮৯

*নতুন ও পুরানো আবাসনের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপসাধন

৬৬২. শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারি : (ক) ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫-এর মুলতুবি প্রস্তাবে মাননীয় শ্রমিক সদস্যের উত্তরের উল্লেখ যা নতুন ও পুরানো আবাসনের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপসাধন প্রসঙ্গে ছিল, তিনি কি দয়া করে বলবেন, সরকারের অন্য বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে কিনা এবং ভারত সরকারের কয়টি বিভাগ পার্থক্যের বিলোপসাধন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ছিল?

(খ) সম্পত্তি আধিকারিক কি এখনও ভিন্নমার্গী আবাসনের বিবেচনা সহ অনুমতি দেওয়া কায়েম করেন? যদি না হয়, কেন তিনি সেই বিবেচনা সহ বর্তমানে কায়েম করেন?

(গ) সরকার-পদ্ধতি কি যার দ্বারা সম্পত্তি, আধিকারিক পরিতৃপ্ত হতে পারবেন আবেদনকারী, যে ভারতীয়, ইউরোপীয় অভ্যাসে অভিরুচি আছে, এবং সেজন্য ভিন্ন ধরনের আবাসনের জন্য যোগ্য?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ। সরকার মনে করে না, যে বিভাগগুলো এই প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে আছে তাদেরকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

(খ) না। সম্পত্তি-আধিকারিক ভিন্ন ধরনের আবাসন বন্টন করার কোনও বিবেচনা করেন নি, যেহেতু সরকার ঠিক করেছে বসবাস সম্পর্কে আবেদনকারীর প্রখ্যাপনই প্রশ্নাতীতভাবে গৃহীত হবে।

(গ) প্রশ্নই ওঠে না।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ৫ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১০২৩

২৯০

*নতুন ও পুরানো আবাসনের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপসাধন

৬৬৩. **শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারি :** (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, একই বিষয়ে মুলতুবি প্রস্তাবের প্রসঙ্গান্তরে তাঁর উত্তরের ১০তম মুহূর্তে, যা পূর্ববর্তী প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন ও পুরানো আবাসনের অস্থায়ী পূর্বস্বত্ব-ধারীকে বিঘ্নিত করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে, তবে কি তাদের তারা যে টাইপে যোগ্য সেই এক-ই ধরণের আবাস বন্টন করা হবে?

(খ) যদি উঁচু পর্যায়ের বাসস্থান লভ্য না হয়, তবে কি অভিপ্রায় এই হবে যে যতদিন উঁচু পর্যায়ের বাসস্থান না পাওয়া যায় ততদিন সে টাইপের বাসস্থানে তারা আছে, তাদেরকে সেই বাসস্থানেই থাকতে দেওয়া হবে? যদি না হয় কেন নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) উত্তরের প্রথম অংশ না-বাচক। দ্বিতীয় অংশের প্রশ্নই ওঠে না।

(খ) হ্যাঁ।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ৫ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১০২৩-২৪

২৯১

*আমেদাবাদে বাণিজ্য বিরোধ মধ্যস্থতার সরকারী পদ্ধতিতে বিপর্যয়

৬৬৮. শ্রী কে. এস. গুপ্ত : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য অবগত আছেন কি, আমেদাবাদে মূলধন ও শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তি করে যে মধ্যস্থতার স্থায়ী সরকারি পদ্ধতি, তাঁর বিপর্যয়ে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে?

(খ) এটা কি সত্য নয় যে, এই বিপর্যয়কে আমেদাবাদের বস্ত্র শ্রমিক সমিতির যুক্ত প্রতিনিধি পর্ষদ দ্বারা গভীর উদ্বেগে দেখা হয়েছে?

(গ) সরকার কি মধ্যস্থতা ব্যবস্থার পুনর্বহালের প্রস্তাব করতে পারে না? যদি না পারে, কেন নয়?

(ঘ) এটা কি সত্য নয় যে, ১৯৩৭-এ লিখিত চুক্তি হয়েছিল যাতে আমেদাবাদের বস্ত্র শ্রমিক-সমিতি ও মিল-মালিক সমিতি মিলিত ভাবে সাক্ষর করেছিল?

(ঙ) এটা কি সত্য নয় যে, উক্ত চুক্তি এখনও অনিবন্ধিত আছে এবং তা মিল মালিকদের দ্বারা ব্যবহার হয় না? যদি হয়, সরকার কি তার প্রভাব ও ক্ষমতা ব্যবহার করে এই বিরোধের নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব দিতে পারে না?

(চ) সরকার কি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে আমেদাবাদের বস্ত্র শ্রমিক-সমিতি দ্বারা, পরিকল্পিত শ্রমিক গবেষণা সংস্থা গড়ে তোলায় উৎসাহ ও সাহায্যের প্রস্তাব রাখবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি আমেদাবাদের বস্ত্র শ্রমিক-সমিতি ও মিল-মালিক সমিতির মধ্যে বোনাস সংক্রান্ত বাণিজ্য বিরোধের বিষয়ে অবগত আছি, যা বোম্বাই শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৩৮-এর অধীনে মুখ্য মীমাংসক দ্বারা বিবেচিত হয়েছিল। আমার কাছে মধ্যস্থতার সরকারি পদ্ধতির বিপর্যয়ের কোনও তথ্য নেই যা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার সবগুলি আঞ্চলিক সরকারের ব্যাপার।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ৫ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ১০২৭

২৯২

*শ্রমিক বিভাগের অধীনে কিছু কর্মীর সাম্প্রদায়িক গঠন

৫৫. **সর্দার সন্ত সিং** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে বলবেন কি :

(ক) সর্বমোট সংখ্যা, এবং

(খ) শিখদের সংখ্যা,

(গ) খ্রিস্টান

(ঘ) স্থায়ী ইউরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়, এবং

(ঙ) ১৯৩৪ থেকে বেতনের প্রতিটি পর্যায়ে নিয়োগ হওয়া পার্সি এবং স্থায়ী (ii) অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ হওয়া পার্সি যে মাসিক ১০০ টাকা বা তার বেশি বেতন পায় এবং সমস্ত বিভাগ ও দফতরে শিখদের তার নীচু পদে নিয়োগ করা হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই তথ্য সংগ্রহে যে সময় ও শ্রম দেওয়া হয়েছে তা ফল পাওয়ার পক্ষে যথোপযুক্ত নয়। সরকার অতএব তথ্য দিতে না পারার জন্য দুঃখিত।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ৫ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ১০৩৯

২৯৩

*দিল্লিতে গৃহ সম্পত্তি লেন-দেনে মুনাফা

৫৭. **শ্রী সত্য নারায়ণ সিন্‌হা** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, এটা সত্য যে দিল্লি শহরে গৃহ-সম্পত্তি লেন-দেনে ভালো মুনাফা হয়? যদি হয়, সরকার এটি বন্ধ করতে কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) সরকারের কাছে কোনও তথ্য নেই।

(খ) প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাই যে দিল্লি শহরে ব্যক্তিগত গৃহ-সম্পত্তির লেন-দেনে সরকার কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে না।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ৫ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ১০৩৯

২৯৪

@ব্রিটেনে শ্রমিক আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ

৮১০. শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) ব্রিটেনে শ্রমিক আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় কি না?

(খ) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও ক্রম; এবং

(গ) কতজনকে পাঠানোর প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এবং এই প্রকল্পের খরচ কত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) শ্রমিক-পরিচালনা ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাঅর্জন, অর্থাৎ শ্রমিক-সম্পর্ক শ্রমিক-বিরোধের সমাধান সহ, কারখানা পরিদর্শন, শ্রমিক-কল্যাণ, মজুরি নির্ধারণ, কর্ম-নিয়োগ, প্রভৃতি যা ভারতে খুব জরুরি। ওপরে উল্লিখিত সব কিছুই থাকবে প্রশিক্ষণে এবং শ্রম-মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় দফতরও মাঝে মাঝে তা করবে। ছয় থেকে আট মাস এই প্রশিক্ষণ চলবে।

(গ) ইচ্ছে আছে ২০ জনের তিনটি দল প্রেরণের। প্রত্যেক দলে থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ জন আধিকারিক। এর জন্য খরচ হবে এক লক্ষ টাকা। প্রাদেশিক সরকার তাদের প্রেরিত সদস্যদের খরচ বহন করবে।

সর্দার সন্ত সিং : মাননীয় সদস্য কি জানাবেন, কিভাবে, নির্বাচন করা হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের সদস্য নির্বাচন তাদের নিজস্ব ব্যাপার। কেন্দ্রীয় নির্বাচন করেন কেন্দ্রীয় ভারত সরকার। যদি মাননীয় সদস্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে জানতে চান, তাহলে বলতে চাই। আমি সেই পদ্ধতি নিতে আগ্রহী।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ৮ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ১১৬৭

সর্দার সন্তু সিং : যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : শিক্ষাগত যোগ্যতা একটি কারণ হতে

শ্রী লালচাঁদ নওলরাই : আমি জানতে পারি, প্রশিক্ষণের জন্য সদস্য বিভাগীয় প্রধানদের দ্বারা নির্বাচিত হবে, না কোনও কমিটি করবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক তারা নির্বাচিত হন।

মুহাম্মদ ইয়াসিন খান : আধিকারিকরা কি সরকারি কাজে যুক্ত আছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, তাঁরা সরকারি কাজে যুক্ত আছেন।

শ্রীমতী কে. রাধা. বাঈ সুব্বারায়ন : সরকার কি মহিলা সদস্যদের নেবেন, যেহেতু মহিলা-শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়টি জরুরি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ।

২৯৫

*খনির প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা (সংশোধন) বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, আমি খনির প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিধি, ১৯৪১-কে আরও সংশোধন করে ছুটির জন্য একটি বিধেয়ক উপস্থাপনের প্রস্তাব করছি।

শ্রী সভাপতি (মাননীয় মহাশয় আবদুর রহিম) : প্রশ্নটি হল :

"প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিধি আরও সংশোধন করে বিধেয়কে উত্থাপন করতে ঐ ছুটি মঞ্জুর করা" প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বিধেয়কটি উপস্থাপন করছি।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ৮ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১২০৬

২৯৬

*কারখানার (দ্বিতীয় সংশোধন) বিধেয়ক
@ প্রবরসমিতির প্রতিবেদনের উপস্থাপন

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয় আমি কারখানা বিধি, ১৯৩৪-কে আরও সংশোধন করা বিধেয়কের ওপর প্রবর সমিতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১০ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১৩১১

@ তদেব, পৃ: ১৩১১।

২৯৭

@সাধারণ বাজেট—দাবির তালিকা (পূর্বের পর)

শ্রীমতী রেনুকা রায় (মনোনীত বেসরকারি সদস্য) : অসংশ্লিষ্ট সদস্যদের জন্য দেওয়া নির্ধারিত সময়ে, শ্রী এন. এম. যোশির পর, মহাশয় আমি বলতে চাই যে, আমি শ্রমিকের প্রধান বিভাগের অধীনে অভিযাচক নং ২৩ অনুযায়ী একীকৃত তালিকা প্রস্তাবের ছাঁটাই প্রস্তাব নং ১৮৯ উত্থাপন করতে চাই। অসংশ্লিষ্ট সদস্য শ্রী ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি ও সর্দার সন্ত সিং এবং শ্রী হুসেনভয় লালজি তাদের আগে আমার ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থাপন করতে দিতে রাজি হয়েছেন। আমি সেই মতো মাননীয় শ্রমিক সদস্যকে প্রজ্ঞাপিত করেছি। আমি আশা করছি আপনি দয়া করে এই চুক্তিতে রাজি হবেন।

শ্রী সভাপতি (মাননীয় মহাশয় আবদুর রহিম) : সরকারি সদস্যের কোনও আপত্তি আছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রমিক সদস্য) : এই বিষয়ে আমার কোনও অধিকার নেই। এই বিষয়, আমি মনে করি, সম্পূর্ণ আপনার বিবেচনাযোগ্য।

শ্রী সভাপতি (মাননীয় মহাশয় আবদুর রহিম) : যেহেতু মাননীয় সদস্য সেই সমস্ত অসংশ্লিষ্ট সদস্যের অনুমতি দিয়েছেন, যাদের সময়ে এই প্রস্তাব উত্থাপন হবে এবং সোমবার বা মঙ্গলবার অবধি সরকারের প্রচুর সময় আছে যা উত্তর তৈরি করতে পারে, আমি মনে করি এই প্রস্তাব আলোচ্য-সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১০ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১৩১২।

২৯৮

*নিবন্ধীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন

৮১৪. শ্রী মনু সুবেদার : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বর্ণনা করবেন ভারতে নিবন্ধীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ও তাদের সদস্য সংখ্যা কত?

(খ) রাজ্য প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে মোট কতজন ব্যক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করে?

(গ) কিসের ওপর ভিত্তি করে সরকার রাজ্য সরকার কর্মীদের যেমন ডাক, তার, রেল ইত্যাদির ট্রেড ইউনিয়ন চিহ্নিত করে?

(ঘ) ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগের অধস্তন চাকরির প্রতিনিধিত্বের জন্য সরকার কি মাধ্যমের ব্যবস্তা করেছে যাতে, তারা তাদের সঙ্গত ক্ষোভ বিশেষত যুদ্ধের কারণে দুর্মূল্যতার কথা জানাতে পারে?

(ঙ) গত পাঁচ বছরে ভারত সরকার দ্বারা ভারতের শ্রমিক ইউনিয়নকে কি সহায়তা বা দান বা অনুদান, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে দেওয়া হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ৩১ মার্চ ১৯৪২-এ নিবন্ধীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৭৪৭ এবং তার মধ্যে ৪৫৫ টি ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ছিল (যারা বিবরণী পেশ করেছে) ৫,৭৩,৬২০। আমি দু:খিত যে পরের তথ্য লভ্য নয়।

(খ) শেষতম প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৪৩-এ কারখানা আইন ১৯২৩ মতে বেসরকারি কারখানায় কর্মরত প্রতিদিনের গড় কর্মী সংখ্যা ছিল প্রায় ২১ লক্ষ এবং খনি আইন, ১৯২৩ মতে খনিতে কর্মী সংখ্যা ৩$\frac{১}{২}$ লক্ষ। ১৯৪২-৪৩-এ অসম চা এলাকায় গড় কর্মীর সংখ্যা ৬ লক্ষ-র অল্প বেশি।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প কর্মীদের ইউনিয়নকে শনাক্ত করণের নিয়মাবলী আমি সভার টেবিলে রাখলাম।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ৮ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১১৭১।

(ঘ) সিভিল বিভাগের অধস্তন চাকরিজীবী সদস্যরা তাদের ক্ষোভ মৌখিক অথবা লিখিত ভাবে বিভাগের প্রধান অথবা সমপর্যায়ের আধিকারিক বা কর্তৃপক্ষ অথবা নিবন্ধীকৃত ইউনিয়ন, কর্মী পরিষদ বা কর্মী সমিতির মাধ্যমে সরকারকে জানায়। স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ১০৬/৩৮, তারিখ ২৪ আগস্ট, ১৯৩৮ অনুযায়ী কোনও ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি কর্মীও তার নিবেদন তাঁর বিভাগের প্রধানকে অথবা ভারত সরকারকে জানাতে পারে। সেই প্রজ্ঞাপনের প্রতিলিপি টেবিলে রাখা আছে।

(ঙ) রেল কর্মীদের যারা ইউনিয়ন পদে আছে, তাদের ইউনিয়নের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য রেল বিভাগ অবাধ পাস ও নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করেছে। ভারত সরকার দ্বারা শ্রমিক ইউনিয়নের জন্য এমন আর কোনও প্রত্যক্ষ সহায়তা মঞ্জুর করা হয়নি।

□ □ □

৩০০

*শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি

৯৩৭. **শ্রী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি অপরিহার্য খাদ্যসামগ্রী ও কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কারখানা, মিল ও খনিতে শ্রমিকদের নূন্যতম জীবনযাত্রার মজুরি নির্ধারণ করেছেন?

(খ) কারখানা, মিল ও খনির শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কি?

(গ) কারখানা, মিল ও খনিতে মাইনে সহ ছুটির ব্যবস্থা আছে কি? তাদের চিকিৎসার জন্য কি ব্যবস্থা আছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) মিল ও খনি সহ কারখানার কর্মীদের মজুরি নির্ধারনের ব্যাপারে কোনও আইন প্রণয়ন হয় নি।

(খ) কর্মীদের সন্তান অথবা বয়স্ক কর্মীদের জন্য কারখানা বা খনির বাইরে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিছু সংস্থা নিজেরাই দুরকম উদ্দেশ্যে সংস্থান রেখেছে কিন্তু এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য নিশ্চয় অবগত আছেন যে, এ ব্যাপারে শিল্প সংস্থার মালিকদের কোনও আইনগত বাধ্যতা নেই।

(গ) মাইনে সহ ছুটি দেওয়ার ব্যাপারে কোনও আইনগত সংস্থান নেই। অ-মরশুমি কারখানাগুলির ক্ষেত্রে একটি বিধেয়ক সভার কাছে আছে যা প্রবর সমিতিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইনগত সংস্থান ছাড়াই অনেক সংস্থা তাদের কর্মীদের মাইনে সহ ছুটি দিয়ে থাকে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে কারখানা ও খনিতে একটিমাত্র সংবিধিবদ্ধ সংস্থান আছে, তা হল প্রাথমিক চিকিৎসার সংস্থান। কিছু সংস্থা ডিসপেন্সারি ও হাসপাতাল চালায় কিন্তু এগুলো ছাড়াও কর্মীদের প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা সংস্থান করা চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৩ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১৪০৭

৩০২

*শ্রমিক কল্যাণে ভারতীয়দের ইউ-কে-তে প্রশিক্ষণ

৯৩৯. **শ্রী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে বলবেন কি, এটা সত্য যে শ্রমিক বিভাগ শ্রমিক কল্যাণে বিবেচনাযোগ্য সংখ্যার পুরুষকে প্রশিক্ষণের জন্য ইউ.কে-তে পাঠাতে চলেছে? যদি হয়, সরকার কেন এই সমস্ত মানুষকে ভারতে প্রশিক্ষণ দিল না? তাদের প্রশিক্ষণ প্রকল্পের খরচ কত? এই শিক্ষার্থীদের নূন্যতম যোগ্যতা কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রথম ক্ষেত্রে ২০ জন আধিকারিকের তিনটি দলকে পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১২ জন আধিকারিক কেন্দ্রীয় সরকারের ও ৮ জন আধিকারিক প্রাদেশিক সরকার ও রাজ্যের প্রথম দলে ১২ জন কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিককে পাঠানোর জন্য আর্থিক অনুমোদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শ্রমিক প্রশাসনের জন্য প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন যা ভারতে দীর্ঘ পরোয়ানার শুদ্ধা শুদ্ধি প্রণালী ছাড়া সম্ভব হবে না। সেজন্য ইউ-কে'র মতো উচ্চ শিল্প সম্পন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের উপকারিতা নেওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রথম দলের মনোনীত ব্যক্তিদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার খরচ নির্ধারণ করেছে এক লক্ষ টাকা। প্রাদেশিক সরকার ও রাজ্য তাদের মনোনীত ব্যক্তিদের খরচ বহন করবে।

নূন্যতম যোগ্যতা হল, আধিকারিকদের সরকারি নিয়োগের অধীনে হতে হবে এবং কল্যাণ কাজে অথবা শ্রমিক আইন-প্রণয়ন প্রশাসনে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যে সমস্ত আধিকারিক উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন তারা অগ্রাধিকার পাবে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৩ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ১৪০৯-১০।

৩০৩

*দিল্লি প্রদেশে কারখানা পরিদর্শক এবং শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক

৯৬৪. **শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারয়ন** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) দিল্লি প্রদেশে কারখানা পরিদর্শক এবং শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিকদের সংখ্যা কত এবং তাঁরা মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করে কি;

(খ) এই সমস্ত আধিকারিক কি কারখানার কর্মীদের জন্য বসবাসের আবাস সংস্থান করার অত্যাবশ্যকীয়তার কথা জানিয়েছেন; এবং যদি জানিয়ে থাকেন, এ বিষয়ে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে অথবা নেওয়ার কথা ভাবছে; এবং

(গ) যদি (খ)-র উত্তর না-বাচক হয়, সরকার কি এই বিষয়ের ওপর প্রতিবেদনের জন্য অবিলম্বে প্রস্তাব করবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) দুই জন পূর্ণকালের কারখানা পরিদর্শক ও দুইজন অতিরিক্ত কারখানা পরিদর্শক আছেন। পরের জন্য আংশিক সময়ের। কোনও শ্রমিক কল্যাণ ও প্রসূতি-কল্যাণ কেন্দ্র নেই। বোম্বাই প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা আইন, ১৯২৯-এর অধীনে দিল্লি পৌরসভা পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

(খ) না, শেষাংশের প্রশ্নই ওঠে না।

(গ) শিল্প শ্রমিকদের আবাসনের প্রশ্ন যথাসময়েই সরকার বিবেচনার জন্য গ্রহণ করবে। দিল্লি প্রদেশের জন্য এই কারণে বিশেষ প্রতিবেদন চাওয়ার প্রস্তাব করা হবে না।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : মহাশয়, আমি কি জানতে পারি, সরকার পূর্ণকালের মহিলা কল্যাণ আধিকারিক নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনা করছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, আমি এটা বিবেচনা করছি।

শ্রী এন. এম. যোশি : আবাসনের বিষয়ে 'নির্দিষ্ট সময়'এর অর্থ কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি মনেকরি না, এটি এমন কোনও অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি যার জন্য ব্যাখ্যা দরকার।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৩ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ১৪২২।

*দোষী সাব্যস্তকরণের পর সরকারি চাকুরেকে পুনর্নিয়োগ

৯৭২. শ্রী মুহাম্মদ হুসেন চৌধুরি : ১৪ মার্চ ১৯৪৪-এ, দোষী সাবস্তকরণের পর সরকারি চাকুরেকে পুনর্নিয়োগ প্রসঙ্গে ৪০৭ নং উত্তরের উল্লেখ করে বলি, মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, সরকারি চাকুরের ক্ষেত্রে, ঐ প্রশ্নে যেমন উল্লেক করা হয়েছে, কোনও অনুসন্ধান করা হয়েছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ। যদিও পঞ্জাব সরকার দ্বারা একজন ব্যক্তিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সেই সরকার তাকে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগ বা অন্যত্র চাকরি নিতে অনুমতি দিয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণে এবং সত্য যে সে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ থেকে অনবচ্ছিন্ন ভাবে চাকরি করে আসছে, এবং আর কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন বিবেচনা হয় নি।

মৌলবি মুহাম্মদ আবদুল গনি : সেই নির্দিষ্ট ওপর কি অভিযোগ ছিল যার জন্য পঞ্জাব সরকার তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : শুধুমাত্র আক্রমণ।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৩ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ১৪২৮।

৩০৭

*শ্রমিকদের উন্নতিবিধানের জন্য যুদ্ধ-উত্তর পরিকল্পনা

১০৪৩. **শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) এই দেশে সরকারের শ্রমিকদের উন্নতিবিধানের জন্য কোনও যুদ্ধ-উত্তর পরিকল্পনা আছে কি; এবং

(খ) তারা কি এটা বিবেচনাযোগ্য মনে করে যে, সমস্ত শিল্প সংস্থা তাদের লাভ্যাংশ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার উন্নতিসাধনে ও শিক্ষায় ব্যয় করবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) এই বিষয়ে সরকারের চূড়ান্ত পরিকল্পনা' এখনও সূত্রবদ্ধ হয়নি।

(খ) সরকারের অন্য বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনার সঙ্গে এই উপদেশও বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রী আবদুল কায়ুম : কবে এই পরিকল্পনা সূত্রবদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যখন-ই অনুসন্ধান সমিতি প্রতিবেদন পেশ করবে।

শ্রী আবদুল কায়ুম : আমি কি জানতে পারি, এই সমিতিকে প্রতিবেদন পেশ করার সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, তারা কথা দিয়েছে পরের অগাস্টের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : সরকার কি তাদের পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করার যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করে যাতে এই বছরের লাভ বের হবার পর শিল্পগুলো সেই লাভের একটি অংশ শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির কাজে ব্যবহার করতে পারে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি উপদেশটি মনে রাখব।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১৫৯৮-৯৯।

৩০৮

*খনির জন্য আবাসনের সংস্থান

১০৫৪. **শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) সমস্ত খনি এলাকাতে খনি শ্রমিকদের বসবাসের জন্য আবাসনের সংস্থান করা হয়েছে কিনা; যদি না হয়, কেন নয়;

(খ) যদি আবাসনের সংস্থান করা না হয়, খনি শ্রমিকদের যথাযথ বসবাসের ব্যবস্থা করতে সরকার কি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব করেছে?

(গ) সরকার কি অবগত আছে যে, খনি এলাকাতে পরিচ্ছন্নতা-ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয় এবং ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা ও যথাযথ পরিচ্ছন্নতা-ব্যবস্থার ঘাটতি খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে; অতএব উৎপাদনের উপরেও; এবং

(ঘ) (গ)-তে উল্লিখিত বিষয়ের জন্য সরকার কি ত্রিদলীয় সম্মেলনে পরামর্শ করার প্রস্তাব রেখেছে; এবং যদি না হয়, কেন নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) গুরুত্বপূর্ণ খনি এলাকাতে খনি শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান করা হয়েছে।

(খ) প্রশ্নই ওঠে না।

(গ) ভারতীয় খনি আইন পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সংস্থানের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা দেখে; এবং খনি পরিদর্শক দেখে আইন যথাযথ পালন হচ্ছে কিনা।

(ঘ) আমি পরামর্শটি বিবেচনা করে দেখছি।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : যেহেতু কয়লার পরিস্থিতি খুব গুরুতর, আমি কি সরকারকে প্রশ্ন (গ)-র প্রসঙ্গে বলতে পারি, তারা চিকিৎসা স্বাস্থ্য ও বাস্তু বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমিতি, নিয়োগ করবে কিনা?

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১৬০৪-৫।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমরা ইতিমধ্যেই একটি কয়লা খনি কল্যাণ সমিতি নিয়োগ করেছি, যাদের দ্বারা এই সমস্ত প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে।

শ্রী এন. এম. যোশি : আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, খনি শ্রমিকদের কত অংশের খনি এলাকাতে আবাসনের সংস্থান হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মনে হয়, এই প্রশ্নের বিজ্ঞপ্তি থাকা দরকার।

শ্রী এন. এম. যোশি : মাননীয় সদস্য ভুল বিবৃতি দিচ্ছেন।

*খনি শ্রমিকদের সন্তানদের যত্নের ব্যবস্থা

১০৫৭. শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে বলবেন কি :

(ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এ প্রশ্ন নং ৪৩৬-এর উত্তরের পর থেকে খনি শ্রমিকদের সন্তান ও শিশুদের যত্নের ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকার কি তথ্য পেয়েছে?

(খ) ঐ প্রশ্নের পরিপূরক হিসাবে তোলা বিষয়ের ওপর সরকার কি তথ্য পেয়েছে? এবং

(গ) খনি শ্রমিকদের সন্তান ও শিশুদের কি বিনা মূল্যে দুধ সরবরাহ করা হয়? এবং যদি হয়, প্রতিটি শিশুকে তাদের বয়স অনুযায়ী কি পরিমাণে দুধ দেওয়া হয়, এবং যদি দুধ দেওয়া না হয়, কি কারণে দেওয়া হয়না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) আমি সমস্ত বিষয়ে প্রতিবেদন পাই নি, কিন্তু প্রথমেই পরিস্কার করতে চাই, কোনও অবস্থাতেই শিশু নিয়ে ভূগর্ভে যাওয়া নিষেধ, এবং তারা নিজেরাও সন্তান জন্মের চার সপ্তাহ পরে ভূগর্ভে যেতে পারে।

কয়েক মাস আগে মহিলা শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক দ্বারা একটি অনুসন্ধানে জানানো হয়েছিল যে, সন্তান ধারণের শেষ দিন গুলোতে মহিলারা সাধারণত ভূগর্ভে যায় না এবং আমি একটি বিধেয়ক উত্থাপন করব যাতে মহিলারা সন্তান জন্মের আনুমানিক দশ সপ্তাহ আগে থেকে ভূগর্ভে নামতে পারবে না।

আমি যতটা জেনেছি, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মায়েদের ওপরে উঠে তাদের সন্তানদের খাওয়ানো কোনও সংঘটিত সুবিধা নেই, কিন্তু মহিলা কল্যাণ আধিকারিকরা বলেন, সন্তানবর্তী মায়েদের মধ্যে খনি থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

(গ) কিছু খনির ক্ষেত্রে সরকার পরীক্ষা করে দেখেছে, মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করার আরও সম্ভাবনা রয়েছে।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ২০০৬।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : মায়েদের সেই প্রবণতার প্রসঙ্গে যারা তাদের সন্তানদের ঘরে রেখে আসার জন্য অল্প আগে বাড়ি ফেরে, তারা কি মজুরির ক্ষতি করে? কারণ তারা সময়ের অল্প আগে খনি থেকে বাড়ি ফেরে, নাকি মজুরির ক্ষতি না করে তারা খনি থেকে বাড়ি ফেরাটার প্রতি উৎসাহ দেখায়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তাদেরকে টবের সাহায্যে মজুরি দেওয়া হয়।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : এক সঙ্গে কত ঘন্টা তারা কাজ করে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নির্দিষ্ট সময়ের কাজ; তারা যে কোনও সময় যেতে পারে এবং যে কোনও সময় আসতে পারে।

□ □ □

৩১২

*চা বাগানের শ্রমিকদের অসম প্রকল্পে পাঠানো

১৩১৩. দেওয়ান আবদুল বসিথ চৌধুরি : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য বলবেন কি, তিনি অবগত আছেন যে বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিককে চা বাগানের ব্যবস্থাপকের দ্বারা শ্রমিক রূপে অসম প্রকল্পে পাঠানো হয়েছে?

(খ) মাননীয় সদস্য অবগত আছেন কি, যে প্রকল্পের কাজে মৃত অনেক শ্রমিকদের নির্ভরশীলরা এখন অবধি কোনও ক্ষতিপূরণ পায় নি?

(গ) এটা কি সত্য, প্রকল্পের কাজে মৃত যে সমস্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, তার প্রদেয় মূল্য ২০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা? এই মূল্য কি পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হবে?

(ঘ) মাননীয় সদস্য অবগত আছেন কি, এই সমস্ত হতভাগ্য শ্রমিকের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে বড় অসুবিধা হয়?

(ঙ) মাননীয় সদস্য প্রস্তাবের বিবেচনা করবেন কি, যে সমস্ত শ্রমিক প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে মারা গেছে, তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণের টাকা পাবার বাঞ্ছনীয়তা আছে?

(চ) তিনি কি আরও বিবেচনা করবেন যে ক্ষতিপূরণের টাকা চা বাগানের আধিকারিকের পরিবর্তে মহকুমা আধিকারিকের মাধ্যমে পাওয়া বাঞ্ছনীয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) তথ্যটি সত্য নয়। ভারত সরকার যুদ্ধ বিভাগে নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় চা সংসদ দ্বারা নিয়োগ করা সমস্ত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রবসিত শ্রমিক নিয়ন্ত্রক এই সমস্ত দাবি নিষ্পত্তির জন্য কর্মীদের ক্ষতিপূরণ-মহাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছেন। শেষ দুই বছরে তিনি ৪০০০ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। ভারতীয় চা সংসদের পক্ষে শ্রমিকদের কাছ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ অবধি ক্ষতিপূরণের জন্য ২৬১২ টি দরখাস্ত গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ২৩০৯টি ক্ষেত্রে

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ২০০৭।

টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। ২১৭ টি মামলা বাতিল হয়েছে এবং ৮৬টির অনুসন্ধান চলছে।

(গ) কর্মচারি ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় সমস্ত ক্ষেত্রে যেগুলি উক্ত আইনের আওতায় পড়ে এবং অন্য ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণে ৯০০ টাকা এবং পঙ্গুত্বের কারণে ১২০০ টাকা দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে ৩০০ টাকা দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য বোধ হয় এই প্রাথমিক দিকটির কথাই বলতে চাইছেন।

(ঘ) ক্ষতিপূরণের টাকা চা-বাগানের ক্ষেত্রে উপ-মহাধ্যক্ষের মাধ্যমে দেওয়া হয়। যদি নির্ভরশীল ব্যক্তির চা-বাগানের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই বাস করেন। যদি প্রাপক নাবালক নয় অথবা আসতে অক্ষম হয়, তবে অসম শ্রমিক মহাধ্যক্ষের মাধ্যমে ডাকঘরে সঞ্চিত রাখা হয় এবং কিস্তিতে প্রাপকদের পোস্টাল মানি-অর্ডারে দেওয়া হয়। ডাক-বিভাগ বেশি সংখ্যক এই ধরনের কাজ করতে সমক্ষ না হওয়ায় প্রথম দিকে কিছুটা দেরি হত।

(ঙ) অংশ (গ)-এর উত্তরে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা মূলত কর্মচারি ক্ষতিপূরণ আইনের আওতায় যেগুলি আসে, সে সম্বন্ধেই। অন্য ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণে ৯০০ এবং পঙ্গুত্বের কারণে ১২০০ টাকা দেওয়া হয় যা শ্রমিকরা অনুরূপ ক্ষেত্রে আইন অনুসারে পেয়ে থাকে। ক্ষতিপূরণের এই পরিমাণ যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে।

(চ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল ব্যক্তিরা নাবালক বা এসে এই পরিমাণ টাকা নিতে অসমর্থ হয়। এক্ষেত্রে যে টাকা ডাকঘরে রাখা হয়, তা কিস্তিতে পোস্টাল মানি-অর্ডারের মাধ্যমে প্রাপকদের দেওয়া হয়। কেবল প্রাথমিক দেয় টাকা শ্রমিক মহাধ্যক্ষ বা চা-বাগানের ম্যানেজারের মাধ্যমে দেওয়া হয়। তবে এই টাকা কেবল যে সব প্রাপক চা-বাগানের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করে, তাদের দেওয়া হয়। ম্যানেজার প্রাপকদের চিনতে পারবে বলে এই ব্যবস্থা উপযুক্ত মনে করা হয় এবং ম্যানেজারের পক্ষেই দ্রুত দেওয়া সম্ভব বলেই ব্যবস্থাটি সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হচ্ছে।

৩১৫

*ভারত সরকারের ছাপাখানা, কলকাতায় কর্মীদের কাজের সময়

১৩১৬. শ্রী আবদুল কায়ুম : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) ভারত সরকারের ছাপাখানা, কলকাতায় কর্মীদের প্রতি সপ্তাহে মোট কত ঘন্টা কাজের সময়,

(খ) বাংলা সরকার কি বোনাস সহ ছাপাখানার কাজের সময় প্রতি সপ্তাহে ৪০ ঘন্টায় নামিয়ে এনেছে; এবং

(গ) সরকার কি তাদের ছাপাখানায় কাজের সময় কমানোর প্রস্তাব করেছে; যদি না করে, কেন নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ৪৮।

(খ) প্রতি সপ্তাহে কাজের সময় ৪০ ঘন্টায় নামিয়ে আনা হবে কিন্তু বোনাস মঞ্জুর করা হবে না।

(গ) বর্তমানের জরুরি অবস্থায় কাজের সময় কমানোর কথা গভীর ভাবে ভাবা সম্ভব নয়।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ২০১০।

৩১৬

*ভারত সরকারের ছাপাখানা, কলকাতায় কর্মীদের বেতন-ক্রমের সংশোধন

১৩১৭. শ্রী আবদুল কায়ুম : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বললেন কি :

(ক) জীবন যাত্রার খরচের মান অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ছাপাখানা কর্মীদের দুর্মূল্য ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে কি;

(খ) শেষ কবে ভারত সরকারের ছাপাখানা, কলকাতার কর্মীদের বেতন-ক্রম সংশোধন করা হয়েছে;

(গ) রেল ও অন্যান্য কর্মীদের থেকে কলকাতার ভারত সরকারের ছাপাখানার কর্মীদের রেশন ও রেশন ছাড়া সামগ্রীর জন্য বেশি প্রদান করা হবে; এবং

(ঘ) সরকার কি বেতন-ক্রমের সংশোধনের প্রস্তাব করেছে; এবং যদি না করে, কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমানের দুর্মূল্য ভাতা বাঁধা আছে এবং আরও সংশোধন বিবেচনায় আছে।

(খ) ১৯২৪-এ নতুন সংশোধিত বেতন-ক্রম ১৯৩৩ ও ১৯৩৪-এ উপস্থাপিত হয়েছে।

(গ) হ্যাঁ। তাদেরকে রেল কর্মীদের তুলনায় বেশি প্রদান করা হয় কিন্তু তাদের প্রাপ্য সুবিধা-মূল্য অন্য সরকারি কর্মীদের সমান।

(ঘ) বর্তমানের জরুরি অবস্থায় সরকার বেতন-ক্রম সংশোধনের কোনও প্রস্তাব করবে না।

□□□

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ২০১০।

*ভারত সরকারের ছাপাখানা, কলকাতায় ঠিকা কর্মীদের ছুটির সুবিধা

১৩১৮. শ্রী আবদুল কায়ুম : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) কলকাতা, কেন্দ্রীয় সরকার ছাপাখানার ঠিকা কর্মীরা কি বেতনভোগী কর্মীদের মতো একই রকমের ছুটির সুবিধা পেয়ে থাকে;

(খ) দিল্লি এবং কলকাতার বেতনভোগী কর্মীরা কি এক-ই নৈমিত্তিক ছুটির অধিকারি, এবং

(গ) যদি না হয়, সরকার কি দিল্লি ও কলকাতার ছুটির ব্যবস্থা এক করার প্রস্তাব রাখবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) না।

(খ) না।

(গ) ভারত সরকার ছাপাখানার সমস্ত বেতনভোগী কর্মীদের এক বছরে ১৫ দিন অবধি নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা হয়। আবহাওয়া ও অন্যান্য অবস্থার জন্য ভারত সরকার দিল্লির ছাপাখানা কর্মী সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্মীদের নৈমিত্তিক ছুটি বাড়িয়ে ২০ দিন করেছে। শুধু কলকাতার ছাপাখানার কর্মীদের জন্য নৈমিত্তিক ছুটির মাত্রা বাড়ানো হয় নি।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ২০১০।

৩১৮

*গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া প্রেস, কলকাতার অধস্তন কর্মীদের কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা দেওয়ার বাঞ্ছনীয়তা

১৩১৯. শ্রী আবদুল কায়ুম : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন কি, এটা কি সত্য নয় যে গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া প্রেস, কলকাতার অধস্তন কর্মীরা, উচ্চ পদের কর্মীদের মতো সমান সুবিধা, যেমন সাধারণ ভবিষ্য-নিধি, স্থায়ী চাকরি, বাড়ি-ভাতা, চিকিৎসা সংক্রান্ত ছুটি ইত্যাদি, ভোগ করে না?

(খ) যদি হয়, সরকার কি সমস্ত সুবিধা যা উচ্চপদের কর্মীরা ভোগ করে থাকে, তা অধস্তন কর্মীদের জন্য মঞ্জুর করার প্রস্তাব করবে?

(গ) এটা কি সত্য নয়, ১৯২৮-এর পর নিয়োগ হওয়া গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া প্রেসের কর্মীরা ছুটির দিনে কাজ করার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ ছুটি পায় না?

(ঘ) এটা কি সত্য নয় যে, সার্বিক ছুটির দিন কাজ করলে কর্মীদের মাত্র ২৫ শতাংশ ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং অসাম্যিক ছুটির দিন কাজ করলে কোনও কিছু প্রদান করা হয় না?

(ঙ) যদি হয়, কি পরিস্থিতিতে ১৯২৮-এর পর নিয়োগ হওয়া কর্মীরা ক্ষতিপূরণ ছুটি থেকে বঞ্চিত হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) না। তারা চিকিৎসা সংক্রান্ত ছুটির অধিকারী। স্থায়ী অধস্তন কর্মীরা স্থায়ী চাকরির সুবিধার যেমন পেনসন, গড় বেতনের ওপর ছুটি এবং অর্জিত ছুটি ও বিশেষ ছুটির অধিকারী। তাদেরকে বাড়ি-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা মঞ্জুর করার প্রশ্ন বিবেচনাধীন আছে।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) ক্ষতিপূরণ ছুটির বিনিময়ে তারা সার্বিক ছুটির দিনে সাধারণ হারের ২৫ শতাংশ বেশি হারে অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য ভাতা পেয়ে থাকে।

(ঙ) প্রশাসনিক কারণে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ২০১০।

৩২০

*গুদুর বিভাগে অভ্র খনির কর্মী

১৩২৭. শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) গুদুর বিভাগে অভ্র খনির ভূগর্ভে ও উপরে কর্মরত কর্মীদের — পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা কত;

(খ) তাদের প্রতিদিনকার গড় মজুরি ও দুর্মূল্য ভাতা কত?

(গ) এটা কি সত্য যে, তারা বেশিরভাগ ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ করে যারা মজুরির অংশ নেয়; এবং যদি হয়, এই ব্যবস্থা চলতে দেওয়ার কারণ; এবং (ঘ) সরকার কি এই সমস্ত খনির অবস্থার অনুসন্ধান করবে এবং এই সভাকে জানাবে? যদি হয়, কখন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) গুদুর বিভাগের অভ্র খনিতে কর্মরত পুরুষ ও মহিলা কর্মী আনুমানিক যথাক্রমে ৭,০০০ ও ৪,০০০। ভূগর্ভে কোনও মহিলা কর্মীকে নিয়োগ করা হয় নি।

(খ) গড় দৈনিক মজুরি পুরুষদের ১২ টাকা ও মহিলাদের ৭ টাকা। যদিও মজুরি কিছুদিন হল বেড়েছে। কোনও দুর্মূল্য ভাতা দেওয়া হয় না।

(গ) যতদূর জানা যায়, শ্রমিকরা প্রত্যক্ষ ভাবে খনি-মালিকদের দ্বারা কাজে যোগ দেয়। ঠিকাদারের মাধ্যমে নয়।

(ঘ) না; দ্বিতীয় অংশের প্রশ্নই ওঠে না।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ২০১৪।

৩২১

*গুদুর প্রদেশে অভ্র টুকরো করার কারখানায় কারখানা আইন ইত্যাদির প্রয়োগ

১৩২৮. শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বর্ণনা করবেন কি :

(ক) এটা কি সত্য — (i) গুদুর বিভাগে অভ্র টুকরো করার কারখানায় কারখানা আইন প্রয়োগ হয়না;

(ii) এখানকার বেশির ভাগ কর্মী মহিলা এবং তারা প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিধির সুবিধা পায় না;

(iii) মহিলা কর্মীদের শিশু ও সন্তানদের যত্নের কোনও ব্যবস্থা নেই; এবং

(iv) তাদের বাসস্থান অস্বাস্থ্যকর; এবং

(খ) সরকার কি এই সমস্ত কারখানায় কারখানা আইন ও প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিধি প্রয়োগ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, শিশু ও সন্তানদের যত্ন নেওয়ার পর্যাপ্ত সুবিধা করা এবং এই বিষয়ে সভাতে প্রতিবেদন পেশ করেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) কারখানা আইন ও মাদ্রাজ প্রসূতি-কল্যাণ সুবিধা বিধির প্রশাসন প্রাদেশিক সরকারের উপর নির্ভরশীল। গুদুর বিভাগে অভ্র টুকরো করার কারখানাতে কাজের অবস্থার সমীক্ষার ব্যাপারে শ্রমিক অনুসন্ধান সমিতি কাজ করছে। শ্রমিকের জন্য পরিকল্পনা সমিতি যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা সরকার যথা সময়ে বিবেচনা করবে যা সরকার আশা করছে শ্রমিক অনুসন্ধান সমিতির কাজ শেষ হলেই করবে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ২০১৪।

৩২৪

*মহিলা খনি কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা

১৩৫৮, শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫-এর ৪৩৭নং প্রশ্নের উত্তরের অনুসরণে সরকার কি সময় বাড়ানোর ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখছে, যখন সন্তানজন্মের আগে ও পরে মহিলাদের খনিতে যেতে দেওয়া হবে না;

(খ) খনিতে কর্মরত মহিলাদের সন্তানদের জন্য প্রতিটি খনিতে ক্রেশের সংস্থান করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করে দেখছে কি; এবং

(গ) সদস্যদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সভাতে পেশ করা প্রতিবেদন মতে যে ক্রেশগুলো ঠিক ভাবে কাজ করে না, সরকার কি কোনও ব্যবস্থা নেবে যাতে ক্রেশগুলো ঠিক ভাবে কাজ করে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) প্রয়োজনীয় আইনপ্রণয়ন সভার সামনেই আছে।

(খ) ও (গ) বাধ্যতামূলকভাবে ক্রেশের সংস্থান করা সংক্রান্ত প্রশ্নটি বিবেচনাধীন আছে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ২০২৮।

৩২৫

*বিদেশের কারিগরি শিল্পে প্রশিক্ষণের প্রকল্প

১৩৫৯. শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জমি বিভাগের সংবাদ মাধ্যমে উল্লেখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ ছাড়াও সরকারের কি কারিগরি শিল্পে মানুষদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনও প্রকল্প আছে, যাতে তারা যুদ্ধোত্তর সময়ে কারখানা শুরু করতে পারে?

(খ) ভারত সরকার কি ইউ.কে. অথবা ইউ.এস.এ-র সরকার বা শিল্পপতিদের সঙ্গে কোনও চুক্তি করেছে, যাতে এই সমস্ত মানুষদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়? এবং

(গ) যদি হয়, কোন শিল্পে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ। আমি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি শ্রমিক বিভাগের চিঠি নং T.R.C-11-1140, তারিখ ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৪-এর প্রতি আকর্ষণ করছি, যার একটি প্রতিলিপি ১৯৮নং প্রশ্নের উত্তরে সভার টেবিলে রেখেছিলাম।

(খ) সরকারের সঙ্গে।

(গ) চুক্তি সাধারণ ভাবে হয়েছে এবং কোনও বিশেষ শিল্পের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল না।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ২০২৯।

৩২৬

*যে টোনেজের উপর কাঁচা কোকের উপকর আদায় করা হয়

১০৪. শ্রী কে. সি. নিয়োগি : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে প্রেরণ করা কাঁচা কোকের ওপর কাঁচা কোক উপকর সমিতি কি উপকর আদায় করে থাকে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তথ্য নিম্নরূপ :

১৯৪১ → ৯,৫৭,৫৫৩ টন

১৯৪২ → ৪,৩১,৮৫৮ টন

১৯৪৩ → ৩,৫৪,৮৩৫ টন

১৯৪৪ → ৪,৪৫,৭২১ টন

□ □ □

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৮ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ২২১৯।

৩২৯

*বেলুচিস্তানে সেচ-জমি

১৪৬৯. শ্রী আবদুল কায়ুম : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি?

(ক) যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সেচের অধীনে আনা মোট অঞ্চল কত?

(খ) সেই অঞ্চলের কতটা সরকার দ্বারা এবং কতটা বেসরকারি সংস্থা দ্বারা সেচের অধীনে আনা হয়েছে?

(গ) এই ধরণের প্রকল্পে সরকার মোট কত টাকা খরচ করেছে? এবং

(ঘ) জমিকে সেচের অধীনে আনতে জমিদারকে কি কোনও টাকা দিতে হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক), (খ) ও (গ) যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে কোনও উল্লেখযোগ্য অঞ্চল বেলুচিস্তানে সেচের অধীনে আনা হয় নি কিন্তু দুটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প সরকার দ্বারা মঞ্জুর হয়েছে, যার খরচ ৬৮০০০ টাকা, ১০০০ একর জমির পরিমাণ। সেচের অধীনে আরও বেশি সংহত ভাবে জমি চাষ ও কর্তৃপক্ষের চাপের ফলে শুস্ক চাষের জমির আয়তন বৃদ্ধির ফলস্বরূপ বেলুচিস্তান গম, ধান ও জোয়ারির উদ্বৃত্ত প্রদেশ হয়ে উঠেছে ও অন্য প্রদেশে রপ্তানি করছে।

(ঘ) তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

□□□

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৯ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ২২৩৯।

৩৩১

*রেলের অধীন খনি-শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৪৭১. শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) রেলের অধীন খনি-শ্রমিকদের জন্য কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কি; এবং যদি থাকে, বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে কতজন ছাত্র-ছাত্রী যায়?

(খ) জুন, ১৯৩৯-এর পর থেকে বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে কি এবং বর্তমানে পার্থক্য কত?

(গ) বিদ্যালয়গুলোতে কি সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং বিদ্যালয়ের কর্মী রূপে মহিলা শিক্ষিকা কি আছে?

(ঘ) বিদ্যালয়গুলোতে কি দুপুরের খাওয়া দেওয়া হয় যদি না হয়, কেন নয়?

(ঙ) বিদ্যালয়গুলো কি সম্পূর্ণ নাকি আংশিক ভাবে কয়লা-খনি কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত? নাকি অন্য কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে? এবং

(চ) খনি-শ্রমিকদের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা উন্নীত করতে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ। আমি দুঃখিত যে আমার কাছে বিস্তারিত তথ্য নেই। কিন্তু আমি তা পেয়ে যাব। কতজন খনি-শ্রমিকদের সন্তান সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে পড়ে তা জানা সহজ নয় কেননা অন্য শিশুদের জন্যও বিদ্যালয়গুলো খোলা।

(খ), (গ) ও (ঘ) আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। কিন্তু আমি তা পাব

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৯ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ২২৪৫।

ও সভায় তা পেশও করব।

(ঙ) বিদ্যালয়গুলো হাজারিবাগ খনি পর্ষদ-এর অধীনে যাদেরকে রেল-কর্তৃপক্ষের অধীন কয়লাখনিগুলো টাকা দেয়।

(চ) শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রাথমিক ভাবে আঞ্চলিক সরকারের কর্তব্য।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : মহাশয়, মাননীয় সদস্য অন্য একদিন বলেছিলেন যে, এর জন্য একটি কল্যাণ সমিতি আছে আমি কি বলতে পারি যে মাননীয় সদস্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক যাতে তারা আমার প্রশ্নের প্রস্তাব মতো খনি-শ্রমিকদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে যাওয়া লিপিবদ্ধ করতে পারে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে কল্যাণ সমিতির ওপর কোনও বাধা নেই।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : মহাশয়, আমি জানতে চাই, সরকার কি এই সমিতিকে এই বিষয়ের ওপর মনোযোগ দিতে বলেছে.

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, এটা করা হবে। সমিতিতে এটা করতে কোনও বাধা আসবে না।

□ □ □

৩৩২

*সরকারি কর্মীদের ওপর অত্যাবশ্যক সেবা অধ্যাদেশের প্রয়োগ

১৪৮৫. শ্রী এন. এম. যোশি : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি:

(ক) সরকারি কর্মীদের ওপর অত্যাবশ্যক সেবা অধ্যাদেশ প্রয়োগ করা হয়েছে কি? এবং

(খ) কোনও সঙ্গত কারণ না দেখিয়ে রাজশক্তি তার কর্মীদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে না পারার বাধ্যবাধকতা এবং কর্মীদের বেতন ও চাকরির অন্যান্য শর্ত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দেওয়া প্রসঙ্গে অত্যাবশ্যক সেবা (রক্ষণাবেক্ষণ) অধ্যাদেশ II, ১৯৪৫-এর (৫) ও (৬) অধ্যায়ের প্রয়োগ করতে না পারার ব্যাপারে সরকারের কাছে কোনও প্রতিবাদ পৌঁছেছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) না।

শ্রী এন. এম. যোশি : আমি কি বলতে পারি কেন সরকারি অত্যাবশ্যক সেবার অধীনে যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজনীয় তা নেয় নি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মাননীয় বন্ধুর প্রশ্ন ছিল কোনও প্রতিবাদ গৃহীত হয়েছে কি না।

* * *

* **শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার :** .... দফা ৩ এর........।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : আমি দুঃখিত যে, আমার মাননীয় বন্ধু শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গমের তোলা প্রশ্ন আমি শুনিনি। আমি শুধু বলতে চাই যে এই সমস্ত আবাসগুলো স্থায়ী।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ২৯ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ২২৬১।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : তাদের সবগুলো?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, এবং এই নির্মাণ ভার নিতে প্রয়োজনে জোর করা হচ্ছে.....

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : আমি তা জানি আমি জানি আমার মাননীয় বন্ধু এর উপর ভাষণ দিয়েছেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি মনে করি এটা একটা বড় সুবিধা যে বাড়ির অস্থায়ী কাঠামোয় এত টাকা ব্যয়ের মধ্যে আমরা এই আবাসগুলোকে মহাকরণে কর্মরত এক বড় সংখ্যার করণিকদের স্থায়ী আবাস রূপে নিশ্চিন্ত করতে পেরেছি।

৩৩৩

* দিল্লির করোল বাগে, মসজিদের চারধারে দেওয়াল নির্মাণ

মৌলভি মহম্মদ আবদুল গণি : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন:

(ক) তিনি কি জানেন দিল্লি মুসলিম ওয়াকফ অ্যাক্ট (XIII, ১৯৪৩) অনুযায়ী সুন্নী মজলিশ-এ-ওয়াকফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; যদি হয় এই ওয়াকফ কি দিল্লি প্রদেশের সব ওয়াকফ-এর একমাত্র প্রশাসক ?

(খ) তিনি জানেন কি, করোল বাগে সম্প্রতি নির্মিত সরকারি আবাসনের পাশেই একটা পুরানো মসজিদ আছে এবং সেখানে মুসলমানরা প্রার্থনায় যোগ দেন ?

(গ) এটা কি ঘটনা যে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর এই মসজিদটা ঘেরার জন্য পাঁচিল তৈরি করতে চাইছে এবং মুসলমানদের প্রার্থনায় যোগদান বন্ধ করতে চাইছে?

(ঘ) এই দফতর কি পাঁচিল দেওয়ার জন্য সুন্নী মজলিশ-এ-ওয়াকফ-এর অনুমতি চেয়েছে ?

(ঙ) এটা ঘটনা কি না, যে ঐ মসজিদে মুসলমানদের প্রার্থনার আপত্তির পর সংশ্লিষ্ট দফতরের কন্ট্রাকটর ও তার লোকদের এখন কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের লোক করে নেওয়া হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) কোনও পুরানো মসজিদের অস্তিত্বের কথা আমি জানি না তবে করোল বাগের কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসনের লাগায়ো একটা অব্যবহৃত কবরখানা আছে। কিন্তু আমি এটা জানি যে, এই এলাকায় মুসলমান অধিবাসীরা সম্প্রতি একটা খড়ের চালযুক্ত প্ল্যাটফর্ম ও বেড়া তৈরি করেছেন এবং সেখানে তারা প্রার্থনা করেন।

(গ) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে এই সরকারি স্থানে মুসলমান বা

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক, (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২ এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৩০৪।

হিন্দুদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে একটা পাঁচিল নির্মাণের প্রস্তাব করেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের আবেদনের পর এই প্রস্তাব স্থগিত রেখে আইনগত দিক পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

(ঘ) উপরের (খ) প্রশ্নে আমার উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন থাকছে না।

(ঙ) মাননীয় সদস্য আমার (গ) প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

স্যার মহম্মদ ইয়ামিন খান : মাননীয় সদস্য যখন বলছেন যে, সরকারি জমিতে অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য সরকার বেড়া দেওয়ার কথা ভাবছে, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি এটা সরকারি জমি হল কিভাবে? এটা যখন একটা কবরখানা, মাননীয় সদস্য কিভাবে বলছেন যে এটা সরকারি জমি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এখন এটা সরকারি জমি রূপে গণ্য করার পরামর্শ দিয়েছি ; তবে আমি এ বিষয়ে আইনগত পরামর্শ চেয়েছি।

স্যার ইয়ামিন খান : মাননীয় সদস্য কি সব কটা ইংরেজ সমাধিক্ষেত্র ও হিন্দু শ্মশানভূমি সরকারি সম্পত্তি বলে গণ্য করেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আগেই বলেছি, আমি আইনগত পরামর্শ চেয়েছি।

স্যার মহম্মদ ইয়ামিন : কিন্তু মাননীয় সদস্য নিজেই বলেছেন যে, সেখানে একটা সমাধিক্ষেত্র রয়েছে, একইসাথে বলছেন সেটা সরকারি জমি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এখনকার মতো সরকারকে এই পরামর্শই দেওয়া হয়েছে।

স্যার মহম্মদ ইয়ামিন : কে পরামর্শ দিয়েছেন?

সভাপতি মহাশয় (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : মাননীয় সদস্যও বলেছেন যে আইনগত পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।

স্যার মহম্মদ ইয়ামিন : কে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সরকারকে পরামর্শদানে যাঁরা অধিকারী তাঁরাই দিয়েছেন।

মৌলভি মহম্মদ আবদুল গনি : আমি কি জানতে পারি, জমির যে অংশে মাননীয় সদস্য সমাধিক্ষেত্র ও মসজিদ আছে বলে উল্লেখ করছেন, সরকার কি সেই অংশ অধিগ্রহণ করেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা অধিগ্রহণ অপ্রয়োজনীয়।

৩৩৪

* অ-ভারতীয় স্বার্থরক্ষায় জনসাধারণের ব্যবহার্য সংস্থা

১৫৯১. শ্রী টি. এস. অবিনাশলিঙ্গম চেট্টিয়ার : মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি :

(ক) ব্রিটিশ ও অ-ভারতীয়রা কটি জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী সংস্থা অধিকার করে রেখেছেন ; এবং

(খ) এই সব সংস্থা অধিগ্রহণের কোনও প্রয়াস হয়েছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) যে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। তা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সভার সামনে তা পেশ করা হবে।

□ □ □

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৪ এপ্রিল ১৯৪৫, পৃ: ২৪২৮ ঐ, পৃ: ২৪৩১

৩৩৫

@ ভারত সরকারের ছাপাখানাসমূহের আয়-ব্যয় পরীক্ষা

১৫৯৬. শ্রী কে. বি. জিনারাজা হেগড়ে : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে জানাবেন :

(ক) ভারত সরকারের ছাপাখানাগুলির হিসাবপত্র কি কেন্দ্রীয় রাজস্ব দফতরের অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেলকে দিয়ে অডিট করানো হয় ;

(খ) অডিট রিপোর্টের কপি কি তার দফতরে পাঠানো হয় পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য ; গত দু'বছরে ঐ সব কপি পাওয়া গেছে কিনা ; এবং ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কিনা।

(গ) একথা ঠিক কিনা যে গত দু'বছরের রিপোর্টে কাগজের হিসাবে গরমিল ধরা পড়েছে এবং কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি ; তাই যদি হয় এর কারণ কি ; এবং

(ঘ) সরকার কি এই দু'বছরের 'নয়দিল্লি প্রেসে'র অডিট রিপোর্ট-এর কপি এই সভায় পেশ করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ছাপাখানাগুলির হিসাব অডিট করেন কেন্দ্রীয় রাজস্বের অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল এবং তাঁর কর্মরত অন্যান্য অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল।

(খ) অডিট রিপোর্ট জমা করা হয় দফতরের প্রধানের কাছে। শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও অমীমাংসিত বিষয় ভারত সরকারের গোচরে আনা হয়।

(গ) ১৯৪২-৪৩-এর রিপোর্টে কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বেশির ভাগই রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভুলের দরুন। বিষয়টি এখনও পরীক্ষাধীন। ১৯৪৩-৪৪-এর রিপোর্ট জমা পড়েছে, এবং কন্ট্রোলার অফ প্রিনিটিং অ্যান্ড স্টেশনারি এটি পরীক্ষা করছেন।

(ঘ) না। এই বছরের উপযোগী খাত-এর (Appropriation Account) অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল কোনও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেন নি। এই হিসাবপত্র পরীক্ষা করেন পাবলিক অ্যাকাউনন্টস্ কমিটি এবং তাদের রিপোর্ট আইন সভায় পেশ করা হয়।

শ্রী কে. জি. জিনারাজা হেগড়ে : (খ) সম্পর্কে আমি কি জানতে পারি, মাননীয় সদস্য অডিট রিপোর্টগুলি সভায় পেশ করবেন কি না?

মাননীয় ড. বি. আ. আম্বেদকর : না, মহাশয়, এর প্রয়োজনীয়তা নেই। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টে এগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শ্রী হেগড়ে : আমি কি জানতে পারি কি এই অডিট রিপোর্টগুলি পুরো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টে?

মাননীয় ড. আম্বেদকর : পাবলিক একাউন্টস কমিটির কাজে যেগুলি দরকার তার সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩৩৬

*কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিদের আবাসন দেওয়া হয়নি

১৬০৬. সরদার সন্তু সিং : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি দিল্লি ও নতুন দিল্লিতে কর্মরত ও ৬০০ টাকা অনধিক বেতনভোগী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে কত শতাংশ লোক সরকারি আবাসন পান নি?

(খ) এটা কি ঘটনা যে ৬০০ টাকার অনধিক বেতনভোগী কর্মচারীরা এই স্তর অতিক্রম করলে উচ্চ শ্রেণীর আবাসন না পাওয়া পর্যন্ত কোনও আবাসন পান না?

(গ) সরকার কি দয়া করে দিল্লি ও নতুনদিল্লির সরকারি আবাসনে বসবাসকারী কর্মচারীর সংখ্যা জানাবেন যারা এক দপ্তর থেকে আর এক দপ্তরে বদলির দরুন আবাসনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন, যেমন কৃষি সংস্থা, তুলা, দিল্লির ভারত সরকারের ছাপাখানা, দিল্লির এ.জি.পি.ও টি. দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের দপ্তরে এসেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ৬৫% মতো,

(খ) হ্যাঁ

(গ) প্রয়োজনীয় তথ্য এখনই নেই। এই পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে, তবে মাননীয় সদস্যকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি ইনস্টিট্যুট, এ.জি.পি. ও টি. অফিস এবং ভারত সরকারের ছাপাখানা ছাড়া অন্য কোনও কেন্দ্রীয় কর্মচারীকে বদলির পর তার আগের আবাসন ছাড়তে হবে না, উপরোক্ত দপ্তরগুলির পৃথক আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে।

□ □ □

---

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক, খন্ড-৪, ৪, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৪৩৯।

* নতুনদিল্লির এক দফতর থেকে অন্য দফতরে বদলি হওয়া আবাসন থেকে বঞ্চিত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের অবস্থা

১৬০৭. সরদার সন্ত সিং : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন এটা কি ঘটনা যে অনেক কর্মচারীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে দিল্লিতে ১৫ বছর বা তার বেশি চাকরি করার পরও তারা কোনও আবাসন পান নি?

(খ) সরকার কি জানেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে, এই সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অনেককে সরকারি আবাসনের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়, চাকরিজীবনে হয়ত অনেকে আবাসনের সুযোগই পাবেন না?

(গ) এটা কি ঠিক যে দিল্লির ও নয়াদিল্লিতে সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রচলিত ও অপ্রচলিত আবাসনের পার্থক্য তুলে দেওয়া হয়েছে?

(ঘ) সরকার কি (ক) ও (খ) বর্ণিত সরকারি কর্মচারীদের দাবি পর্যালোচনা করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে তাদের চাকরির মেয়াদ বিচার করে আবাসনের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেবে? না দিলে, কারণ কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উপরের ১৬০৬ প্রশ্নের (গ) অংশের প্রতি।

(খ) আগের প্রশ্নের উত্তরে যেসব অফিসারদের উল্লেখ করেছি, তাঁদের সাধারণ ভুল-এ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু কতদিন তা আমি বলতে পারব না।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) সাধারণ ভুল-এ চাকরির মেয়াদের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে সরকার এই নিয়ম বদলকে ন্যায্য বলে মনে করে না

□ □ □

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৪, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৪৩৯।

৩৩৮

* দিল্লি ও নতুনদিল্লির সরকারি আবাসনের অধিবাসীদের খস খস-এর আবেদন

১৩১. শ্রী কে. সি. নিয়োগি : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন ২০ মার্চ, ১৯৪৫, অতিরিক্ত মুখ্য বাস্তুকার (পশ্চিমাঞ্চল), কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর WII/৩৭০৮ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ ও নম্বর WII/৩৭০৮ তারিখ ১৩ মার্চ ১৯৪৫ দুটি সার্কুলার দিয়ে দিল্লি ও নতুনদিল্লিস্থ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের থেকে আবদেনপত্র দাখিলের আহ্বান জানান গ্রীষ্মে বাড়িতে খস খস দড়ি সরবরাহের জন্য, তিনি কি এ বিষয়ে অবহিত?

(খ) তিনি কি জানেন যে গ্রীষ্মে (১৯৪৫) সরবরাহ এখনও হয়নি?

(গ) উপরোক্ত (খ)-এর উত্তর হ্যাঁ হলে, উনি কি খস খস-এর জন্য আবেদন পত্র জমার তারিখ যেসব কেন্দ্রীয় কর্মচারী এপ্রিলে ১৯৪৫-এ আবাসন পাবেন তাদের জন্য তারিখ বাড়াবেন? না বাড়ালে, কেন বাড়াবেন না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ

(খ) মরশুমি বন্টন যেহেতু করা হয়ে গেছে সবর্শেষ চিঠি অনুযায়ী সেহেতু এই প্রশ্ন ওঠে না।

(গ) যেসব সরকারি কর্মচারীর এখন আবাসন নেই কিন্তু এপ্রিল আবাসন পাবেন তাদের ক্ষেত্রে আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে, তবে দড়ি সরবরাহ সেক্ষেত্রে কিছু দেরিতে হবে।

□ □ □

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৪, এপ্রিল ১৯৪৫, পৃ: ২৪৪৯

৩৩৯

* শ্রম দফতরের উদ্যোগে প্রযুক্তি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

১৬৯৭. ডা: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে শ্রম দপ্তর কর্তৃক স্থাপিত প্রযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা জানান ;

i) যেগুলি মুসলমান সংস্থাগুলির সহযোগিতায় করা হয়েছে ;

ii) অ-মুসলমান সংস্থার সহযোগিতায় করা হয়েছে ;

iii) কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার সাথে সংস্রবহীন স্বাধীন সংস্থার সহযোগে গঠিত হয়েছে।

(খ) উপরোক্ত (iii) এর অধীন কতগুলি মুসলমান প্রশাসনাধীন, কতগুলি অ-মুসলমান প্রশাসনাধীন?

(গ) উপরোক্ত (i), (ii), (iii)-এর প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলির নাম কি মাননীয় শ্রমিক সদস্য সভার সামনে জানাবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) (i)-৫, (ii) ৭৪, (iii) স্বাধীন সংস্থা বলতে যদি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা বুঝায়, তবে ৩৬।

(খ) ৩৬-এর মধ্যে ২টি পুরোপুরি মুসলমান প্রশাসনাধীন।

(গ) একটা বিবৃতি পেশ করা হল।

বিবৃতি

I মুসলমান সংস্থার সহযোগিতায় স্থগিত প্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্র

ক. ইঞ্জিনিয়ারিং

১. আবদুল্লা ফজলভয় টেকনিক্যাল ইনস্টিটুট, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, বোম্বাই

---

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯ এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৬১১।

২. অ্যাংলো অ্যারাবিক কলেজ টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুট, দিল্লি

৩. মুসলিম ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আলিগড়

খ. নন ইঞ্জিনিয়রিং

৪. অঞ্জুমান ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, মাদ্রাজ

৫. সিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, লখনউ

II অ-মুসলমান সংস্থার সহযোগিতায় প্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্র (প্রাদেশিক সরকার দেশীয় রাজ্য এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ছাড়া)

ক. ইঞ্জিনিয়ারিং

১. বি. পি. চৌধুরি টেকনিক্যাল স্কুল, কৃষ্ণনগর

২. কলেজ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বাংলা

৩. ডি. জে. ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, রাজশাহী

৪. ডন বসকো টেকনিক্যাল স্কুল, কৃষ্ণনগর

৫. আই. জি. এন. কো. লি: সোনাচারা ওয়ার্কশপ, নারায়ণগঞ্জ

৬. কে. কে. টেকনিক্যাল স্কুল, ময়মনসিং

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্রিয়ার : এইসব প্রযুক্তি শিক্ষা কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এইসব কেন্দ্রে প্রযুক্তি শিক্ষণ দেওয়া হয়।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্রিয়ার : কোন কোন শিল্পের জন্য?

ড. বি. আর. আম্বেদকর : অনেক ব্যবসার জন্য।

স্যার মহম্মদ ইয়ামিন খান : আলিগড় কি তার মধ্যে একটা?

ড. বি. আর. আম্বেদকর : নিশ্চয়ই।

□ □ □

৩৪০

* যুদ্ধ প্রযুক্তিবিদ্যা কেন্দ্র বা অভ্যর্থনা কেন্দ্র

১৬৯৮. ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি যুদ্ধ প্রযুক্তিবিদ্যা ডিপো বা অভ্যর্থনাকেন্দ্র খোলার কথা ভাবছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ভারত সরকার প্রতি অঞ্চলে অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছে, যেখানে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত নাগরিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠনোর আগে কিছুদিনের জন্য রাখা হবে। এইসব স্বীকৃত অভ্যর্থনা কেন্দ্রের উল্লেখসহ এর ঠিকানা, ক্ষমতা সব তথ্য পেশ করা হয়েছে।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : অনেক কেন্দ্র রয়েছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্য বিবৃতিটা নিজে দেখে নিন, আমি একটা বিবৃতি পেশ করছি।

মৌলবি মহম্মদ আবদুল গণি : অভ্যর্থনা কেন্দ্রের মোট সংখ্যা কত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি এখনই সব গুনতে পারছি না।

সভাপতি মহাশয় (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : মাননীয় সদস্য বরং টেবিলে দেখুন।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : এই তালিকা খুব দীর্ঘ নয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই তালিকা দীর্ঘ। আপনি অনুমতি না দিলে পুরোটা পড়তে পারব না। ভারতবর্ষ চারটি সার্কেলে বিভক্ত—উত্তর, কেন্দ্রীয়, উত্তর পূর্ব, দক্ষিণ পূর্ব, পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ সার্কেল।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : এগুলির প্রধান কেন্দ্র কোথায়?

---

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃঃ ২৬১৪।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রধানকেন্দ্র তথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি হল: উত্তর সার্কেল-লায়লপুর ও সোনপথ, কেন্দ্রীয় সার্কেল দিল্লি, আকোলো বা নাগপুর, উত্তরপূর্ব-আলিগড়, দক্ষিণপূর্ব-গুলজারবাগ (পাটনা) ও কটক ; পূর্ব-হুগলি ; পশ্চিম-ওরলি (বোম্বাই) ও হুবলী ; দক্ষিণ—মাদ্রাজ, বেওয়াড়া, ত্রিবান্দ্রম ও কোয়েম্বাটুর।

□ □ □

৩৪১

* উত্তরপ্রদেশ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে পলিটেকনিক-এ রূপান্তর

১৬৯৯. ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি, উত্তর প্রদেশের কোন প্রযুক্তিশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে পলিটেকনিক-এ রূপান্তরের কথা সরকার ভাবছে? এটা কি ঘটনা নয় যে, সরকার এজন্য দুটি জায়গা বেছে নিয়েছে, দয়ালবাগ ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়? মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি অবগত আছেন যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে?

(খ) এটা ঘটনা নয় যে, আলিগড় কেন্দ্রটিকে তালিকাভুক্ত করা হয় মুসলিম লীগ-এর অনুরোধে? এটা কি ঘটনা নয় যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত কারিগরদের ইনসপেক্টর ও পরামর্শদাতা ছিলেন একজন মুসলমান? উত্তর 'না' হলে মুসলমান ইনসপেক্টরদের সংখ্যা কত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) উত্তরপ্রদেশ বা অন্যত্র কোথাও কোনও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে পলিটেকনিক-এ রূপান্তরের পরিকল্পনা শ্রমিক দপ্তরের নেই। সুতরাং কোনও কেন্দ্র বাছার প্রশ্ন ওঠে না।

(খ) উপরোক্ত (ক)-এর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে (খ)-এর প্রথমাংশের প্রশ্ন অবান্তর। (খ)-এর অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে বক্তব্য, আঞ্চলিক ইনসপেকটরদের মধ্যে কেউ মুসলমান নেই—'পরামর্শদাতা' পর্যায়ে অফিসার বলে কিছু নেই।

□ □ □

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃঃ ২৬১৪।

৩৪২

* শিল্প সংস্থায় ক্যানটিন ও ক্যাফেটেরিয়া খোলা

১৭০০. শ্রী জিনারাজা হেগড়ে : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন :

(ক) সরকার সব কটি শিল্পসংস্থায় মালিকদের দ্বারা স্থাপিত ক্যানটিন ও ক্যাফেটেরিয়া খোলার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে কি না ;

(খ) ১৯৪৪-৪৫ সালে মোট কটা ক্যানটিন ও ক্যাফেটেরিয়া শুরু হয়েছে ;

(গ) সরকার দেশের অর্ডিনানস কারখানাগুলিতে এই সুবিধা দিচ্ছে কিনা ;

(ঘ) মাননীয় সদস্য জানেন কি না, আরভাকাড়ু কারখানা সরকারের কাছে সুবিধা দাবি করছেন কিনা ; এবং

(ঙ) আরভাকাড়ু কারখানার শ্রমিকদের এই সুবিধা সরকার দিতে চায় কি না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ,

(খ) ক্যানটিন ও ক্যাফেটেরিয়ার আলাদা পরিসংখ্যান নেই। সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৪৪-এর শেষ অবধি ৩১৫টি সংস্থায় রান্না করা খাবার সরবরাহ হত, বাকীগুলোতে জলখাবার পাওয়া যায়।

(গ) হ্যাঁ,

(ঘ) না।

(ঙ) কারখানায় চা ও অন্যান্য জলখাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। চাহিদা তেমন হলে কারখানায় ভোজনের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রী কে. বি. জিনারাজা হেগড়ে : এই সুযোগের জন্য কত সংখ্যক শ্রমিক হলে আবেদন করা যায়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নিশ্চয়ই তাঁরা চাইলেই বিচার করা হবে।

---

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৬১৯।

শ্রী হেগড়ে : কতজন শ্রমিক হলে আবেদন করা যাবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই ধরনের দাবির ক্ষেত্রে আমরা সংখ্যার ব্যাপারে কোনও সুপারিশ করি নি।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : ওয়েলফেয়ার অফিসারদের দায়িত্ব শ্রমিকদের এই সুবিধা দেওয়ার জন্য মালিকদের উৎসাহিত করা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমরা সেকথা ভাবছি।

□ □ □

৩৪৩

* ভারত সরকারের প্রেস কর্মচারিদের বেতনহার ও মাগ্গীভাতা বৃদ্ধি

১৭০৬. কাজী মহম্মদ আহমদ কাজমি : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য বলবেন কি সরকার অবহিত কিনা :

i) ভারত সরকারের প্রেসগুলির সব ইউনিয়ন একটা ফেডারেশন গঠন করেছে :

ii) গভর্নমেন্ট প্রেস ইউনিয়ন ফেডারেশনের কার্যকরি কমিটি এক বিবৃতিতে প্রেস কর্মচারিদের অভাবের করুন কাহিনী বর্ণনা করে বেতনহার ও মাগ্গীভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে ; এবং

iii) ক-এর উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি? না হলে, কেন নেওয়া হয় নি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) i, ও ii) হ্যাঁ।

(খ) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন।

□ □ □

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৬১৯।

৩৪৪

* অভ্র খনিগুলিতে ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ

১৯০৯. অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি, ফ্রি প্রেস জার্নাল ১৬ মার্চ, ১৯৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া চিফ প্রোডিউসার অফ সাইকা' নামে নিবন্ধটি দেখেছেন কি না, এতে বলা হয়েছে ভারতের অভ্র খনিগুলি কাবু করতে চাইছে ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা।

(খ) এটা যদি সত্য হয়, বর্তমানে এই শিল্পে যুক্তদের এবং অভ্র স্বার্থে যুক্ত ভারতীয় যৌথ মালিকানার কোম্পানিগুলির স্বার্থ রক্ষায় সরকার কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে?

(গ) ভারতে অভ্র খনিগুলিতে কতগুলি ভারতীয় কোম্পানি যুক্ত?

(ঘ) কন্ট্রোলার অফ ক্যাপিটাল ইস্যুই অভ্রের ক্ষেত্রে নতুন কোম্পানি রেজিস্ট্রির জন্য কোনও আবেদনপত্র পেয়েছে কিনা এবং কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা? অনুমতি দেওয়া হলে কাদের?

(ঙ) ভারত সরকার কি এই মর্মে আশ্বাস দিতে রাজী যে, ভারতীয়দের হাতে অভ্রশিল্প আরও শক্তিশালী ব্রিটিশ বা আমেরিকান স্বার্থ দ্বারা বিপন্ন হবে না এবং তারা বর্তমান অধিকার ও সুবিধা হতে বঞ্চিত হবেন না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) সংশ্লিষ্ট লেখাটি ফ্রি প্রেস জার্নাল ১৬ মার্চ ১৯৪৫-এ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

(খ) এই প্রশ্ন ওঠে না।

(গ) ৩১শে মার্চ, ১৯৪৩ অবধি প্রাপ্ত বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী ৯ই সংখ্যা ২০। পরের তথ্য লভ্য নয়।

(ঘ) একজামিনেশন অফ ক্যাপিটল ইস্যুর কাছে আবেদন জমা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দফতরের নিয়মানুযায়ী কোম্পানির নাম প্রকাশ করা হয় না।

---

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৬১৯।

(ঙ) সরকার ভারতের অভ্র শিল্পের সুদৃঢ় ভিত্তি রাখার জন্য সচেষ্ট এবং ভারতীয় অভ্র উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষায় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর।

শ্রী মনু সুবেদার : আমি কি জানতে পারি, সরকার ক্ষুদ্র অভ্র উৎপাদকদের একত্র করে তার তত্ত্বাবধানে একটা জোট করছে না কেন এবং বিদেশি স্বার্থের পথ সুগম করছে কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমাদের নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কোনও ব্যবস্থা নেব না।

মনু সুবেদার : সরকার কি ক্ষুদ্র ভারতীয় স্বার্থ বিদেশি স্বার্থের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই প্রশ্নে আমি আগেই বিচার করতে চাই না।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : এর মধ্যে এই শিল্পের অবস্থা কি হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর জন্য বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মনু সুবেদার : সরকার কি এই মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : রিপোর্ট পেলেই আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

□ □ □

৩৪৫

* দিল্লির তিমারপুর আবাসনের শোচনীয় হাল

১৭২২. শ্রী বদ্রী দত্ত পাণ্ডে : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, তিমারপুরের সরকারি আবাসন অস্থায়ীভাবে নির্মিত হয়েছিল কিনা?

(খ) তিনি কি জানেন যে এই আবাসনগুলির হাল এখন শোচনীয়, কোনও সারাই কাজ স্থায়ী হয় না বেশিদিন এবং যে কোনও সময়ে ভেঙ্গে পড়ার ভয় রয়েছে?

(গ) তিনি কি জানেন, নয়াদিল্লির আবাসনগুলি তিমারপুরের তুলনায় শতকরা একশ ভাগ ভাল হয়েছে?

(ঘ) তিনি কি আরও জানেন, গ শ্রেণীর আবাসনগুলিতে মাত্র একটা জলের কল রয়েছে, নয়াদিল্লির আবাসনগুলিতে যেখানে রয়েছে তিনটি করে কল?

(ঙ) তিনি কি জানেন যে নির্বাহী বাস্তকার বা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কেউ সরেজমিনে গিয়ে দেখেনও না এই আবাসনে সারাই হয়েছে কিনা, এবং ভাড়াটেদের সুবিধা নিয়ে মাথা ঘামান না?

(চ) নয়াদিল্লি আবাসনের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট এইসব আবাসনে একই হারে ভাড়া নেওয়া হয় কেন? সরকার কি ব্যাপারটি খতিয়ে দেখে ভাড়া কমাবার ব্যবস্থা নেবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, (খ) না, তবে আমি জানি এই আবাসনগুলির নিয়মিত সারাই প্রয়োজন।

(গ) নয়াদিল্লির আবাসনগুলি তিমারপুরের চেয়ে অনেক ভাল।

(ঘ) হ্যাঁ,

(ঙ) না। বরং আমার কাছে খবর আছে যে, দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ অফিসাররা আবাসনগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করেন। ঐ জায়গায় একটা অনুসন্ধান অফিস রয়েছে ভাড়াটেদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য।

---

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃঃ ২৬৩০।

(চ) একই ধরনের আবাসনের জন্য বিভিন্ন হারে ভাড়া ধার্য করা সম্ভব নয়, যদিও সুযোগ সুবিধে বেশি কম হতে পারে। তিমারপুরের আবাসনগুলির ভাড়ার হার নয়াদিল্লির আবাসনের থেকে কম এবং এইসব আবাসনের অনেকেই তাদের বেতনের ১০%-এর কম ভাড়া হিসেবে দেন। ভাড়া কমাবার প্রশ্ন ওঠে না।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : পুরানো আবাসনগুলির সুবিধা বাড়াবার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ইতিমধ্যেই তারা সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : মাননীয় সদস্য তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, জলের কল ও অন্যান্য সুবিধা নেই। এগুলি কি উন্নত করা হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বিষয়টি দেখছি।

□ □ □

৩৪৬

* নতুন দিল্লিতে স্থায়ীভাবে কর্মরত সিমলার কর্মচারীদের বাসস্থানের অসুবিধা

১৭২৩. শ্রী বদ্রী দত্ত পাণ্ডে : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে কি জানাবেন, সিমলা থেকে কতজন কর্মচারী দিল্লিতে স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য এসেছেন?

(খ) তিনি কি জানেন যে, এইসব কর্মচারী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মূল কেন্দ্র থেকে বহুদূরে নিয়োগ করার ফলে তারা নানা অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করছেন?

(গ) তিনি কি দেখবেন এইসব বিভাগীয় ইউনিট যাতে একই বাড়িতে হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) তথ্যটি এখনই পাওয়া যাবে না, এটা সংগ্রহ করতে যে সময় ও শ্রম লাগবে, তা সঙ্গত নয়।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) বর্তমান পরিস্থিতিতে সব কর্মচারীদের একই বাড়িতে কাজে নিয়োগের মতো অবস্থা নেই। তবে যথাসম্ভব এই নীতি মেনে চলার প্রয়াস করা হবে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃঃ ২৬৩১।

৩৪৭

@ ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার সংস্থাকে সরকারের অনুদান

১৮০০. শ্রী বদ্রী দত্ত পাণ্ডে : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, জনৈক গণপাত রাজ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা 'দ্য স্টোরি অব্ এ সরভিড এপিসোড' সরকার দেখেছে কি না, তাঁর দফতর ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার-এর সম্পাদক এম. এন. রায়কে ১৩,০০০ টাকা অনুদান দিয়েছে বলে প্রকাশ।

(খ) সরকার কি এই টাকা কিভাবে ব্যয় হয়েছে তার হিসাব পেশ করবে?

(গ) সরকার কি দয়া করে জানাবে, মাসিক ১৩,০০০ টাকা এই অনুদান বর্তমান বছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, এবং হয়ে থাকলে এই অনুদানের দাবি কোন খাতে দেখানো হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) আমি বইটা দেখি নি।

(খ) শ্রী লালচাঁদ নভলরাই-এর ২ নভেম্বর, ১৯৪৪ ৩১ নম্বর অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলেছি তার প্রতি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(গ) হ্যাঁ, এটা ১৯৪৫-৪৬-এর অনুদানের দাবিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'বিবিধ খরচ যুদ্ধ-সি-৫ সংশ্লিষ্ট খাতে—যুদ্ধ প্রচার সি-৫(৪) প্রচার খাতে।''

শ্রী বদ্রী দত্ত পাণ্ডে : মাননীয় সদস্য একদিন বলেছেন যে, হিসাবের খতিয়ান সভায় পেশ করবেন। কবে তিনি তা করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর সূত্রে সেই প্রশ্ন ওঠে না।

শ্রী লালচাঁদ নভলরাই : মাননীয় সদস্য যদি বইটা না পড়ে থাকেন, তবে আমি তাকে বলি, দুটো বই আছে, একটা অন্যটার বিরুদ্ধে। একটা শ্রী যমুনদাস মেহতার, অন্যটা এম. এন. রায়ের। মাননীয় সদস্য যদি বই দুটি আনেন ও পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, দুটির মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে। মাননীয় সদস্য কি তখন

@ আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৬৩১।

এই প্রশ্ন দেখবেন ও বুঝবেন কিভাবে টাকাটা ব্যয় হয়েছে, টাকাটা কি দুজনের মধ্যে আধাআধি ভাগ হয়েছে, না অন্য কি হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বই দুটো কেনার জন্য আমি পয়সা খরচ করব না। আমার কাছে পাঠালে আমি পড়ব।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : আমি দুঃখিত প্রশ্নের (গ) অংশের উত্তর আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় সদস্য কি আবার তা শোনাবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বলেছি যে, অনুদানটা ডিমান্ড ফর গ্র্যান্টস খাতে গেছে।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : অনুদান কি বাড়ানো হয়েছে না, একই রয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : একই রয়েছে।

শ্রী লালচাঁদ নভলরাই : আমার কাছে থাকা এই বই দুটি যদি পাঠাই, মাননীয় সদস্য তা পড়বেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সময় পেলে পড়ব।

শ্রী বদ্রী দত্ত পাণ্ডে : আমার অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় সদস্য কিভাবে বললেন যে হিসাবের খতিয়ান সভায় পেশ করা প্রশ্ন ওঠে না, যখন প্রশ্নেই বলা হয়েছিল যে টাকা কিভাবে ব্যয় হয়েছে তার একটা হিসাব সভায় পেশ করা উচিত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।

শ্রী বদ্রী দত্ত পাণ্ডে : আপনি এখনই বলেছেন যে, হিসাবের খতিয়ান সভার সামনে পেশ করার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু এটা ত (খ) অংশে প্রশ্নের মধ্যেই ছিল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি দুঃখিত, যে তথ্য আমার আছে, আমি তা সভায় পেশ করব।

৩৪৮

* অভ্র তদন্ত কমিটি নিয়োগে ক্ষমতা

১৮০১. শ্রী রামনারায়ণ সিং : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, প্রাদেশিক আইনসভা তালিকায় ৭ তফসিল, ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ ২৭ নম্বর সূচি অনুযায়ী অভ্র শিল্প প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত কি না? যদি তাই হয়, ভারত সরকার কর্তৃক বর্তমান অভ্র তদন্ত কমিটি গঠন এই আইন অনুযায়ী এক্তিয়ারভুক্ত ছিল না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই বিষয়ে ২০ নভেম্বর ১৯৪৪ শ্রী সূর্য নারায়ণ সিং-এর নোটিশের উত্তরে আমি যা বলেছি, তার বেশি কিছু বলতে চাই না।

শ্রী রামনারায়ণ সিং : আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, এটা প্রাদেশিক সরকারের অধিকারে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আগেই বলেছি ইতিমধ্যে প্রদত্ত উত্তরের বেশি কিছু বলতে চাই না।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৬৩১।

৩৪৯

* ব্রিটিশ-মার্কিন অভ্র মিশন

১৮০২. শ্রী রামনারায়ণ সিং : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি, কার উৎসাহে বর্তমান ব্রিটিশ-মার্কিন যৌথ কমিশন গঠিত হয়েছে?

(খ) এই মিশনে ব্রিটিশ ও মার্কিন সদস্য সংখ্যা কত?

(গ) এই মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

(ঘ) এই ব্যবস্থা কি যুদ্ধকালীন না যুদ্ধের পরও স্থায়ী হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদর : (ক) যৌথ অভ্রমিশন গঠিত হয়েছে ভারত সরকার ও মহান সম্রাটের সরকারের আলোচনার ফলে এবং সম্রাটের সরকার ও মার্কিন সরকারের কথাবার্তার পর।

(খ) তিনজন ব্রিটিশ ও তিনজন মার্কিন প্রতিনিধি।

(গ) স্বকীয় নীতি অনুযায়ী নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মিশন রাষ্ট্রসংঘের জন্য প্রায়োজনীয় অভ্র ক্রয়। পর্যবেক্ষণ প্রেরণ ও দাম দেওয়ার কাজ করবেন।

(ঘ) এটা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা মাত্র।

শ্রী রামনারায়ণ সিং : আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, ভারত সরকার বা অভ্র শিল্পের প্রতিনিধিরা মিশনে নেই কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা অপ্রয়োজনীয় কারণ, এটা শুধু ক্রয় কার্য সম্পন্ন করার মিশন মাত্র।

শ্রী এন. এম. যোশি : আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, এটা কি ঘটনা যে ভারতে অভ্র মালিকদের থেকে যে দামে অভ্র কেনা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি দামে তা আমেরিকায় বিক্রি হয়—বিরাট এই লাভ কে নিচ্ছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই প্রশ্নের জন্য নোটিশ দিতে হবে।

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৭৯৯।

৩৫০

* লেবার অফিসার ইত্যাদি পদে হিন্দু অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থী

১৮০৩. শ্রী এম. গিয়াসুদ্দিন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি, হিন্দু অনগ্রসর শ্রেণীর, যেমন আহির, গদারিয়া, তেলি, তাম্বুলী, কাহার, লোহার, বারুই, কুমারদের মতো জন্মগতভাবে পেশাদার কারিগরশ্রেণীর মোট প্রায় ১৭ কোটি মানুষদের মধ্য থেকে কেউ লেবার অফিসার, লেবার ইনস্পেকটর, লেবার লিগাল এডভাইসর, লেবার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন কি না? যদি না হয়ে থাকে, কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় এই সব শ্রেণীর থেকে কেউ নিযুক্ত হন নি।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-৪, ৯, এপ্রিল ১৯৪৫। পৃ: ২৭৯৯।

৩৫১

@ বেভিন ও অন্যান্য কারিগরি প্রকল্পে হিন্দু অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সুযোগ

১৮০৪. শ্রী এম. গিয়াসুদ্দিন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য লোহার, বরহাই, গদারিয়া, কুমার এবং কোলি, যারা জন্মগত ভাবে পেশার কারিগর হিসাবে বেভিন প্রকল্পের ও মাঝে-মধ্যে প্রণীত বিভিন্ন প্রকল্পে স্বীকৃত, সেই অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সরকারি সুযোগ মঞ্জুর করবেন কি? না করলে, কেন করবেন না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সরকার ইতিমধ্যে বেভিন প্রশিক্ষণ প্রকল্পে অনগ্রসর শ্রেণীর (তফসিল জাত ইত্যাদি) লোকদের নিয়োগের ব্যবস্থা নিয়েছে। মনোনয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল সার্ভিস লেবার ট্রাইব্যুনালকে বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নির্দেশ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন শ্রেণী যথাযথ হারে প্রতিনিধিত্ব পায়। তদুপরি ট্রাইব্যুনালে বলা হয়েছে প্রভাবশালি বেসরকারি কোনও তফসিল ব্যক্তি এবং দরকার হলে একজন মুসলমান প্রতিনিধিকে সহযোগী করার জন্য। তফসিল জাত ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে এরা পরামর্শ দেবেন।

□ □ □

@ আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৯ এপ্রিল ১৯৪৫। পৃঃ ২৬১৯।

৩৫২

@ প্রাদেশিক স্তরে ন্যাশনাল লেবার সার্ভিস ট্রাইব্যুনাল-এ হিন্দু অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব

১৮০৫. শ্রী এম. গিয়াসুদ্দিন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য বলবেন কি, প্রাদেশিক জাতীয় শ্রম পরিষেবা ট্রাইব্যুনালে হিন্দু অনগ্রসর শ্রেণীর কোনও প্রতিনিধি আছে কিনা? না থাকলে, কেন নেই?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ভারত সরকার জানে না, এই ট্রাইবুনালে হিন্দু অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধি আছে কিনা। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এই ট্রাইব্যুনালে প্রতিনিধিত্ব দরকার নেই, বাস্তব সম্মতও নয়।

□ □ □

@ আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-১, ২১ জানুয়ারি ১৯৪৬। পৃঃ ৬১।

৩৫৩

স্থায়ী শ্রম কমিটির পঞ্চম বৈঠকের কর্ম বিবরণ সারাংশ

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রমিক সদস্য) : আমি ২৭ জুন, ১৯৪৪ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত স্থায়ী শ্রম কমিটির পঞ্চম বেঠকের কার্যবিবরণীর সারাংশ সভার সামনে পেশ করছি।

□ □ □

এই বিতর্কে মুদ্রিত হয় নি, তবে সভার লাইব্রেরিতে কপি রয়েছে।

৩৫৪

* ষষ্ঠ শ্রম সম্মেলনের কার্যবিবরণীর সারাংশ

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : ২৭ ও ২৮ অক্টোবর ১৯৪৪ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ শ্রম সম্মেলনের কার্যবিররণীর সারাংশ সভার সামনে রাখছি।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-১, ২১ জানুয়ারি ১৯৪৬। পৃঃ ৬১।

৩৫৫

@ স্থায়ী শ্রম কমিটির ষষ্ঠ বৈঠকের কর্মসূচির সারাংশ

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য): ১৭ই মার্চ, ১৯৪৫ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত স্থায়ী শ্রম বিষয়ক কমিটির ষষ্ঠ বৈঠকের কার্যবিবরণীর সারাংশ সভায় রাখছি।

শ্রী এস. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার (মাদ্রাজ, ছিন্ন জেলা এবং চিতোর: অ-মুসলমান গ্রামীণ) : একটা বিষয় জানতে চাই। আমি কি জানতে পারি, ২৭ জুন, ১৯৪৪ এবং ২৭-২৮ অক্টোবর ১৯৪৪ সব তৈরি থাকা সত্ত্বেও সভায় পেশ করতে এত দেরি কেন? বিধানসভার গত অধিবেশনে এটা পেশ করা হল না কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি উত্তর দিতে পারব না, তবে বিষয়টি দেখব।

□ □ □

@ আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-১, ২১ জানুয়ারি, ১৯৪৬

৩৫৬

ভারতীয় খনি (সংশোধন) বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : ইন্ডিয়ান মাইনস্ অ্যাক্ট ১৯২৩ সংশোধন করার জন্য একটা বিধেয়ক পেশ করছি।

সভাপতি মহাশয় : প্রশ্ন হচ্ছে :

"ইন্ডিয়ান মাইনস অ্যাক্ট সংশোধনে বিধেয়ক উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হোক।"

প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় মহাশয়, আমি বিল প্রণয়ন করছি।

□ □ □

আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ২৪৭।

৩৫৭

* সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থানের অসুবিধা

২৪. **শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার :** মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে কি বলবেন—(ক) সরকারি দফতরগুলির কেরানি ও সহকারি কতজন আবাসনের জন্য আবেদন করেছেন, যারা দিল্লিতে বাসস্থান পান নি ;

(খ) কতজন সুপারইনটেনডেন্ট আবাসনের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু পান নি?!

(গ) যুদ্ধের সময়ে (ক) ও (খ) শ্রেণীর লোকদের জন্য নতুন দিল্লিতে কত সংখ্যক আবাসন বা ফ্ল্যাট দখল নেওয়া হয়েছে?

(ঘ) ১ জানুয়ারি ১৯৪৬-এর পর নতুনদিল্লি করোলবাগ-এ কতগুলি ফ্ল্যাট মালিকদের হাতে দেওয়া হয়েছে ; এবং

(ঙ) ১ জানুয়ারি ১৯৪৫-এর আগে যারা বাসস্থানের জন্য আবেদন করেছেন আপনি কবে তাদের বাড়ি দিতে পারবেন বলে আশা করেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) আবাসনের জন্য আবেদনকারি দুটি ভাগে আছে যেমন (i) ৬০০ টাকর নিচে বেতনভোগী অফিসার ; এবং (ii) ৬০০ টাকার বেশি বেতনভোগী অফিসার। সব কেরানি ও সহকারীরা, কিছু সুপারইনটেনডেন্ট-এর পর্যায়ে পড়েন। এই পঙক্তির আবেদনকারীর সংখ্যা ১৬,২৫৬, এরা ফ্ল্যাট পান নি এখনও। কেরানি, সহকারী, ও সুপারইনটেন্ট আবেদনকারী ফ্ল্যাট পান নি, এদের সম্বন্ধে তথ্য নেই।

(খ) করোলবাগ ও নতুনদিল্লির আবাসন ৬০০ টাকার কম বেতনভোগী অফিসার আবেদনকারির সংখ্যা ১৮৮।

\# আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৪৭৭।

(ঘ) ৩,

(ঙ) সব খবর দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ আবেদনকারীর আবাসন পাওয়ার সম্ভাবনা নানা অকল্পনীয় ঘটনার ওপর নির্ভর করে। যেমন নতুনদিল্লিতে তাঁর চাকরিতে যোগদানের তারিখ, তাঁর বেতন, তিনি বিবাহিত না একা, বিশেষ ধরনের আবাসনের জন্য তার পছন্দ ইত্যাদি।

□ □ □

৩৫৮

* দিল্লিতে উদ্বৃত্ত সরকারি বাড়ি

২৫. **শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন —

(ক) ইমপিরিয়াল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস ও দিল্লির অন্যান্য স্থানে মার্কিন, ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের ব্যবহারের জন্য নির্মিত কোনও ব্যারাক ও বাড়ি ইতিমধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়েছে কিনা, হলে কতগুলি ?

(খ) উপরোক্ত বাড়িগুলিতে ঘরের সংখ্যা ইত্যাদি ;

(গ) সেখানে কোনও অফিস করা হয়েছে কি না, না হলে সেখানে কি করা হবে?

(ঘ) এইসব বাড়ি কি এখন বা ভবিষ্যতে নিচে উল্লিখিত কাজে লাগানোর কথা ভাবা হচ্ছে (i) অফিসের জন্য, (ii) দরকারমতো কল, রান্নাঘরের ব্যবস্থা করে থাকার জন্য করা,

(ঙ) উপরের (খ)-এর উত্তর হ্যাঁ হলে, এর মধ্যে কোনও বাড়ি দেওয়া হয়েছে কিনা, হলে কতগুলি, এবং

(চ) সুনির্দিষ্টভাবে তালকাটরা রোড, গুরুদ্বার রোড, কুইনসওয়ে ও কনট প্লেস-এর আমেরিকান ব্যারাকগুলি কিসে ব্যবহার হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) আমি যতটা বুঝছি, মাননীয় সদস্য অস্থায়ী বাড়িগুলির কথা বলছেন, যেগুলি কিছুদিন আগেও ভারত সরকারের লোক ছাড়া অন্যদের অধিকারে ছিল।

এই ধরনের যেসব বাড়ি সরকারের হাতে সমর্পন করা হয়েছে বা আগামী তিন মাসের মধ্যে হবে, সেগুলি সম্বন্ধে তথ্য সভায় পেশ করা হচ্ছে।

(গ) সরকারের হাতে যেসব বাড়ি সমর্পন করা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধেই আমার উত্তরের প্রথম অংশ সীমাবদ্ধ রাখব। যেগুলি সম্প্রতি সমর্পন করা হয়েছে সেগুলি ছাড়া বলা যায় হ্যাঁ। সরকারের এগুলি দরকার এবং এগুলি কাজে লাগানো হবে।

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৪৭৮-৭৯।

(খ) আগামী তিন মাসের মধ্যে যে-সব বাড়ি সরকারের হাতে আসবে সেই সম্বন্ধে আমার উত্তর সীমাবদ্ধ রাখব। যেসব বাড়ি সরকারের দরকার এবং এগুলি কাজে লাগানো হবে।

(ঙ) না, প্রশ্নের শেষ অংশ ওঠে না।

(চ) তালকাটরা রোড ও গুরুদ্বার রোডের বাড়ি সরকার ব্যবহার করছে অফিসের কাজে এবং যতদিন দরকার সেই কাজেই ব্যবহার করা হবে। কনট প্লেস ও কুইনসওয়ের মার্কিন বাড়িগুলি কিভাবে ছাড়া হবে সে নিয়ে পর্যালোচনা হচ্ছে, তবে সরকারি কাজেই এটা লাগবে।

সরকারের হাতে সমর্পন করা বা তিন মাসের মধ্যে সমর্পিত হবে দিল্লির এমন সব বাড়ি সম্বন্ধে বিবরণ :

বাড়ির নাম	ঘরের সংখ্যা, প্রাপ্ত হবে যেসব	
এল. ব্লক	৭৪	
এম. ব্লক	১০৭	
গুরুদ্বার রোড	১০৬	
তালকাটরা ব্যারাক	১৪ ব্যারাক	৪৯,০০০ বর্গ ফুট
	১ ব্যারাক	২,৮৯০ বর্গ ফুট
	অফিস ঘর (১৮)	৪,৪৪৬ বর্গ ফুট
	মনোরঞ্জন হল সাথে	৫,০০০ বর্গ ফুট
	৪টি লাগোয়া ঘর ও	
	গুদাম	
সেন্ট্রাল ভিসটায়	রান্নাঘর ও খাবার ঘর	২,৮৯৩ বর্গ ফুট
অফিসার কোয়ার্টার	২৮৮ ঘর	

বাড়ির নাম	ঘরের সংখ্যা, প্রাপ্ত হবে যে-সব	
যোধপুর মের্স (এপ্রিল ১৯৪৬-এ সমর্পন করা হবে)	১২০	
ক্যানিং রোড ব্যারাক-বি ব্লক (২১-২-৪৬ সমর্পন করা হবে)	৬ ব্যারাক (জোড়া)	৬২,৪০৬ বর্গ ফুট
	১ ব্যারাক	৪,৫৯৮ বর্গ ফুট
	১০ অফিস ঘর	৪,৫৬৬ বর্গ ফুট

৩৫৭

* দিল্লি ও নতুনদিল্লির নগর পরিকল্পনা অফিসার হিসাবে শ্রী হারকনেসের নিয়োগ

২৬. শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন—

(ক) এটা কি ঘটনা যে দিল্লি ও নতুনদিল্লির নগর পরিকল্পনা অফিসার হিসাবে শ্রী হারকনেসকে সম্প্রতি নিয়োগ করা হয়েছে?

(খ) কি কি শর্তে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে?

(গ) এই পদের জন্য ভারতে বিজ্ঞাপন দিয়ে যোগ্য ভারতীয়দের থেকে আবেদন চাওয়া হয়েছিল কি না, এবং সেক্ষেত্রে কোনও আবেদন জমা পড়েছে কি না?

(ঘ) এই নিয়োগ কি ফেডারেশন পাবলিক সারভিস কমিশন মারফত করা হয়েছে, এবং না হলে কেন?

(ঙ) তিনি কি এ বিষয়ে নিজে আশ্বস্ত যে, ঐ পদের জন্য কোনও যোগ্য ভারতীয় ছিলেন না বলেই শ্রী হারকনেসকে এই চাকরি দেওয়া হয়েছে?

(চ) ভারতের মতো দেশে নগর পরিকল্পনার কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে কি না, বা তাঁর অভিজ্ঞতা কি শুধু ইউরোপ ও অন্য দেশেই সীমাবদ্ধ?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ,

খ) পদটি ৩ বছরের মেয়াদযুক্ত এবং পেনশন পাওয়ার অনুপযুক্ত। এর বেতন ২০০০ টাকা।

(গ) প্রশ্নের দুই অংশের উত্তর-ই ইতিবাচক।

(ঘ) পদটির জন্য বিজ্ঞাপন বেরোয় ফেডারেশন পাবলিক সারভিস কমিশনে। কিন্তু ভারতের কোনও যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় নি।

(ঙ) হ্যাঁ,

(চ) শ্রী হারকনেস-এর কাজের অভিজ্ঞতা ভারত ছাড়া ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে সীমাবদ্ধ।

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ জানুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৪৭৯।

৩৬০

* বিধানসভার সদস্যদের হাতে-তৈরি কাগজ সরবরাহ

৩১. শেঠ গোবিন্দ দাস : মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন, সমবায় ভিত্তিতে গঠিত গ্রামীণ সংস্থার হস্তনির্মিত কাগজ সংগ্রহ ও বিধানসভা সদস্যদের কাছে বিক্রির প্রস্তাব রয়েছে কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্য যে ধরনের কাগজের কথা বলেছেন, সব সদস্য যদি তা গ্রহণ ও ব্যবহারে রাজি হন তবে সেই কাগজ বিক্রির জন্য গ্রহণযোগ্য মান পেলেই তা সংগ্রহ করা হবে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ৪৮১।

৩৬১

@ বিধানসভা সদস্যদের জন্য বাড়তি বাসস্থান ও নলকূপ

৩৩. শেঠ গোবিন্দ দাস : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন, এটা কি ঘটনা যে কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্যদের বসবাসের জন্য বাংলোর অভাব রয়েছে? যদি তাই হয়, সব সদস্যের বসবাসের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বাংলো সরকার নির্মাণ করার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

(খ) সরকার কি অবগত আছেন যে, এইসব অঞ্চলে নলকূপের অভাবে সদস্যদের পরিবারের রক্ষণশীল লোকজন যাঁরা কলের জল ব্যবহার করতে চান না যাঁদের খুব অসুবিধা?

(গ) এইসব অঞ্চলে যথোপযুক্ত দূরত্বে নলকূপ বসাবার ব্যবস্থা সরকার আগামী অধিবেশনের আগেই করবে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) এই অধিবেশন শুরুর আগে পর্যন্ত ঘাটতির কোনও কথা সরকারের কাছে বলা হয় নি, এ মর্মে অভিযোগও পাই নি। বাংলো ধরনের বাড়ির অভাবের কথা এইমাত্র বলা হল, বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন।

(খ) না। (গ) বর্তমানে সরকারের এমন কোনও প্রস্তাব নেই।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ৪৮১।

৩৬২

* জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার পুনর্গঠন

শ্রী কে. সি. নিয়োগি : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন :

i) সরকারি খনি নীতি ভালভাবে রূপায়নে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়াকে পুনর্গঠন করতে সরকার কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না বা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন কি না ; এবং

ii) ১২ মার্চ ১৯৪৫ আইনসভায় ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সরকারের নীতি সম্বন্ধে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কোনও আইন প্রণয়ন করছেন কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : i) কেন্দ্রীয় সরকার জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার বিরাট প্রসারের ব্যবস্থা নিচ্ছে। সার্ভের উচ্চপদের গেজেটেড কর্মচারী সংখ্যা যুদ্ধপূর্ব কালের ২৭ থেকে ১০২ করা হয়েছে। এদের মধ্যে খনি বিষয়ক বাস্তুকার ও ভূ-বিজ্ঞানী আছেন। সভার গ্রন্থাগারে জিওলজিক্যাল সার্ভের সংগঠন ও কাজকর্মের বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা রয়েছে।

ii) এই বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারগুলির সাথে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের উত্তর সরকারের বিবেচনাধীন।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৪৮২-৮৩।

৩৬৩

@ জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার ইউটিলাইজেশন শাখার অবসান

৩৭. শ্রী কে. সি. নিয়োগি : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, পরিস্থিতিতে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার ইউটিলাইজেশন শাখা বন্ধ হয়ে যায়?

(খ) এটা কি ঘটনা যে, এই শাখার পরামর্শদাতা কমিটি একটা পর্যায়ে খনি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কমিটি হিসাবে কাজ করার আশা করেছিল?

(গ) যুদ্ধোত্তর খনি সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে কোন কমিটি কাজ করছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) যুদ্ধের কাজে লাগাবার জন্য অনুন্নত খনিজ সম্পদ ব্যবহারের লক্ষ্যে এই শাখার পত্তন হয়। যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধকালীন উৎপাদনের বদলে দেশের খনিজদ্রব্য উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই পরিকল্পিত উন্নয়নের নীতির অংশ হিসাবেই জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া উন্নতি করার নীতি, কিন্তু উৎপাদনের কাজে পৃথক শাখার প্রয়োজনীয়তা আর নেই।

(খ) হ্যাঁ, তবে কাজের রূপান্তরের ফলে পরামর্শদাতা কমিটির পদাধিকারি বদল হয়েছে।

(গ) দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেছে। শ্রম দফতরের প্রস্তাব নম্বর এম ১০২(৪), তাং ৯ জানুয়ারি ১৯৪৬ অনুয়ায়ী গঠিত কমিটির তালিকা সভার লাইব্রেরিতে রয়েছে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ৪৮৩।

৩৬৪

@ ভারতীয় বেভিন ছেলেরা

৪০. শ্রী কে. সি. নিয়োগি : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি, বেভিন শিক্ষণ প্রকল্পে কতজন ভারতীয় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

(খ) এর মধ্যে কতজন যুদ্ধের উৎপাদন কাজে কারখানায় চাকরি পেয়েছেন?

(গ) এদের ক'জন চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন?

(ঘ) এটা কি ঘটনা যে, বেভিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয় কারিগরদের ভারত সরকার তাদের বিষয়ের বাইরে অন্য কাজ করতে বলেছেন? যদি তাই হয় তবে তার কারণ কি এবং সেই কারিগরদের সংখ্যা কত?

(ঙ) এটা কি ঘটনা যে, যদিও চাকরির নিরাপত্তা ছিল না, যুক্তরাজ্যে বেভিন প্রশিক্ষণরত ভারতীয় ছেলেদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ভারতের শিল্পোন্নয়নে তাদের কাজে লাগানো হবে? উত্তর যদি এই হয় তবে এইসব প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের চাকরির জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

(চ) এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পক্ষ থেকে তাদের বিক্ষোভ জানিয়ে কোনও প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে? যদি হয় তবে তার ফল কি হয়েছে?

(ছ) এটা কি ঘটনা বেভিন প্রশিক্ষণ প্রকল্পে ভারতীয় শিক্ষণপ্রার্থীদের ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুয়াযী মালিক-শ্রমিক সহযোগিতা ও ট্রেড ইউনিয়ন নীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়? যদি হয়, কিভাবে এইসব কারিগরদের প্রশিক্ষণ ভারতে ট্রেড ইউনিয়নে প্রয়োগ করা হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ৭১২।৭৫ জনের একটা দল বর্তমানে প্রশিক্ষণরত।

(খ) ৪১২। আরও ১৬৮ জন প্রশিক্ষার্থী সরকারের (কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও ভারতীয় রাজ্য) প্রতিরক্ষা দফতর ও রেলসহ স্বয়ংশাসিত সংস্থায় নিযুক্ত রয়েছেন।

(গ) যুদ্ধ উৎপাদনের কাজে ১১১ জন, এবং অন্যান্য সংস্থায় ৯ জন।

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৪৮৪-৮৫।

(ঘ) বেভিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ফেরার পর চাকরির জন্য নির্দেশ জারি করেছে ন্যাশনাল সার্ভিস (টেনিকাল পার্সোনেল) অর্ডিনানস অনুযায়ী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণ-এর সাথে সামঞ্জস্য করে চাকরি দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ উপযোগী কাজে নিয়োগ সম্ভব হয় না, তাদের সাধারণ প্রশিক্ষণ অনুযায়ী অন্য কাজে নিযুক্ত করা হয়। সরকার ঐসব ঘটনার পর্যালোচনা করছে, তাদের যথাযথ চাকরির জন্য সব চেষ্টা করা হবে।

(ঙ) ভারত সরকার যেটুকু অবগত আছে তাতে এরকম কোনও আশ্বাস দেওয়া হয়নি। পরিচয় পুস্তিকায় পরিষ্কার বলা আছে চাকরির ব্যাপারে গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না তবে প্রশিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত চাকরীর জন্য সব চেষ্টা করা হবে।

(চ) হ্যাঁ। যুদ্ধ উত্তরকালে উপযুক্ত চাকরির ব্যাপরারেই এদের ক্ষোভ। বেকার বেভিন শিক্ষার্থীদের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় চাকরি দেওয়ার যাবতীয় চেষ্টা হচ্ছে। রেজিস্ট্রিকৃত বেকার বেভিন শিক্ষার্থীদের চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য সব কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের ম্যানেজারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেকার বেভিন শিক্ষার্থীদের অবস্থা পর্যায়ক্রমে যথাসম্ভব পর্যালোচনা করা হবে এবং যথার্থ ক্ষোভ প্রশমনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(ছ) হ্যাঁ, গ্রেট ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন-এর কর্মধারা বিষয়ে বেভিন শিক্ষার্থীদের অধ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আশা করা যায়, এই অভিজ্ঞতা ভারতে ট্রেড ইউনিয়নের উন্নীয়নে কাজে লাগতে পারবে বেভিন শিক্ষার্থীরা।

□ □ □

৩৬৫

* দামোদর প্রকল্প রূপায়ণে কিছু গ্রাম উচ্ছেদের প্রস্তাব

সভাপতি মহাশয় : আমি কি জনতে পারি, প্রকল্পটি কবে শুরু হয়েছিল এবং কিভাবে এর কাজ হয়েছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : আমি বলতে চাই, এই পর্যায়ে আলোচনা করার মতো কিছু নেই। সরকার বাংলা ও বিহার দিয়ে প্রবাহিত দামোদর নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার কথা ভাবছে, কিন্তু মুলতুবি প্রস্তাবে উত্থাপিত প্রশ্নে জবরদস্তি উচ্ছেদের যে কথা হচ্ছে সে বিষয়ে এটা বলা যায় যে, আমরা খুব-ই প্রাথমিক স্তরে আছি। আমরা শুধু অনুসন্ধান করছি, প্রস্তাবিত বাঁধ হলে কত জমি জলের তলায় যাবে, কতটা অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং দেখতে চাইছি কত সংখ্যক মানুষ এর ফলে বাস্তুচ্যুত হবে, তাদের জমির আয়তন। এবং স্বত্ব কতটা। প্রকৃতপক্ষে কিছু সুনির্দিষ্ট হয় নি, এই পর্যায়ে সরকার এমন কিছু করে নি যা আলোচিত হতে পারে এবং আমি যেটা বলতে চাই, তা হল, আশা করি সরকার এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এলে আমি সভার সামনে সে বিষয়ে পত্র পেশ করব এবং সদস্যরা যে-কোনওভাবে সে বিষয়ে আলোচনার দাবি তুলতে পারেন।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৬০৫-৬।

৩৬৬

* বিদ্যুত (সরবরাহ) বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয় আমি একটা বিধেয়ক পেশ করছি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ যুক্তিসঙ্গত করার জন্য, এবং সাধারণভাবে ভারতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে।

সভাপতি মহাশয় : প্রশ্ন হল—

"সাধারণভাবে ভারতের বিদ্যুৎ উন্নয়ন সম্ভব করতে এবং বিদ্যুত উৎপাদন ও সরবরাহ যুক্তিসঙ্গত করতে বিধেয়ক উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হোক।"

প্রস্তাব অনুমোদিত

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহাশয়, আমি বিধেয়কটি উত্থাপন করছি।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৬১৬।

৩৬৭

@ ভারত সরকার কর্তৃক অস্থায়ীভাবে গৃহ ক্রয়

শ্রী আর. বেঙ্কটসুব্বা রেড্ডিয়ার : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকা ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ প্রথম পৃষ্ঠায় 'লুঠ বন্ধ কর' নামে এক নিবন্ধের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে,

(খ) (ক)-এর উত্তর হ্যাঁ হলে, এটা কি ঘটনা যে মাননীয় সম্রাটের সরকার ভারত সরকারকে চাপ দিয়ে দুটি বাড়ি কেনাচ্ছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তা হয়, ভারত সরকার কি নিম্নোক্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে,

(গ) বর্তমানে বাড়ি দুটির দাম,

(ঘ) সম্রাটের সরকারের এই বাড়ির দরুন খরচ,

(চ) কি দামে বাড়িগুলি বিক্রিয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে,

(ছ) এই দুটি বাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং এগুলি ব্যবহারের যোগ্য নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ

(খ) না। ভারত সরকার নিজেই বাড়ি দুটি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অফিসারদের থাকার জন্য। এর শর্ত নিয়ে বিচারবিবেচনা হচ্ছে।

(গ) ঠিক দাম বলা মুস্কিল, কারণ এর পেছনে নানা ব্যাপার রয়েছে।

(ঘ) ২৫,৫৮,০০০ টাকা,

(ঙ) ২১,৩১,৬৬৭ টাকা।

(চ) বাড়িগুলিতে রয়েছেন ফারইস্টার্ন ব্যুরো ও ভারত সরকারের অফিসাররা, কাজেই ব্যবহারের অনুপযোগী বাড়ি বলা যাবে না। তবে বাড়িগুলি অস্থায়ী এবং সরকারের প্রয়োজন ফুরোলে তা ভেঙ্গে ফেলা হবে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : কত বছর বাড়ি টিকবে বলে মনে হয়?

---

* আইনসভা.বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৬১৬।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি জানি না। আমার ধারণা ৮-১০ বছর।

শ্রী শশাঙ্কশেখর সান্যাল : এটা কি স্বেচ্ছায় কেনা, না বাধ্য হয়ে কিনতে হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্বেচ্ছায়। জোর করে হবে কেন? সরকারের দরকার হলে কিনতেই হবে।

শ্রী মনু সুবেদার : কি ভিত্তিতে দাম ঠিক হল? এটা কি অবচয়মূলক দাম, না নিম্নতম দাম?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : দামিই ঠিক হয় নি। আলোচনা চলছে দাম নিয়ে।

শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : যুদ্ধর পর থেকে কত বছর এটা টিঁকবে। ইতিমধ্যে ৮-১০ বছর পার হয়েছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বাড়িগুলি তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের সময়ে। আমি সঠিক সময়টা জানি না।

শ্রী মোহনলাল সাকসেনা : এই বাড়ি কেনার দাবি কি সভার সামনে আসবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কেন। এটা তো প্রশাসনিক বিধি।

শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : যুদ্ধের প্রথমদিকে যদি বাড়িগুলি তৈরি হয়ে থাকে এবং স্থায়িত্ব হয় ৮-১০ বছর তাহলে আরও ৩-৪ বছর টিকবে, তাহলে মাননীয় সদস্য এর জন্য ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে চান কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বলেছি, এ বিষয়টি বিবেচনাধীন কোনও দাম ঠিক হয় নি।

শ্রী এম. আসফ আলি : আমি মাননীয় সদস্যের শেষের আগের প্রশ্ন বুঝতে পারছি না। তিনি প্রশাসনিক বিধি সম্বন্ধে কিছু বলেছেন যার জন্য সভার অনুমতির প্রয়োজন নেই।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি তা বলি নি। আমি বলেছি এটা একটা প্রশাসনিক বিধি যার জন্য সভার সাথে আলোচনার দরকার নেই। টাকাটা বাজেটেই বরাদ্দ থাকবে।

শ্রী এম. আসফ আলি : আমি জানতে চাই টাকাটা মঞ্জুর হয়েছে কি না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মঞ্জুরের জন্য ব্যাপারটি উত্থাপিত হবে।

শ্রী এম. আসফ আলি : এটা কি আকারে আপনি আনতে চাইছেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিষয়টি অর্থমন্ত্রীর এক্তিয়ারে।

শ্রী এম. আসফ আলি : আমি তাঁর থেকে উত্তর চাইছি। মাননীয় সদস্যের উদ্ধত মনোভাব এবং এটা প্রশাসনিক বিধি বলে কিছু সুরাহা করতে পারবেন না। তাঁকে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

শ্রী শশাঙ্কশেখর সান্যাল : উত্তর চাই (উত্তর নেই-বাধাদান)

মাননীয় সভাপতি : শান্তি, শান্তি এখন আমরা মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করব।

□ □ □

৩৬৮

* দিল্লি ও নতুনদিল্লিতে বাসস্থানের অভাব

১৫৫. স্যার হাসান সুরাবর্দী : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি অবগত আছেন, বৈরিতার অবসান হলেও দিল্লি ও নতুনদিল্লিতে বাসস্থানের দারু অভাব রয়েছে?

(খ) তিনি কি অবগত আছেন, নতুনদিল্লি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ এবং দিল্লির ভাড়া অর্ডিনান্স সত্ত্বেও বাড়িওয়ালারা ভাড়াটেদের হয়রানি করছেন এবং আইনের ফাঁকের সুযোগ নিচ্ছেন ?

(গ) সরকার কি উপরোক্ত আইনগুলি স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার পর্যন্ত কায়েম রাখবেন এবং আইনসভা দিল্লি প্রদেশের বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) আমি এখনও তেমন কোনও অভিযোগ পাই নি।

(গ) ভারত সরকারের ইচ্ছা, নতুনদিল্লি ও দিল্লির ভাড়া স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৭৬৯।

৩৬৯

@ ব্রিটিশ ও অ-ভারতীয় সাধারণ পরিষেবা সংস্থা

১৭২. শ্রী কে. সি. নিয়োগি : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন, ভারতে ব্রিটিশ ও অন্যান্য অ-ভারতীয় স্বার্থবাহী জনপরিষেবার সংস্থার সংস্থা কত, তাতে কত পুঁজি নিয়োজিত, এবং রাষ্ট্র বা পুরসভা বা অন্যান্য স্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক এগুলি অধিগ্রহণে ভারত সরকারের নীতি কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রশ্নটির উত্তর দেবেন সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মন্ত্রী ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬-এ।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। পৃ: ৭৬৯।

৩৭০

* বিদেশে কারিগরদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প রূপায়ণ

১৭৩. শ্রী কে. সি. নিয়োগি : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে সভার সামনে শিল্পগুলিতে কর্মরত কারিগরদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ বা তাদের কারিগরি পেশাপত অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা বিষয়ে গত বছর ঘোষিত নীতির সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করে জানাবেন, কতজনকে ইতিমধ্যে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। তারা কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, ঐসব কারিগর নির্বাচনের পদ্ধতি কি এবং সেই নির্বাচনের নীতি কি?

(খ) যারা ইতিমধ্যে মনোনীত হয়েছেন, তাদের মধ্যে কতজনকে এখনও পাঠানো হয় নি, এই বছরে কতজনকে পাঠানো হবে এবং কোন দেশে ও কি বিষয়ে তারা প্রশিক্ষণ নেবেন?

(গ) এই সব কারিগরদের প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ হবে কত, প্রাদেশিক সরকারগুলির খরচই বা কত হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) সভায় একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

(খ) আগে নির্বাচিতদের মধ্যে ১৫২ জনকে এখনও পাঠানো হয় নি। প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাওয়া যাবে খবর পেলেই তাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। এই মুহূর্তে বলা যাবে না। নির্বাচিতদের বাইরে আরও কজনকে এই বছরে বা প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হবে। বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগের ওপরই এটা নির্ভর করবে।

(গ) এই প্রকল্পে প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বাবদ খরচ সংশ্লিষ্ট শিল্প মালিক, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং রাজ্যগুলি বহন করবে। প্রশিক্ষণ যেখানে নতুন

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ৭৬৯।

শিল্পে বা জাতীয় স্বার্থের জন্য শিল্পের উন্নয়ন দরকার এবং শিল্প মালিক ব্যয় বহনে অক্ষম সেসব ক্ষেত্রে ভারত সরকার আর্থিক সাহায্য দেয় এই প্রকল্পে।

১৯৪৬-৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও ব্যক্তি মালিকানার শিল্পের কর্মীদের জন্য ব্যয় হয়েছে ১,০১,৬৮০ টাকা। এই বছরে প্রাদেশিক সরকারের কর্মচারীদের জন্য ব্যয় হয়েছে ৩,৬০,০০০ টাকা।

□ □ □

৩৭১

* গোরখপুর কয়লা খনি-শ্রমিকদের খাতে টাকা

৩১. শ্রী কে. সি. নিয়োগি : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন, গোরখপুর শ্রমিকদের কয়লাখনিতে মনোনয়ন ও চাকরির জন্য পুরো ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত অডিট হয়েছে কি না এবং সেটা ঠিক আছে কিনা? কত তারিখ পর্যন্ত এই হিসাবে অডিট করা হয়েছে।

(খ) শ্রমিক বাহিনীর অফিসার-ইন-চার্জ-এর নাম ও পদ কি, এবং সচিবের নাম কি? এদের কত বেতন প্রাপ্য এবং অফিসার-ইন-চার্জের আর্থিক ক্ষমতা কতটা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ক) প্রথম অংশের উত্তর হ্যাঁ, এবং হিসেবপত্র ঠিক আছে।

(খ) প্রথম অংশ—এইচ.জে. ওয়ালপ, ডেপুটি ডিরেক্টর, লেবার সাপ্লাই (কোল)। ওঁর কোনও সচিব নেই।

দ্বিতীয় অংশ : ওঁর বেতনহার ১৯২৫-৫০-২০৭৫ টাকা। প্রতি শ্রমিকপিছু মাসিক ৬০ টাকা পর্যন্ত খরচ করার এক্তিয়ার তার আছে, শ্রমিকদের বেতন, কেরানি, অধস্তন কর্মী ও মেডিক্যাল কর্মীর বেতন, রেশনের দাম, এবং ভ্রমণ ভাতা ও বিবিধ খরচ। সব ক্ষেত্রেই সরকার নির্ধারিত হারে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ৭৭৩।

৩৭২

* গোরখপুর কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্য খরচ

৩২. **শ্রী কে. সি. নিয়োগি** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন :

(ক) কয়লাখনিতে নিযুক্ত গোরখপুর শ্রমিকদের জন্য এ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

(খ) গোরখপুর শ্রমিকদের নিয়োগকারী মালিকদের এ পর্যন্ত কত টাক আদায় হয়েছে?

(গ) গোরখপুর শ্রমিক বাহিনীর সংখ্যা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কত :

i) রেল মালিকানাধীন খনি, ii) বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকদের খনি।

(ঘ) গোরখপুর শ্রমিকরা যেসব খনিতে কাজ করছেন তার নাম।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ১,৯১,০৫,৩৮ টাকা, জানুয়ারি ১৯৪৬ অবধি।

(খ) ২২,৫২,৩১১ টাকা আদায় হয়েছে ডিসেম্বর ১৯৪৫ অব্দি। আরও ২৯,৪৮,৩০২ টাকা বাকী পড়েছে ডিসেম্বর অব্দি, জানুয়ারি ১৯৪৬ আর বিল হবে ১৬ লাখ টাকার।

(গ) নিযুক্তির সংখ্যা i) রেল-এর কয়লখনিতে ৭%

ii) বেসরকারি কোম্পানিগুলিতে ১০%। ১৯ জানুয়ারি ১৯৪৬-এ মোট শ্রমিকসংখ্যা ১৭,৩১৯ জন।

(ঘ) এই মর্মে বিবৃতি পেশ করা হল :

খনির তালিকা, ভূ-তল

১. মধুবাঁধ

২. ডায়মন্ড তিসরা

৩. মডেল ঝরিয়া

৪. এ.জি. তিরসা

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ৭৭৩।

৫. লোয়ার আপার ঝরিয়া
৬. ইন্ডিয়ান ঝরিয়া
৭. বাগদিঘি কুজামা
৮. কে. পি.-র দোবাড়ি
৯. ভালগোরা
১০. ঘন্নায়াটি
১১. বাগেচির দোবাড়ি
১২. পানডালবেরা
১৩. খাস ঝরিয়া দোবাড়ি
১৪. সাউথ তিসরা
১৫. ইস্ট বারারি
১৬. পিওর জয়রামপুর
১৭. জি. পি. সি. জিনাগোরা
১৮. নর্থ বারারি
১৯. বাসুদেব 'এ' প্লট কোলিয়ারি
২০. পাথরডিহি সুদামডিহি
২১. পিওর তসরা
২২. নিউ তসরা
২৩. সেন্ট্রাল ভোওরা
২৪. ভোওরা
২৫. মহুলবনি
২৬. ইস্ট একরা
২৭. বাসেরা
২৮. নর্থ একরা
২৯. কঙ্কনী
৩০. সেনদ্রা বাঁশজোড়া
৩১. একরা খাস
৩২. একরা খাস ১২ নং
৩৩. মুদিডিহি
৩৪. তেতুলমারি
৩৫. টাটা সিজুয়া
৩৬. অঙ্গর পাথরা
৩৭. ঝরিয়া খাস অঙ্গরপাথরা
৩৮. কইলুডি
৩৯. অগারডিহি
৪০. নর্থ ডামুড়া
৪১. ইসাবেলা
৪২. শামপুর
৪৩. পিওর লায়েকডিহি
৪৪. সাঙতোরিয়া
৪৫. খাস চাপুই
৪৬. খাস জামচারি
৪৭. জোট ধেমো
৪৮. সিরকা
৪৯. রেলিগড়
৫০. জুঙ্কুনডা
৫১. জামবাদ
৫২. ধানসার
৫৩. ব্রাইট কাসুন্দা
৫৪. নর্থ ভাগতডিহি
৫৫. গোধুর

৫৬. পিওর কুস্তুরে
৫৭. আলকুসা নয়াডি
৫৮. জয়রানডিহি
৫৯. সোয়াং
৬০. পারবেলিয়া

ভূগর্ভ

১. পারবেলিয়া
২. সোদপুর
৩. শীতলপুর
৪. বাঙ্কসিমুল্লা ১১ ও ১২ নম্বর পিট
৫. ঐ ৭ ও ৮ পিট
৬. দামরা
৭. আদজাই II কোলিয়ারি
৮. শিবপুর
৯. খাস চাপুই
১০. দ: পূ: বারবনি
১১. দিগওয়াড়িহি
১২. জিৎপুর
১৩. পিওর জয়রামপুর
১৪. ভাতডি
১৫. গাসলিটান্ড
১৬. স্ট্যানডার্ড
১৭. একরা খাস
১৮. সোয়াঙ
১৯. জয়রানডহি
২০. ধেমো মেইন
২১. মডেল ঝরিয়া

□ □ □

৩৭৩

* অফিসারদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি

৪৪. **শ্রী শ্রীপ্রকাশ** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন :

(ক) কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর থেকে কতজন সুপারইনটেনডেন্ট, একজিকিউটিভ ও অ্যাসি: ইঞ্জিনিয়ার ১৯৩৯-এ অবসর গ্রহণ করে আবার চাকরিত নিযুক্ত হয়েছেন;

(খ) কতজন চাকরির মূল শর্তসহ প্রতিবারের মেয়াদের পর পুনরায় নিযুক্ত হয়েছেন ;

(গ) যদি এটা ঘটনা হয় যে অর্থ দপ্তর এই মূল শর্তসহ চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন, তাহলে অর্থ দপ্তরের নির্দেশ লঙ্ঘনের জন্য কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি না ;

(ঘ) এই মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে নতুন লোক নিয়োগ ও তরুন অফিসারদের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কিনা ; তাই যদি হয় তাদের উন্নতির বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা ; এবং

(ঙ) সরকার এইসব মেয়াদ বৃদ্ধির অবসান এবং তরুন অফিসারদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) তিনজন।

(খ) ১৯৩৯ থেকে মৌলিক বিধি ৫৬ অনুসারে চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। তিনজনের বৃদ্ধির কাল ৬ মাস, ৩দিন ও ১ মাস।

(ক) প্রথম অংশের উত্তর না। দ্বিতীয় অংশের কথা ওঠে না।

(ঘ) ও (ঙ) না।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১২১৪।

৩৭৪

@ আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থার (I L O) গঠনতন্ত্র সংশোধন

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, আমি সভার সামনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধনের দলিল পেশ করছি। ৫ নভেম্বর, ১৯৪৫ প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিংশসপ্ততিতম অধিবেশনে গৃহীত এই দলিলের সাথে রয়েছে প্রস্তাবিত কার্যক্রম বিষয়ক বিবৃতি।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১২১৪।

৩৭৫

* ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন (সংশোধন) বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয় ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন ১৯২৬ সংশোধনে আরও একটি বিল গ্রহণের জন্য আমি উত্থাপন করতে চাই।

সভাপতি মহাশয় : প্রশ্ন হচ্ছে :

"ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন, ১৯২৬ সংশোধনের জন্য একটি বিল উত্থাপনের অনুমতি দিচ্ছি।"

প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহাশয়, আমি বিল উত্থাপন করছি।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১২৯২।

৩৭৬

@ কয়লাখনিতে মহিলা-শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ

৪০৬. **অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন :

(ক) যুদ্ধ শেষ হবার পর এখন সরকার কয়লা খনিতে মহিলাদের কাজ কবে বন্ধ করবে?

(খ) যেসব মহিলাদের গ্রাম থেকে এনে কাজ লাগানো হয়েছিল তাদের জন্য কোনও বিকল্প কাজের প্রকল্প সরকারের আছে কি না, বা বিনা পয়সায় তাদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা এবং কয়লাখনি কর্মরত অবস্থায় ঋণভার থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) কয়লা খনিতে মহিলাদের কাজ করা পুরো বন্ধ করার ইচ্ছা সরকারের নেই। ভূ-গর্ভের কাজে তাদের নিযুক্তি অবশ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণ তহবিল থেকে কয়লাখনিতে সব্জির খামার খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন খনি মালিকদের সংস্থা এবং বিহার ও বাংলার প্রাদেশিক সরকারকে বলা হয়েছে ভূগর্ভের কাজ থেকে অব্যহতি পাওয়া মহিলা শ্রকিমদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান করতে। এইসব মহিলার অধিকাংশ ভূতলের কাজে সুযোগ পেয়েছেন।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১৪২৭।

৩৭৭

* ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ

৪৭৭. অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন :

(খ) নভেম্বর ১৯৪৫-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের অধিবেশন কি কি সুপারিশ করেছেন?

(খ) এর ওপর সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

(গ) এগুলি রূপায়ণে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) কিছু না, (খ) ও (গ) প্রশ্ন ওঠে না।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃঃ ১৪২৭।

৩৭৮

@ বড় শহরগুলির জন্য সরকারের গৃহনির্মাণ কর্মসূচি

৪৬৯. **শ্রী মনু সুবেদার** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি স্টেটসম্যান, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৪৬-এ দেখেছেন এতে বলা হয়েছে যে "তবু মনে রাখতে হবে গত ৬ বছরে কোনও ভারতীয় শহরে বাসগৃহ তৈরি হয় নি," তিনি এর বিরুদ্ধে মন্তব্য করবেন?

(খ) বোম্বাই ও কলকাতার মতো ঘিঞ্জি শহরে বাড়ি করার জন্য সরকার কি উৎসাহ দিয়েছে?

(গ) আরও উচ্চতল বাড়ি তৈরির ওপর নিয়ন্ত্রণ কি রয়েছে, না গৃহনির্মাণকারিদের অসুবিধা দূর করতে তারা এটা তুলে দিচ্ছেন?

(ঘ) ভারতে আরও বাড়ি তৈরির জন্য ভারত সরকার কি প্রাদেশিক সরকারগুলি থেকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেয়েছে?

(ঙ) সরকার কি অবহিত যে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তিদের কাজের ক্ষেত্রে বাড়ির ব্যবসা অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ। গত দু'বছরে ব্যক্তিগতভাবে তৈরি বাড়ির সংখ্যা ও সম্বন্ধে কোনও তথ্য নেই, সেজন্য এই প্রশ্নের সমর্থন বা বিরোধে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে বলে রাখা দরকার, বাড়ি তৈরির সরঞ্জামের ওপর বিধিনিষেধ ১৯৪১-এর শেষার্ধ অবধি জারি করা হয় নি।

(খ) মনে হয় মাননীয় সদস্য ব্যক্তিগত বাড়ির কথা মনে রেখে বলছেন। ভারত সরকার সম্প্রতি বেসরকারি বাড়ি তৈরিতে উৎসাহদানে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে সারা ভারতে, শুধু বোম্বাই বা কলকাতা নয়। বাড়ি তৈরির নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তারা তা প্রত্যাহারে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নির্দেশ পাঠিয়েছে। প্রাদেশিক সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বাড়ি তৈরিতে ক্ষমতা অনুযায়ী সব ধরনের সাহায্য দানের।

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১৪২৮।

বিশেষ করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইঁট ও বাড়ির অন্যান্য সরঞ্জাম, সিমেন্ট ইস্পাত, কাঠ ইত্যাদি যেগুলি ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সেগুলি নির্মাতাদের কাছে সহজলভ্য করা।

ভারত সরকার ঠিক করেছে মার্চ, ১৯৪৬-এর প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে একটা বৈঠক ডাকা হবে, বাড়ি নির্মাণ ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিদের সাথে দেশের বেসরকারি বড়ি তৈরির পথে বাধাস্বরূপ যেসব বিষয় সেগুলি আলোচনা হবে।

(খ) ভারত সরকার মনে করে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলে বাড়ি তৈরি সহজ হবে।

(গ) ভাড়া দিতে অক্ষম শিল্প শ্রমিক ও শহরের অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য আবাসন তৈরির জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প করার জন্য বলেছে। এই প্রকল্পে প্রদেশ যত টাকা ব্যয় কেন্দ্র প্রদেশকে সম-পরিমাণ অনুদান দেবে এবং এটা অর্থমন্ত্রী বাজেটে উল্লেখ করবেন।

□ □ □

৩৭৯

*বাড়ি সম্পর্কে যুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকারি নীতি

৪৭০. **শ্রী মনু সুবেদার :** (ক) মাননীয় শ্রমিক যুক্তরাজ্যে বাড়ি তৈরিতে তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা জানেন কি? জানলে সেই ব্যবস্থাগুলি কি?

(খ) স্টেটসম্যান ২৩ জানুয়ারি, ১৯৪৬ নিম্নোক্ত যে-সব প্রস্তাব দিয়েছে, সরকার সে বিষয়ে তা নীতির কথা জানাবেন।

"সুতরাং সরকার এই সুপরামর্শ গ্রহণ করবেন কি যে যতদিন চাহিদা ও যোগানের সূত্র মিলছে ততদিন যুদ্ধকালে নির্মিত অস্থায়ী বাড়িগুলি বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে?"

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, ব্রিটিশ সরকারের তথ্য মন্ত্রকের প্রচার পুস্তিকা নম্বর আর ৫২০ এইসব ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে, সভার টেবিলে এর কপি আছে।

(খ) স্টেটসম্যান কলকাতার অস্থায়ী বাড়িগুলি সম্পর্কে এই প্রস্তাব দিয়েছে এবং আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য এই বাড়িগুলি সম্পর্কে সরকারের নীতি জানতে চাইছেন। আমি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক দপ্তরের জন্য নির্মিত বাড়িগুলির বিষয় জানি। আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে উদ্বৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত এইগুলি রাখা হবে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১৪২৮।

@ ভারতে কারখানা শ্রমিকদের কাজের সময়

৪৮১. শ্রী বাদীলাল লাল্লুভাই : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন :

(ক) কয়লাখনি ও চা বাগানসহ ভারতের বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় কত?

(খ) ইন্ডিয়ান ফাক্টরিজ অ্যাকট, ১৯৩৪ আওতাভুক্ত শ্রমিকদের মোট সংখ্যা কত?

(গ) এদের মধ্যে কতজন এক শিফট, কতজন দুই শিফট এবং কতজন তিন শিফট-এ কাজ করে?

(ঘ) প্রতি শিফটে কাজের ঘণ্টা কত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) শিল্প ও চা বাগানে শ্রমিকদের কাজের সময় দিয়ে দুটি বিবৃতি সভায় রাখা হয়েছে। কয়লাখনিতে কাজের সময় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি।

(খ) ফ্যাক্টরিজ অ্যাকট্ আওতাধীন কারখানার সংখ্যা ১৯৪৪ সালে ১৪,৯২২।

(গ) ও (ঘ) কোনও তথ্য পাওয়া যায় নি।

বিভিন্ন কারখানায় কাজের সময় সম্পর্কে বিবৃতি

১. সূতো—৭$\frac{১}{২}$ -১০ ঘণ্টা

২. পাট—৯-১২ "

৩. সিল্ক—৭$\frac{১}{২}$ - ৯ "

৪. পশম— ৯-১০ "

৫. ইঞ্জিনিয়ারিং—৭$\frac{১}{২}$ -১২, শিফট শ্রমিকদের (রেল কারখানাসহ) কিছু ক্ষেত্রে রাতে শিফটে ৭ ঘণ্টা

৬. দেশলাই—৮$\frac{১}{২}$ - ১০ ঘণ্টা

৭. মৃৎ শিল্প— ৮ ঘণ্টা, শিফটের শ্রমিকদের জন্য

৮. ছাপাখানা—৭$\frac{১}{২}$ - ৮$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা

৯. কাঁচ—৭$\frac{১}{২}$ -৯ ঘণ্টা শিফট শ্রমিকদের

১০ ঘণ্টা, সাধারণ

১০. ওষুধ ও রাসায়নিক—৭-১০ ঘণ্টা

১১. চিনি—৮ ঘণ্টা উৎপাদনে যুক্ত শ্রমিকদের

—৮-৯ ঘণ্টা ইঞ্জিনিয়ারিং ”

১২. সূতা বীজ ছাড়ানো—৯-১০ ঘণ্টা

ও গোটানো

১৩. চালকল—৭-১০ ঘণ্টা

১৪. সিমেন্ট—৭$\frac{১}{২}$ -৮ ঘণ্টা শিফটের শ্রমিক

৮-৯ ঘণ্টা সাধারণ শ্রমিক

১৫. কাগজ—৭-৮ ঘণ্টা ঘণ্টা নিয়মিত চলা শিফটে

১৬. অভ্র কারখানা—৯ ঘণ্টা

১৭. গালা তৈরি—৮-১০ ঘণ্টা

১৮. বিড়ি, সিগারেট, সিগার—১১-১২ বিড়ি ও সিগার

৮-৯ ঘণ্টা সিগারেট

১৯. কার্পেট বোনা—৯-১০ ঘণ্টা

২০. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন—উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ-৮$\frac{১}{২}$ - ৯ ঘণ্টা দিনের বেলা শিফট-এ

৮-৯ ঘণ্টা রাতের শিফট-এ

২১. দড়ির ম্যাট—৯ পুরুষ

৬ মহিলা

৫ শিশু

চা বাগানের শ্রমিকদের কাজের সময়

আসাম ও বাংলা—

চা বাগান— হাজার ভিত্তিক (সাধারণ কাজের সময়)— ৫-৬ ঘণ্টা

টিকা ভিত্তিক (ওভারটাম)—৩-৪ ঘণ্টা

পাতা সংগ্রহাকারি —১০-১২ ঘণ্টা

কাঙরা উপত্যকা—৮-৯ ঘণ্টা

দেরাদুন —৮ ঘণ্টা

আলমোরা —৬ ঘণ্টা

দক্ষিণ ভারতের কফি ও চা খামার—৮-৯ ঘণ্টা

রবার বাগান ৫-৭ ঘণ্টা

□ □ □

৩৮১

* নতুনদিল্লিতে অস্থায়ী বাড়ি ব্যবহার

৪৯৫. **শ্রী এম অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন :

(ক) যুদ্ধ দফতর ও অন্যান্য দপ্তরের চাহিদার জন্য যেসব অস্থায়ী বাড়ি তৈরি হয়েছিল, কুইনসওয়ে ও অন্যান্য স্থানে প্রত্যর্পিত আমেরিকার বাড়িগুলি ও অন্যান্য স্থানগুলি কি শুধু অফিসের কাজে লাগানো হবে ;

(খ) তিনি কি এর কিছু বাড়ি ভারত সরকারের কর্মচারিদের জন্য একটু আধটু সংস্কার করে বসবাসের কাজে লাগাবেন, এবং দিল্লির বর্তমান গৃহসমস্যা সুরাহা করবেন ; এবং

(গ) সরকার এর ব্যয় নির্বাহে প্রস্তুত না হলে কি এই বাড়িগুলি চুক্তি ভাড়া দেবেন এই শর্তে যে সেগুলি প্রথমে সরকারি কর্মচারিদের ভাড়া দেওয়া হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) না।

(খ) হ্যাঁ—যখন দপ্তরের জন্য অস্থায়ীভাবে তৈরি কোনও বাড়ি দপ্তরের কাজে আসে না এবং যেসব স্থানে তা নির্মিত তা অন্য কাজে লাগে না।

(গ) এটা বিবেচনা করা হবে, তবে সরকারি কর্মচারিদের জন্যই তা কাজে লাগবে, এবং সেইক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণে তা থাকবে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১৪২৮।

৩৮২

* অভ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকারি নীতি

৪৯৯. **শ্রী বাবু রাম নারায়ণ সিং** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে বলবেন :

(ক) অভ্র ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য কি ;

(খ) অভ্র তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ছাপা ও প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ ; এবং

(গ) কাঁচা অভ্র ও বীমা অভ্র বিক্রয়ে নিয়ন্ত্রণ নির্দেশানুসারে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তার অবসান বা নিদেনপক্ষে সংশোধন করতে সরকার কতদিন সময় নেবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ভারত সরকার শিল্পে কাজের অবস্থার উন্নয়ন করতে চায় এবং বাজারে ভারতের অভ্র যাতে ভাল দাম পায় তার জন্য এই শিল্পকে শক্ত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়তে চায়।

(খ) রিপোর্ট ছাপা হচ্ছে, ছাপা কপি তৈরি হলেই প্রকাশ করা হবে।

(গ) অভ্র তদন্ত কমিটির সুপারিশ নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব শীঘ্র এটা করার চেষ্টা হবে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১৪৪৭।

৩৮৩

* অভ্র নিয়ন্ত্রণজনিত বেকারি

৫০০. বাবু রাম নারায়ন সিং : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি, অভ্র নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ জারির ফলে হাজারিবাগ জেলার কয়েক লক্ষ লোক চাকরিচ্যুত হয়েছেন, সরকার এ ব্যাপারে কিছু জানেন?

(খ) সরকার কি জানেন, হাজারীবাগ জেলার কয়েক লক্ষ মানুষ জীবনধারণে অভ্র ব্যবসার উপর নির্ভরশীল? তাই যদি হয়, সরকার কি এদের স্বার্থরক্ষায় অভ্র ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ভারত সরকার অবহিত নয় যে, অভ্র নিয়ন্ত্রন করার হাজারিবাগ জেলার কয়েক লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে।

(খ) সরকার অবহিত যে অভ্র ব্যবসায় বহুলোক নিযুক্ত এবং এই শিল্পের উন্নয়নে যে কোনও প্রকল্পে এদের স্বার্থ অবজ্ঞা করা হবে না বলে সরকার আশা করে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬। পৃ: ১৪৪৭।

৩৮৪

* হেড কোয়ার্টার সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়র

৫৯৯. শ্রী মহম্মদ রহমতুল্লাহ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন, এটা কি ঘটনা যে রায়সাহেব সি.পি. মালিককে হেড কোয়ার্টারে সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সুযোগ দেওয়া হয়েছে?

(খ) এটা কি ঘটনা নয় যে, তার চেয়ে প্রবীন অনেক মুসলমান একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে কিন্তু তাদের একটাও সুযোগ দেওয়া হয় নি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) না, রায় সাহেব সি.পি. মালিককে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অস্থায়ীভাবে দিল্লি, সেকেন্ড সার্কেল-এর সুপারইনটেনডেন্ট হিসাবে বসানো হয়েছে।

(খ) হ্যাঁ, তবে সুপারইনটেনডেন্ট হিসেবে এদের প্রমোশন-এর সময় হয় নি।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদ : ১৩ জন সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে ১ জন মাত্র মুসলমান, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদে কোনও মুসলমানকে দেওয়া হল না কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্য আমার উত্তর পড়লেই বুঝবেন, এই নিয়োগ সরকারি নয়, তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে মাত্র।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদ : সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার-এর পদ ও বেতন ছাড়া?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদ : এটা মুসলমানদের নিয়োগ করা এড়ানোর তৃতীয় পদ্ধতি, আর দুই পদ্ধতির কথা আমি গতকাল বলেছি—দক্ষতা ও প্রবীণতা—যে পদ রয়েছে সেটাকে আর ঐ নামের পদ বলা হল না—শুধু দায়িত্ব চালিয়ে নেওয়ার কথা বললেন?

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১৬৬৮।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মাননীয় বন্ধু তাঁর ইচ্ছামতো উপসংহার টানতে পারেন।

মৌলানা জাফর আলি খান : মাননীয় সদস্য জানেন কি যে, দেশের বাইরে এটা ভাবা হয় যে, সরকার মুসলমানদের নিয়োগের ব্যাপারে বিমাতৃসুলভ আচরণ করেন?

শ্রী আহম্মদ ই. এইচ. জাফর : (ক)-এর উত্তরে মাননীয় সদস্য বলেছেন : "প্রশাসনিক সুবিধার জন্য"। মুসলমানদের নিয়োগ এড়াবার সুবিধার জন্যই কি মাননীয় সদস্য এই সুবিধা করেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার ধারণা, এটা এত সহজ কথা যে, সবার বুঝা উচিত।

সভাপতি : শান্তি, শান্তি। এবার পরের প্রশ্ন।

□ □ □

৩৮৫

* শ্রম দফতরের সচিবালয়ের মুসলমান গেজেটেড অফিসার

৬০০. **মহম্মদ রহমতুল্লাহ** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি, শ্রম দফতরের সচিবালয়ে কতজন মুসলমান গেজেটেড অফিসার আছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : শ্রম দপ্তরের সচিবালয়ে ৪৯ জন গেজেটেড অফিসার রয়েছেন তার মধ্যে ৯ জন মুসলমান।

আহম্মদ ই. এইচ. জাফর : এর অর্থ কি এই নয় যে, মুসলমানদের ২৫% অনুপাত রক্ষিত হচ্ছে না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি জানি না, এই বিধি প্রযোজ্য কিনা।

আহম্মদ ই. এইচ. জাফর : ৪৯ জনের মধ্যে ৯—এই হার কি মুসলমানদের প্রতি সুবিচার?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বুঝি, এই বিষয়টি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব হার অনুযায়ী নয়।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃঃ ১৬৬৮।

৩৮৬

@ কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে মুসলমান প্রশাসনিক অফিসার

৬০১. মহম্মদ রহমতুল্লাহ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি 'ডন' পত্রিকায় ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪৬ সংখ্যায় কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে মুসলমান প্রশাসনিক অফিসারদের নিয়োগ বিষয়ে প্রতিবেদনটি দেখেছেন?

(খ) তার দফতর সম্বন্ধে ঐসব ঘটনা কি ঠিক?

(গ) এটা কি ঘটনা যে প্রশাসনিক অফিসার ও অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার তিনজন সহকারি সবাই হিন্দু?

(খ) এটাও কি ঘটনা যে, মাননীয় সদস্য একজন অ-মুসলমানকে প্রশাসনিক অফিসার নিয়োগ করার কথা ভাবছেন? তাই যদি হয়, কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের এই শাখা থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়া হচ্ছে কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, (খ) না। (গ) হ্যাঁ

(ঘ) কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরে প্রশাসনিক অফিসার পদ পূরণের প্রশ্নটি এখনও বিবেচনাধীন।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদ : আর কতদিন বিবেচনাধীনে থাকবে, কারণ বেশ কয়েকবার বিষয়টির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে? বিধানসভা অধিবেশন শেষ হওয়ার পর কি তিনি নিয়োগ করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ঠিক সময়ে তাকে নিয়োগ করা হবে।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদ : খোলাখুলি কথা বলেন না কেন? আপনি একে হিন্দু শ্রম দপ্তর বা তফসিল জাতি দপ্তর আখ্যা দিচ্ছেন না কেন?

(কোনও উত্তর দেওয়া হয় নি)

□ □ □

@ আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃঃ ১৬৭০।

৩৮৭

* ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন

৫৪. **শ্রী ভাদিলাল লাল্লুভাই** : (ক) মাননীয় সদস্য কি জানাবেন, ১৯৩৯ থেকে এখন পর্যন্ত ভারতে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা কত, বছরওয়ারি সংখ্যা ও সদস্যসংখ্যা এবং বিভিন্ন প্রদেশের ঐ সংখ্যা কত?

(খ) বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৩৯ থেকে এদের মোট তহবিল কত এবং এর মধ্যে কতটা আসে চাঁদা থেকে কতটা দান হিসেবে?

(গ) বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৩৯ থেকে কত সংখ্যক তাদের চাঁদা দেন নি এবং এখনও তারা সদস্য রয়েছেন?

(ঘ) ১৯৩৯ থেকে বছরওয়ারি হিসাবে নেতাদের মধ্যে কতজন বাইরের লোক? এটা কি ঠিক যে এই হার সম্প্রতি কমছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ১৯৩৯-৪৪ সময়কালে রেজিষ্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন সংখ্যা, সদস্য ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব দাখিলকারি ইউনিয়নের সংখ্যা সভায় পেশ করা হল। ১৯৪৪-৪৫-এর পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি।

(খ) ১৯৩৯-৪৪-এর আয় ব্যয় বছরের প্রথমে ও শেষে টাকার পরিমাণ বিষয়ে বক্তব্য সভার টেবিলে রখা হল। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ বিষয়ে তথ্য সরকারে কাছে নেই।

(গ) ও (ঘ) তথ্য নেই।

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১৬৭০।

৩৮৮

* ভারতে শিল্পশ্রমিক

৫৫. শ্রী ভাদিলাল লাল্লুভাই : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) ভারতে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা কত এবং কয়লাখনি ও চাবাগানসহ ১৯৩৯ থেকে এখন পর্যন্ত শিল্পগুলিতে তাদের সংখ্যা কত?

(খ) ১৯৩৯ থেকে আজ পর্যন্ত বছরগুলিতে ভারতে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাগগী ভাতা ছাড়া মজুরি কত?

(গ) ১৯৩৯ থেকে আজ অবধি বছরগুলিতে শিল্প শ্রমিকদের মাগগী ভাতা ও বোনাস প্রাপ্তি : i) বিভিন্ন শিল্পে, ii) বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রে।

(ঘ) তিনি কি জানাবেন, যুদ্ধকালে শিল্প শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধির প্রভাব ট্রেড ইউনিয়নের মোট সদস্য ও তহবিলে কতটা পড়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) সভায় একটা বিবৃতি পেশ করা হল। ১৯৪৫-এর পরিসংখ্যান নেই।

(খ) ১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪৩-এ কারখানা শ্রমিকদের মাসিক আয়ের একটা বিবরণ টেবিলে রাখা হয়েছে। এটা মাগগীভাতা সহ নগদ টাকার হিসেব, এ বাদ দিয়ে সংখ্যা জানা নেই। এইসব সংখ্যা আনুমানিক যেহেতু মোট দেয় টাকার পরিসংখ্যান থেকে সংগৃহীত এবং বছরে কাজের দিন, কাজের ঘণ্টা ইত্যাদি ব্যাপারে এতে গণ্য হয় না।

১৯৪২-এর সংখ্যা দেওয়া হয় নি, কারণ প্রাপ্ত সংখ্যায় বলা নেই কোনটায় মাগগীভাতাযুক্ত, কোনটায় নয়।

(গ) পুরো তথ্য নেই এবং সরকার মনে করে না এটা সংগ্রহ ও তালিকাবদ্ধ করার জন্য যে সময় দরকার তাতে ঠিক ফল পাওয়া যাবে।

(ঘ) প্রশ্নের (ক) অংশের সংশ্লিষ্ট শিল্প শ্রমিকদের গড় আয়ের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ও সাধারণ তহবিল বিষয়ে বিবৃতি সভায় পেশ হল। বেতনবৃদ্ধির জন্যই বা অন্য কি কারণে ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও তহবিল বেড়েছে, তা সরকার জানে না।

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পৃ: ১৬৭০।

৩৮৯

* কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে মুসলমান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার

৭১৫. শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন :

(ক) কেন্দ্রীয় পূর্ত অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের পদের সংখ্যা কত?

(খ) -এর মধ্যে কতজন মুসলমান, এবং

(গ) ও (ঘ) এর উত্তর না হলে তিনি এই পদে যোগ্য মুসলমান প্রার্থী নিয়োগে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) তিন, (খ) একজনও নয়।

(গ) এ প্রসঙ্গে যা উপসংহার টানা হয়েছে তা (ক) ও (খ)-এর সূত্রে আসে না, কারণ কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের কর্মচারী একটি হিসাবেই গণ্য তবে বিষয়টি বিবেচনাধীন।

আহমদ ই. এইচ. জাফর : যেহেতু (খ)-এর উত্তর কেউ নয়, সেজন্য আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের পদে কেন একজন মুসলমানকে নিয়োগ করা হবে না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রী জাফর : যেহেতু কোনও মুসলমান অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার নেই মাননীয় সদস্যকে কি আমি প্রশ্ন করতে পারি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে একজন মুসলমানকে কেন নিয়োগ করা হবে না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা বিবেচনার বিষয়। আমি এটা নিশ্চিত করতে পারি না যে পদটি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শ্রী জাফর : কোনও আবেদন পত্র কি জমা পড়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আবেদনপত্র আহ্বান করা হবে না।

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ১৯২৯।

মহঃ জাফর আলি খান : বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রয়োজনীয়তা নেই।

শ্রী ই. এইচ. জাফর : একজন মুসলমানকে নিয়োগ করা হবে না কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বলেছি যে এ ব্যাপারে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি না। তাছাড়া ভারত সরকার এই নীতি মানতে পারে না যে কোনও বিশেষ সম্প্রদায় কোনও পদে কায়েমী স্বত্বের অধিকারি।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : বিশেষ করে মাননীয় সদস্যের দপ্তর ভারত সরকারের সবচেয়ে বাজে দপ্তর।

সভাপতি : শান্ত হোন। মাননীয় সদস্য দয়া করে প্রশ্নটা করুন।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : যেহেতু শ্রম দপ্তরে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট নয়, আমি কি মাননীয় সদস্যকে ঐ পদে একজন মুসলমানকে নিয়োগ করার জন্য বলতে পারি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যের অনুমান আমি স্বীকার করি না।

শ্রী জাফর : আমি কি.........

সভাপতি মহাশয় : আমার ধারণা, একটা ভুল ধারণার বশে মাননীয় সদস্য প্রশ্নটা করছেন। তিনি কি আসন গ্রহণ করবেন? সরকারের মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তাতে তিনি একটি বিশেষ পদ এবং দপ্তরের পদে সংরক্ষণ-এর পার্থক্য করেছেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, স্যার।

সভাপতি : তিনি বলেছেন, একটা বিশেষ পদ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের আশ্বাস দিতে পারেন না। এটা কোটার থেকে ভিন্ন।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : আমার নিবেদন হল, যেহেতু ওঁর দপ্তরে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৫% কোটা পূরণ হয় নি, তিনি কি ন্যূনতম কোটা পূরণে মুসলমানদের নিয়োগ করবেন?

সভাপতি : হ্যাঁ, সেটাই যথার্থ।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই নীতি মানি না যে এটাই একমাত্র পদ্ধতি।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : মাননীয় সদস্য কি অস্বীকার করছেন যে তার দপ্তরে মুসলমানদের ২৫% কোটা পূরণ হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি অস্বীকার করছি।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : কি ফল দিয়ে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ফলাফল-এর ব্যাপারে কিছু করার নেই, যদি যোগ্য মুসলমান প্রার্থী যথেষ্ট না থাকে তার দোষ কি আমার?

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : মাননীয় সদস্যকে কি বলতে পারি যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান প্রার্থী নয় কথাটা একটা বাজে অজুহাত মাত্র, কারণ প্রার্থী রয়েছে।

সভাপতি : শান্ত হোন। এটা সমালোচনা হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য তাঁর প্রশ্ন করুন।

শ্রী আহমদ ই. এইচে. প্যাটেল : আমি কি মাননীয় সদস্যকে বলতে পারি যে, যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান প্রার্থী রয়েছে কিন্তু তাদের দাবি গ্রাহ্য হচ্ছে না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি যা বলেছি আর বেশি কিছু বলার নেই।

□ □ □

৩৭০

* শ্রম দফতরে সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব

৭১৮. শ্রী আহম্মদ ই. এইচ. জাফর : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি, শ্রম দফতরের (মূল সচিবালয়) এস্ট্যাবলিশমেন্ট বিভাগে কতজন জয়েন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি, সুপারইনটেনডেন্ট, অ্যাসিসটেন্ট কেরানি আছেন?

(খ) প্রতি গ্রেডে কতজন মুসলামান ও অ-মুসলমান আছেন?

(গ) খ-এর মুসলমান বিষয়ে উত্তর না হলে কারণ কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ক ও খ বিষয়ে বিবৃতি টেবিলে রাখা হল (গ) প্রশ্ন ওঠে না।

বিবৃতি

পদ	মোট সংখ্যা	মুসলমান	অ-মুসলমান
জয়েন্ট সেক্রেটারি	৩	১	২ (১ ইউরোপীয়, ১ ইঙ্গ-ভারতীয় খ্রিস্টান, একজন
ডেপুটি সেক্রেটারি	৪	১	৩
এ্যাসিঃ সেক্রেটারি ও আন্ডার সেক্রেটারি	১৩	২	১১ তফঃ জাত)
সুপারইনটেনডেন্ট	২১	৬	১৫ (১ জন শিখ, ১ জন ভারতীয় খৃস্টানসহ)
অ্যাস্ট্যাবলিশমেন্ট বিভাগ অ্যাসিসটেন্ট	৯	২	৭
” ক্লার্ক	৯	—	৯ (১ জন তফঃজাত সহ

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৩৩-৩৫।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : এই সংখ্যায় কি পুনর্বাসন ও নিয়োগ আধিকারিকে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব অন্তর্ভুক্ত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই প্রশ্নের নোটিস দিতে হবে।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : শ্রম দপ্তরের মূল সচিবালয়ের সংখ্যা জানতে চেয়েছি। মাননীয় সদস্য 'হ্যাঁ' বা 'না' বলতে পারেন না, পুনর্বাসন ও নিয়োগ, আধিকারিকের মুসলমান প্রতিনিধি সংখ্যা অন্তভুক্ত কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই প্রশ্নের নোটিশ চাই।

হাজি আব্দুস সাত্তার হাজি ইশাক শেঠ : মাননীয় সদস্য দয়া করে বলবেন, দপ্তরের এস্ট্যাবলিশমেন্ট শাখার কোন প্রশ্নের উত্তর কোন বিভাগে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মূল সচিবালয়। আমি বলেছি তথ্য নির্ভুল দিতে হলে নোটিস চাই।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : মাননীয় সদস্য কি জানেন যে পুনর্বাসন ও নিয়োগ আধিকারিক মূল সচিবালয় থেকে আলাদা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নিশ্চয়ই অবগত আছি।

শ্রী মনু সুবেদার : শ্রম দপ্তরের এইসব যুগ্মসচিব, উপ-সচিব, সহ-সচিব ও নিম্ন সচিব বাহিনীর দরকার কি, আমি জানতে পারি কি মাননীয় বন্ধু আমার মুসলমান বন্ধুদের সন্তুষ্ট করতে অন্য সম্প্রদায়ের লোক কমিয়ে মুসলমান অনুপাত পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের ওপর আমি কোনও অভিমত ব্যক্ত করতে চাই না।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : পুরো বিভাগটাই মুসলমানীকরণ করুন।

শ্রী শ্রীপ্রকাশ : অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করতে চাই, প্রতি অধিবেশনের প্রারম্ভে বিভিন্ন দপ্তরে সব সম্প্রদায়ের লোকের তালিকা পেশ করা হোক যাতে এইসব প্রশ্নের উদ্ভব এড়ানো যায় এবং মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ১৯৩৪ সালের সরকারি প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য ২৫% সংরক্ষণ এবং এই প্রস্তাব মোতাবেক শ্রম দপ্তরে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব কম থাকার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য কি ত্রুটি সংশোধন করবেন এবং আরও বেশি মুসলমান নিয়োগ করে কোটা পূরণ করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার উত্তরে যেসব পদের উল্লেখ করেছি সেগুলি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের অধীন নয়। এগুলি প্রমোশন সূত্রে পদ।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : আমি কি ধরে নেব যে এই প্রস্তাব তাঁর বিভাগে প্রযোজ্য নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্য সরকারি প্রস্তাবটা আরও ভাল করে পড়ুন, মনে হয় তিনি তা করেন নি।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : একদিন মাননীয় স্বরাষ্ট্র সদস্য ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেন সরকারি প্রস্তাব শ্রম দপ্তরে প্রযোজ্য, তিনি কি এই প্রস্তাব মাননীয় শ্রমিক সদস্যের কাছে স্থানান্তরিত করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি প্রস্তাবটা ভালমতো জানি।

সভাপতি : পরের প্রশ্ন।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : আর একটা প্রশ্ন স্যার, উপ-সচিবের পদ কি ক্লাশ-১ পদ?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ক্লাশ-১ পদ বলে কোনও পদ নেই।

□ □ □

৩৯১

* দিল্লি স্টোর সাব-ডিভিসন তছরূপ মামলায় সরকারি টাকা অপচয়

৭১৯. শ্রী আহম্মদ ই. এইচ. জাফর : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে দিল্লি স্টোর সাব-ডিভিসন তছরূপ মামলায় সরকারি টাকা অপচয়ের পরিমাণ কত জানাবেন?

(খ) এতে দোষী কারা এবং তাদের শাস্তির জন্য কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) 'দিল্লি স্টোর সাবডিভিসন তছরূপ মামলা' নামে কিছু নেই। মাননীয় সদস্যের মনে যদি স্টোরস সাবডিভিসনের নির্মীয়মান ১নম্বর ডিভিসনের সিমেন্টের দরুন বেশি টাকা দেওয়ার অভিযোগ থাকে, তবে বলতে পারি বিষয়টির তদন্ত চলছে।

(খ) প্রসঙ্গ ওঠে না।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : এটা কি ঘটনা যে সংশ্লিষ্ট এস. ডি. ও দু লাখ টাকা তছরূপ করে এখনও চাকরি করছেন?

সভাপতি মহাশয় : শান্ত হোন। মাননীয় সদস্য ইতিমধ্যেই বলেছেন কোনও তছরূপ হয় নি।

শ্রী আহমদ ই. এইচ. জাফর : মাননীয় সদস্যের উত্তরের সাথে আমি একমত। উনি যে বিষয় উল্লেখ করেছেন তা একই দু' লক্ষ টাকা বেশি দেওয়ার কথা।

সভাপতি মহাশয় : আমার যুক্তি হল, মাননীয় সদস্য বলেছেন কোনও তছরূপ হয় নি, তবে টাকা বেশি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে মাননীয় সদস্য আবার তছরূপ অনুমান করেছেন তার দরকার নেই—বেশি টাকা দেওয়ার ওপর প্রশ্ন করতে পারেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিষয়টি তদন্তাধীন, যতক্ষণ তা শেষ না

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৩৫-৩৬।

হচ্ছে এবং তদন্তের ফল জানা না যাচ্ছে, আমরা অফিসারটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছি না।

শ্রী আহ্‌মদ ই. এইচ. জাফর : আমি জানতে চাইছি, দু'লক্ষ টাকা বেশি দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত অফিসার এখনও চাকরি করছেন কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : অবশ্যই করছেন।

শ্রী আহ্‌মদ ই. এইচ. জাফর : কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি।

শ্রী আহ্‌মদ ই. এইচ. জাফর : এ-ধরনের ক্ষেত্রে তদন্ত চলাকালে অফিসারকে সাসপেন্ড করাই রীতি নয় কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত করা যায় না।

শ্রী আহ্‌মদ ই. এইচ. জাফর : এটা কি তিনি তফশিল জাতযুক্ত বলে?

হাজি আব্দুস সাত্তার হাজি শেঠ : (ক) প্রশ্নের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য কি বলতে পারেন না কত টাকার ব্যাপার?

মাননীয় ডঃ বি. আর. আম্বেদকর : এই প্রশ্নে আমাকে নোটিশ দিতে হবে। শ্রী জাফরের প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে পারি যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তফশিল জাতিভুক্ত নন।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : তিনি যদি তফশিল জাতভুক্ত নাই হন, একজনের বিরুদ্ধে যখন মামলা রয়েছে তখন তাকে সাসপেন্ড না করাটা কি অন্যায়?

সভাপতি : শান্ত হোন, কোনও যুক্তি নয়।

শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্কার : এটা তদন্তাধীন রয়েছে কতদিন এবং এটা কি বিভাগীয় না পুলিশী তদন্ত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার যতটা স্মরণ আছে আমি সঠিকভাবে বলতে পারছি না—বিষয়টি অবশ্যই কেন্দ্রীয় দপ্তরের গোয়েন্দা তদন্তাধীন।

□ □ □

৩৯২

* সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়র নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের ক্ষোভ

৭২০. মহম্মদ রহমতুল্লাহ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি 'ডন', ১২ নভেম্বর ও ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫-এ প্রকাশিত নিবন্ধগুলি দেখেছেন? মুসলমানদের ক্ষোভ নিরসনে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? না নেওয়া হলে, কেন নেওয়া হয় নি?

(খ) এটা কি ঘটনা নয় যে ১৪ জন সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে মাত্র একজন মুসলমান?

(গ) সরকার কি জানেন যে ন্যূনপক্ষে ৩ জন যোগ্য নির্বাহী বাস্তুকার রয়েছেন যারা সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যোগ্য?

(ঘ) সরকার কি অবগত আছে যে অনেক কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, তাই যদি হয়, মুসলমানদের দাবি প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে কেন?

(ঙ) সরকার কি জানে যে একজন আই. এস. ই মুসলমান নির্বাহি বাস্তুকার দাবি নস্যাৎ করে একজন নিম্নপদের অচিরে অবসর নেবেন এমন ব্যক্তিকে হেড কোয়ার্টারে সুপারইনটেনডেন্ট করা হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) আমি লেখাগুলি দেখেছি। কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের পদগুলি সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব বিধির অধীন, সেই পদগুলি ঐ বিধি মেনেই পূরণ করা হয়েছে। বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য ব্যক্তিগত পদ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়।

(খ) হ্যাঁ, (গ) মাননীয় সদস্য কোন নির্বাহি বাস্তুকারের কথা বলছেন তা সুস্পষ্ট নয়। দিল্লিতে কর্মরত কোনও নির্বাহি বাস্তুকার সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হওয়ার উপযুক্ত নয়।

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৩৬।

(ঘ) ও (ঙ) সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদটি নির্বাচন সাপেক্ষ, যোগ্যতার ভিত্তিতে এই পদে নিযুক্ত হয়। এই সব পদপূরণে সব উপযুক্ত নির্বাহি বাস্তকারের কথা বিবেচিত হয় এবং যোগ্য ব্যক্তিই নিযুক্ত হন। উল্লিখিত আই. এস. ই মুসলমান অফিসারের কথাও বিবেচিত হয়েছিল।

□ □ □

৩৯৩

* বিহারের কোশি নদী নিয়ন্ত্রণে অর্থ মঞ্জুর

৭৩৪. শ্রী সত্যনারায়ণ সিংহ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানেন যে, গত বিহার সফরকালে ছোটলাট কোশি নদীর ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত এলাকায় যান এবং সেখানকার মানুষের অবস্থা দেখে তিনি এত বিচলিত হন যে কোশি নদী নিয়ন্ত্রণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ বরাদ্দের আবেদন করেন। যদি তাই হয়, এব্যাপারে কি করা হয়েছে?

(খ) কোনও প্রকল্প প্রস্তুত হয়েছে? না হলে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত সমস্যা প্রতিকারে বিষয়টি ত্বরান্বিত করায় কি করা হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) গভর্নর জেনারেল কোশি নদীর বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা আকাশপথে পরিদর্শন করেন এবং নদী নিয়ন্ত্রণে যথাসত্বর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরে সংবাদ পাঠান।

(খ) কেন্দ্রীয় জলপথ, সেচ ও নৌ-চালক কমিশন এই তদন্ত পরিচালনা করছেন। নেপাল সরকারের অনুমতিক্রমে এরা ভূ-তল ও আকাশ সমীক্ষা এবং ভূতাত্ত্বিক ও ভূগর্ভস্থ জল প্রাপ্তির সম্পর্কে সমীক্ষা চালায়। নেপাল হিমালয়ের জল বাঁধ তৈরি করে কোশি নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা বিষয়ে একটা তদন্ত পরিচালনা করা হয়েছে। এই বাঁধে শুধু উদ্বৃত্ত জলই ধরে রাখা হবে না, সাথে আসা কাদা আটকে রেখে কোশির ধ্বংস রোধ করা হবে, এটাও আশা করা যায় এখান থেকে নেপাল ও বিহারের ৩ লক্ষ একর এলাকায় সেচের জল সরবরাহ এবং সস্তায় জল বিদ্যুত তৈরি হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই সমীক্ষা পর্যালোচনা করা হবে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃঃ ১৯৪৯।

৩৯৪

* নতুন দিল্লি সরকারি প্রেসে জুনিয়র কপি হোল্ডারদের ক্ষতি

৭৪০. মৌলনা জাফর আলি খান : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন, এটা কি ঘটল যে নতুন দিল্লিস্থ ভারত সরকারের প্রেসে বহু জুনিয়র রিডার কপি হোল্ডার থেকে পদোন্নতির ফলে মাসে ৫ থেকে ১০ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এবং পদোন্নতির হারও কপি হোল্ডারের ক্ষেত্রে বছরে ৫ টাকা, জুনিয়র রিডারদের ক্ষেত্রে মাসে ৩ টাকা?

(খ) এদের আর্থিক ক্ষতিপূরণে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং কপি হোল্ডার ও জুনিয়র রিডারদের বেতনহারে অসামঞ্জস্য নিরসনে কি করেছে?

(গ) এটাও কি ঘটনা যে, বহুবার ব্যক্তিগত স্মারকলিপি দেওয়া সত্ত্বেও জুলাই, ১৯৪৫-এ মঞ্জুরীকৃত ঐক্যবদ্ধ বেতনহারে পুরানো বকেয়া টাকা এখনও দেওয়া হয় নি?

(খ) এর কারণ কি এবং সরকার এই দেরির জন্য পেমেন্ট অফ ওয়েজ-এ আইন অনুয়ায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ভাবছে কি? তা না হলে কেন নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, যেসব কপি হোল্ডার ঐক্যবদ্ধ বেতনহারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন ও পরে জুনিয়র রিডার হিসাবে পদোন্নতি পান।

(খ) প্রশ্নটি বিবেচনাধীন, (গ) হ্যাঁ

(ঘ) নির্দেশটি জুলাই ১৯৪৫ প্রকাশিত হলেও এটা কার্যকরী হবে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ থেকে। যেসব কর্মচারী ঐক্যবদ্ধ বেতনহারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন তাদের সময় দিতে হয়েছে। তারপর যারা বেতনহারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন, তাদের বেতন নির্ধারণে তিন বছর অবধি অতীতে অভিজ্ঞতার বিষয় গণ্য করতে হয়েছে। হিসাব কর্তৃপক্ষ বিলের প্রাক-অডিট করেছেন। টাকা শীঘ্রই দেওয়া হবে। প্রশ্নের শেষাংশের উত্তর না।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৫২।

৩৯৫

* এস্টেট অফিসে মুসলমান গেজেটেড অফিসার

৭৪১. খান বাহাদুর মাখদুম আল-হজ সৈয়দ শেরশাহ্ জিলানি : (ক) মাননীয় শ্রমিক-সদস্য কি বলবেন, নয়াদিল্লিস্থ এস্টেট অফিসে মোট কত গেজেটেড পদ রয়েছে?

(খ) এর মধ্যে ক'জন মুসলমান ঐ পদে আছেন?

(গ) মাননীয় সদস্য কি এ বিষয়ে অবগত আছেন যে, ১৯৪৩-এ শ্রম-দফতর স্বরাষ্ট্র দফতরের সাথে আলোচনায় ঘোষণা করেছিল যে, সহকারি এস্টেট অফিসারের পদগুলি কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের যোগ্যতাসম্পন্ন সুপারইনটেনডেন্টদের মধ্য থেকে পদোন্নতি করে পূরণ হবে? যদি তাই হয়, মাননীয় সদস্য কি দেখবেন, যাতে ঐ নীতি অনুসৃত হয়?

(ঘ) সরকার কি মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট শূন্য পদটি আরেকজন মুসলমানকে দিয়ে পূরণ করবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) পাঁচটি, (খ) এখন কেউ নেই।

(গ) যদিও কেন্দ্রীয় দফতর থেকে এস্টেট অফিস পৃথক হয়ে যাওয়ার আগে সহকারি এস্টেট অফিসারের পদে ঐ দফতরে সুপারইনটেনডেন্টদের থেকে পদোন্নতি করে নির্বাচন হত, এখন অবস্থার বদল হয়েছে। এস্টেট অফিস এখন আর কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের অংশ নয়, শ্রম দফতরে অধীন। কাজেই চিফ ইঞ্জিনিয়রের দপ্তরে সুপারইনটেনডেন্টদের আর এই পদে দাবি নেই, তবে এই পদপূরণে যোগ্যতা ভিত্তিতে তাদের দাবি বিবেচিত হতে পারে।

(ঘ) এই শূন্য পদ কিভাবে পূরণ করা হবে, সে নিয়ে পর্যালোচনা হচ্ছে।

মহম্মদ নাওমান : (খ)-এর ব্যাপারে আমি কি জানতে পারি কিভাবে পাঁচটি পদ পূরণ করা হয়েছে এবং এর জন্য কোনও যোগ্য মুসলমান ছিল কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর উত্তরের জন্য নোটিশ চাই।

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৫২।

৩৯৬

* বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ

৭৪৩. **শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন :

(ক) দেশে বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা কত।

(খ) এই নিয়োগ বন্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে?

(গ) দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষি-মজুর ও শিল্প-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে সরকার কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে কি না, এবং

(ঘ) সরকার আইন প্রণয়ন করে বা অন্যভাবে এই শ্রমিকরা যাতে যথাযোগ্য ও নিয়মমতো বেতন পায় তার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে কি না? ভাবলে সেটা কি? না হলে, কেন নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) বিস্তারিত তথ্য চাই।

(খ) ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গের তারকা চিহ্নিত ৩৮১ নং প্রশ্নের উত্তরের প্রতি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

(গ) কৃষি ও শিল্প শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে আইন প্রণয়নের কথা ভাবা হচ্ছে।

(ঘ) প্রস্তাবিত ন্যূনতম মজুরি আইনে ন্যূনতম মজুরি এবং বেতন দেওয়ায় নির্ধারিত হারের কম মজুরিদান বন্ধ করার প্রস্তাব রয়েছে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৫৫।

৩৯৭

@ উচ্চ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মুসলমানদের প্রশিক্ষণ

৭৪৭. **শেঠ ইউসুফ আবদুলা হারুন** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে জানাবেন—(ক) শ্রম দফতরের পক্ষ থেকে ইলেকট্রিকাল লেবার কমিশনার কতজন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়রকে নির্বাচিত করেছেন এবং কতজনকে গত বছর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়রিং-এ ট্রেনিংয়ের জন্য বিদেশে পাঠিয়েছেন?

(খ) এর মধ্যে নির্বাচিত মুসলমানের সংখ্যা কত?

(গ) এটা কি ঘটনা যে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না দিয়েই এই নির্বাচন করা হয়েছে, যদি তাই হয় কেন? এবং

(ঘ) গতবারের দলে যদি মুসলমানদের কোটাপূরণ না হয়ে থাকে, মাননীয় সদস্য কি এই মর্মে আশ্বাস দেবেন যে, এই বছর বেশি সংখ্যক মুসলমানকে নেওয়া হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) নির্বাচিত ১০, বিদেশে প্রেরিত-৯। (খ) এক। (গ) প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমহূকে বিদেশে ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কথা জানানো হয়েছিল এবং প্রাথমিক মনোনয়ন করতেও বলা হয়েছিল। তারা ২৪টি নাম পাঠান, এর মধ্যে ২২জন সাক্ষাৎকার দেন, ১০ জন নির্বাচিত হন। কাজেই সংবাদপত্রে প্রচার করার দরকার ছিল না।

(ঘ) প্রাদেশিক ও মুখ্য দেশীয় রাজ্য সরকারগুলি একজন মুসলমানের নাম পাঠায় ও সরকার তাকে নির্বাচিত করে। কাজেই প্রশ্নের শেষাংশ আর প্রাসঙ্গিক নয়।

□ □ □

@ আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ১৯৫৫।

৩৯৮

* কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার নিয়োগ

৭৫২. সর্দার মঙ্গল সিং : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে বলবেন :

(ক) কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে আজ পর্যন্ত কতজন পর পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের পদে রয়েছেন?

(খ) এরা কোন সম্প্রদায়ের লোক?

(গ) এটা কি ঘটনা যে এই পদে আজ পর্যন্ত কোনও শিখ বা হিন্দু নিযুক্ত হন নি? যদি তাই হয়, তবে কেন? এবং

(ঘ) তিনি কি এই শূন্য পদে একজন শিখকে নিয়োগের কথা বিবেচনা করবেন, যদি না করেন কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) চারজন।

(খ) অফিসারদের সম্প্রদায় হল : (১) ইঙ্গ-ভারতীয়, (২) মুসলমান, (৩) ইঙ্গ-ভারতীয়, (৪) মুসলমান।

(গ) হ্যাঁ সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের নির্দেশ শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদের ওপর প্রযোজ্য নয়, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর সব প্রথম শ্রেণীর পদের জন্য প্রযোজ্য। কাজেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের পদটি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য রাখা সম্ভব নয়।

(ঘ) পদপূরণের প্রশ্নটি এখনও বিবেচনাধীন।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৫৯।

৩৯৯

* যোধপুর রেল-এ পেমেন্ট অব্ ওয়েজেস অ্যাক্ট প্রয়োগ

৭৫৬. **শেঠ সুখদেব** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে জানাবেন—

(ক) এটা কি ঘটনা যে, পেমেন্ট অব্ ওয়েজেস অ্যাক্ট যে ১৯৩৬ ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে চালু, যোধপুর রেলওয়ের ওপর প্রযোজ্য কি না, এবং সেক্ষেত্রে লেবার গেজেট-এ প্রকাশিত রেলওয়ে কনসিলিয়েশন অফিসার এবং রেলওয়ে লেবার সুপারভাইজরের বার্ষিক ১৯৪১-৪৪ রিপোর্টে এর কোনও উল্লেখ নেই কেন, এবং

(খ) এই ক' বছরে যোধপুর রেলওয়ের ব্রিটিশ অংশের ওপর পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট থাকলে মাননীয় সদস্যকে সেটা সভার টেবিলে পেশ করে যোধপুর রেলওয়ের নিম্নোক্ত তথ্য দেবেন— (১) কর্মচারী সংখ্যা, i) প্রাপ্তবয়স্ক, ii) শিশু, iii) বদলি, iv) এদের মোট বেতন।

(২) জরিমানাপ্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা এবং জরিমানার পরিমাণ।

(৩) বাদ যাওয়া কর্মচারীর সংখ্যা, এবং ক্ষতিগ্রস্থ দ্রব্য ও পুনরুদ্ধারকৃত টাকার পরিমান, এবং

(৪) কৃত ইনসপেকসনের সংখ্যা এবং প্রাপ্ত অনিয়ম?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর, হ্যাঁ। ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট-এ প্রকাশিত নোটে রেলওয়ের পেমেন্ট অব্ ওয়েজেস অ্যাক্ট রয়েছে।

(খ) ১-৩, প্রাপ্ত তথ্যসহ বিবৃতি সভার টেবিলে রাখা হল, (৪) তথ্য এখন-ই নেই।

যোধপুর রেল প্রশাসনের কারখানা ও ব্রিটিশ অংশের অন্যত্র কর্মচারী সম্পর্কে পেমেন্ট অব্ ওয়েজেস আইনের ১৭ বিধি ১৯৩৮ অনুযায়ী যে বিবৃতি দাখিল হয়েছে তা হল :

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৬১।

	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪
মোট কর্মচারী সংখ্যা			
প্রাপ্ত বয়স্ক	১৯০১	১৯৩৩	২০২৪
শিশু	০	০	০
মোট প্রদত্ত মজুরি	৫,৮২,৩৭৯ টা:	৬,৩৫,৯৩৮ টা:	৬,২১,৪৩৩ টা:
জরিমানা প্রাপ্ত কর্মচারী	১২৮	১০২	১৪০
পুনরুদ্ধারকৃত জরিমানা	৪১ টাকা	৩১ টাকা	৪৮ টাকা
বাদ যাওয়া শ্রমিক সংখ্যা দ্রব্য নষ্ট	১১০২ টা:	১১২৭ টা:	১৩০৩ টা:
ক্ষতির দরুন পুনরুদ্ধারকৃত টাকা	১২৮৭ টা:	১১২৯ টা:	১৯৮৫ টা:

□ □ □

৪০০

* দিল্লি থেকে মার্কিন সেনা গীর্জা সরানো

৭৬৪. শ্রী এস. টি. আদিত্যন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে জানাবেন, পার্লামেন্ট, নতুনদিল্লি স্থিত মার্কিন গীর্জাগুলি সরকারের কাছে প্রত্যার্পন করা হবে কি না, নতুবা সরকার এটা নিয়ে কি করতে চান?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৭১।

৪০১

* সরকারি দফতরগুলি থেকে কর্মচারীদের অব্যাহতি

৭৬৯. **শ্রী মনু সুবেদার** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, ১৯৪৬ থেকে অস্থায়ী ও স্থায়ী কত সংখ্যক কর্মচারীকে অব্যহতি দেওয়া হবে : i) নৌ-বাহিনী, স্থল ও বিমান বাহিনীসহ সমর দফতর থেকে ii) রেল এবং iii) সরকারের অন্যান্য দফতর থেকে?

(খ) এটা কি ঠিক যে, এদের কেউ কেউ দৃষ্টান্তমূলক পরিষেবা দিয়েছেন এবং এখন অব্যহতি পাচ্ছেন?

(গ) সরকার এদের অন্যান্য দফতরে পুনর্নিয়োগের কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

(ঘ) এদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার কি বিশেষ কর্ম-প্রকল্প নিচ্ছে?

(ঙ) এটা কি ঘটনা, বিভিন্ন চাকরি থেকে ভারতীয়দের তাড়ানো হচ্ছে অথচ এদিকে চাকরিতে ব্রিটিশদের নেওয়া হচ্ছে?

(চ) সরকার কি এ ধরনের নিয়োগ বন্ধ করার কথা ভাবছে এবং ভারতীয়দের নতুন চাকরিতে নিয়োগ করে কাজের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেবে?

(ছ) কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ৭০% সরাসরি নিয়োগ করে পদ পূরণ করেন এবং যথাযথ ব্যবস্থার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) তথ্যটি এখনই নেই। এটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। যথাসময়ে সভায় পেশ করা হবে।

(খ) হ্যাঁ, (গ) নির্দেশ জারি করে দফতরগুলিকে বলা হয়েছে অব্যহতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নাম কর্মনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত করতে এবং যথাসম্ভব ঐ কেন্দ্রের মাধ্যমেই সব পদ পূরণ করার জন্য বলা হয়েছে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে প্রকল্প বের করছে মুখ্যতঃ বেকারি ও মুদ্রা অবমূল্যায়ন মোকাবিলার জন্য। এর মধ্যে

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃঃ ১৯৭২।

উৎপাদনমুখী প্রকল্প ও আর্থিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও রয়েছে, যেগুলি নিজ-অর্থ বিনিয়োগমূলক নাও হতে পারে। যেমন ছোট সেচ, রাস্তা, অবক্ষয়রোধ, কৃষি ব্যবস্থা, বন ইত্যাদি। দুটি পর্যায়ে এই সব প্রকল্পে নির্মাণকাজ। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, প্রকান্ত সেনাকর্মীদের পুনর্বাসন। পঞ্চম পরিকল্পনার বাইরে কিছু প্রকল্প যেমন, জনস্বাস্থ্য প্রকল্প, বিশেষ করে ম্যালেরিয়ারোধ প্রকল্প, জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী প্রকল্প কাজ সৃষ্টি করবে।

(ঙ) না, যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ দরকার বা পদের সংখ্যা কম ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট।

(চ) প্রশ্ন ওঠে না।

(ছ) ৭০% পদে সরাসরি নিয়োগ হয়। ২০ জুন ১৯২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯২২-এর মধ্যে এই নিয়োগ হয়েছে। এগুলি যুদ্ধসংক্রান্ত কাজের জন্য সংরক্ষিত। যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে উচ্চ পদগুলির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য আবেদন করার শেষ দিন ছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬, এবং টেকনিকাল পদের জন্য আবেদনের শেষ দিন ১ এপ্রিল ১৯৪৬। টেকনিকাল পদের জন্য ইন্টারভ্যু নেবে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এরাই সিদ্ধান্ত নেবে। নন টেকনিক্যাল পদের জন্য প্রার্থীদের প্রথম পরীক্ষা নেবে যুদ্ধ দফতরের নিয়োগ অফিসারদের সমধর্মী সিলেকশন বোর্ড এবং পরে ইন্টারভ্যু নেবে ফেডারেল পাবলিক সারভিস কমিশন, এরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। নিম্নপদস্থ ও অধস্তন পদের জন্য প্রাক্তন সেনাকর্মীদের কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হয়েছে।

□ □ □

৪০২

* বড়লাটের এস্টেট-এর কর্মীদের বেতন হার

৭০. সর্দার মঙ্গল সিং : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে জানাবেন, দিল্লি বা সিমলায় বড়লাটের এস্টেট-এ ১৪ জুলাই ১৯৪৬ এর আগে থেকে যে-সব করনিক ও অধস্তন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, তাঁদের বেতনহার, অন্যান্য অবৈতনিক সুবিধা, কাজের স্থান, ইত্যাদির অবস্থা কী?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : টেবিলে একটা বিবৃতি রয়েছে। (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৭৪।

বিবৃতি

(প্রশ্ন ৭০-এর উত্তরে ড. আম্বেদকরের বক্তব্য)

ক্র:	নাম	পদ	বেতনহার	বড়লাটের এঃ থেকে স্থানান্তরের সময়ে বেতন	ছাড়-এর ধরন	কাজের স্থান
১.	হোসেন আলি	স্যানিটরি সুপারভাইজর	৮০-৭২৫৫	২৪১	বিনাভাড়ায়	নয়াদিল্লি
২.	শিবসরন দাস	বিল্ডিং সুপার-ভাইজর	২০০-১৩-৪০০	৩৪০	বাড়ি ও কর,	”
৩.	বি. জি. মাথুর	”	”	২৯০	আলো ও জলের করমুক্ত	সিমলা
৪.	বি.সি. ব্যানার্জি	”	”	২০০	”	কলকাতা
৫.	মোহন লাল	ড্রাফটসম্যান	৬০-৫-১৫০	১৩০	”	নয়াদিল্লি
৬.	মাধো নারায়াণ	সাব-ওভারসিয়স	৭৫-৪-৯৫-৫-১৫০	১৩৫	”	সিমলা
৭.	পি. এন. ব্যানার্জি	ইলেকট্রিকাল সুভারভাইজর	২০০-১০-৪০০	৪০০	”	”

১ অবসরপ্রাপ্ত

২ মৃত

৩ অবসরপ্রাপ্ত

৪-৭ বর্তমানে বড়লাটের এস্টেট ডিভিসন নেই

□ □ □

৪০৩

* যোধপুর রেলওয়ে কর্মীদের কাজের সময় সংক্রান্ত বিধি

৭১. **শেঠ সুখদেব** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন?

(ক) ব্রিটিশ ভারতে চালু যোধপুর রেলওয়ে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কাজের সময় সংক্রান্ত বিধি প্রযোজ্য কিনা?

(খ) এর উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ১৯৪১-৪৪ সময় কালের রিপোর্ট ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট-এর সুপারভাইজার ও কনশিলিয়েসন অফিসারের তা উল্লেখ করা হয় নি কেন? ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট, ডিসেম্বর ১৯৪৫ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয় নি কেন?

(গ) মাননীয় সদস্য কি সভার সামনে বিবৃতি দিয়ে যোধপুর রেলওয়ে সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্য ১৯৪১-৪৪-এর পৃথকভাবে জানাবেন।

i) নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা,
ii) নিয়ন্ত্রিত বিধির আওতাভুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা,
iii) নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃত লোকের সংখ্যা,
iv) প্রয়োজনীয় অন্তর্বর্তীকালীন কর্মচারী সংখ্যা,
v) বাদ যাওয়া কর্মচারীর সংখ্যা,
vi) ছুটি ভোগ করার অধিকারী কর্মচারী সংখ্যা,
vii) ইনস্‌পেকশন-এর সংখ্যা,
viii) লেবার ইনসপেকটরেট কর্তৃক চ্যালেঞ্জ করা মামলার সংখ্যা,
ix) ভারত সরকারের শ্রমদপ্তরে পাঠানো সন্দেহযুক্ত মামলার সংখ্যা, এবং
x) নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কাজ করেছে এমন নিয়মিত ও মাঝে মধ্যে নিযুক্ত কর্মী সংখ্যা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : উত্তর 'না', সুতরাং খ ও গ-এর প্রাসঙ্গিকতা থাকে না।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃঃ ১৯৭৬।

৪০৪

* রেল কনট্রাকটরদের বিধিবদ্ধ নিয়ম

৭২. **শেঠ সুখদেব** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে বলবেন :

(ক) ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট, নভেম্বর ১৯৪৫-এ প্রকাশিত রেলওয়ে কনসিলিয়েশন অফিসার ও রেলওয়ে লেবার সুপারভাইজর ১৯৪১-৪৪ সময়ের রিপোর্টের মন্তব্য কি মাননীয় শ্রমিক সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে? তাঁরা বলেছেন পেমেন্ট অব্ ওয়েজেস অ্যাক্ট অনুসারে নিযুক্ত লেবার ইনসপেকটর রেলওয়ে ঠিকা মজুরিদের পর্যবেক্ষণ যোগ্য নন কারণ এক্ষেত্রে মজুরি, টাকা-কাটা ও জরিমানা সংক্রান্ত কাগজপত্র ঠিকাদাররা রাখেন না, যেহেতু এ বিষয়ে বিধিবদ্ধ আইন নেই, এবং

(খ) বিধিবদ্ধ আইন সংশোধনের প্রস্তাব আছে কি না, থাকলে কখন তা করা হবে, না থাকলে কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) উত্তর, 'হ্যাঁ'।

(খ) বিষয়টি বিবেচনাধীন।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৯৮।

৪০৫

@ প্রবর সমিতির কারখানা (সংশোধন) বিধেয়কের রিপোর্ট পেশ

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, কারখানা আইন, ১৯৩৪ আরও সংশোধন করার জন্য আমি প্রবর সমিতির রিপোর্ট পেশ করছি।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৬ মার্চ, ১৯৪৬। পৃ: ১৯৯৯।

৪০৬

* কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর ও নতুন দিল্লিতে কনট্রাকটর কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকদের আবাসন পরিস্থিতি

৮৬৭. **এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, দয়া করে জানাবেন:

(ক) কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর ও নতুন দিল্লির বাড়ির কনট্রাকটরা নতুন দিল্লি ও আশেপাশে বাড়ি তৈরির কাজে কত সংখ্যক মজুর নিয়োগ করেছেন?

(খ) এটা যদি ঘটনা হয় যে, তাদের থাকার জন্য যে বাড়ি দেওয়া হয়েছে তার প্রয়োজনীয় আলো বাতাসের ব্যবস্থা নেই এবং বৃষ্টি রোদের দিন তাদের অপস্থা শোচনীয় হয়, এবং

(গ) ওপরের খ-এর উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, সেক্ষেত্রে এদের জন্য বাসোপযোগী সস্তায় বাড়ির কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? তা যদি না হয়, তবে কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর সরাসরি ১২,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত, কনট্রাকটরদের নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা কাজের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

(খ) পূর্ত দফতরের কিছু শ্রমিক সরকারি আবাসন পেয়েছেন, অন্যেরা নিজেদের বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন।

কনট্রাকটরদের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ৯০০০ জন দিল্লি শহরাঞ্চলে তাদের বাড়িতে থাকে। বাইরে থেকে আশা শ্রমিকরা হয় রোজ তাদের গ্রাম থেকে এসে কাজ করে বাড়ি ফিরে যায় অথবা কনট্রাকটররা কাজের জায়গাতেই ঘর করে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়, এতে তারা রৌদ্র ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পায়।

(গ) সরকার ইতিমধ্যে কনট্রাকটরদের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য দিল্লির কাছে

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১২, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২২২৪।

গ্রামে আদর্শ বস্তির উন্নয়ন করার কথা ভাবছেন দরিদ্রতম মানুষদের জন্য অনুদান দিয়ে আবাসন প্রকল্প করে কনট্রাকটরদের নিযুক্ত শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা ভাল করার কথা ভাছে।

সরকারি আবাসন পায় নি পূর্ত দফতরের সেইসব শ্রমিকদের জন্য আবাসন করার কথা সরকার বিবেচনা করছে।

৪০৭

* অভ্রকে কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্তির কারণ

৮৯০. **শ্রী সত্যনারায়ণ সিনহা** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, এটা ঘটনা কিনা, যে ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকার আইন সংশোধন করে অভ্রকে কেন্দ্রীয়, তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছেন?

(খ) যদি তাই হয়, মাননীয় সদস্য দয়া করে কি বিহারে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়া অবধি এটা স্থগিত রাখবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ব্রিটিশ সংসদ ভারত সরকার আইন এমনভাবে সংশোধন করতে চাইছেন, যাতে আইন করে যুদ্ধ থেকে শান্তির অন্তর্বর্তীকালে অভ্রসহ কিছু ব্যাপার কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা আসে।

(খ) দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারের তালিকা ১-এর ৩৬ নম্বর বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করে অভ্রের কিছু ব্যাপারকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনার কথা ভাবছে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১২, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২২৩৬।

৪০৮

@ আলিগড় সরকারি প্রেসের কর্মচারীদের ক্ষোভ

৮৯৬. পণ্ডিত কিশোর দত্ত পালিওয়াল : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে জানাবেন :

(ক) আলিগড় সরকারি প্রেসের কর্মচারীরা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছেন কিনা, যদি দিয়ে থাকে তবে তাদের ক্ষোভ ও দাবি কি?

(খ) সরকার কি এদের ন্যূনতম মজুরি দেবে, না দিলে কবে কিভাবে দেবে?

(গ) যে-সব সুবিধা দেওয়া হয়, যেমন স্নানের ব্যবস্থা, খেলাধূলা, সন্তানদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা সাহায্য আবাসন?

(ঘ) সপ্তাহে তাদের কাজের ঘণ্টা, সরকার এই সময় কমিয়ে ৪০ ঘণ্টা করতে চাইছে কি না?

(ঙ) সরকার এদের সস্তায় খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করার কথা ভাবছে কি না, দিল্লি প্রেস ও অন্যান্য সরকারি দফতরে এ ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়?

(চ) সরকার কি এদের কাজের সংখ্যা অনুযায়ী মজুরির বদলে বর্তমান কর্মচারীদের মতো মাসিক বেতনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, ক্ষোভগুলি হচ্ছে :

i) উত্তরপ্রদেশ সরকার আটার রেশন কমিয়ে দিয়েছে ;

ii) বেতনহার পুনর্বিন্যাস,

iii) দিল্লির সরকারি কর্মচারীদের মতো সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ,

iv) খুচরো মজুরি ব্যবস্থা রদ,

v) কাজের সময় পাল্টানো,

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১২, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২২৩৬।

vi) আবাসনের ব্যবস্থা।

ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ার পিছনে মূল কারণ আটার রেশন কমানো।

(খ) প্রশ্নটি সাধারণ, সরকারের এদিকে দৃষ্টি পড়েছে।

(গ) মাঠে খেলাধূলা ও চিকিৎসার সুযোগ ছাড়া অন্য সুযোগ নেই। অন্যান্য সুযোগের ব্যাপারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

(ঘ) সপ্তাহে এখন কাজের সময় ৪৮ ঘণ্টা। এই সময় কমানো হবে কিনা তা বিবেচনা করা হচ্ছে।

(ঙ) না। আলিগড় প্রেসের কর্মচারীরা উত্তরপ্রদেশ সরকারের নির্দেশানুসারে সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পায়।

(চ) সরকারের বর্তমান নীতি হল, ক্রমে কাজের সুযোগভিত্তিক মজুরির বদলে বেতনহার প্রবর্তন।

□ □ □

৪০৯

* ভারত সরকারের প্রেসগুলিতে জুনিয়র রিডারদের পদোন্নতি

৯০০. **হাজি চৌধুরি মহম্মদ ইসমাইল খান :** (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, ভারত সরকারের প্রেসগুলিতে নিযুক্ত জুনিয়র রিডাররা কিসের ভিত্তিতে পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র রিডার হন?

(খ) এটা কি ঘটনা যে, কিছু বিভাগীয় কর্মচারী রিডারশিপ পরীক্ষা আগে পাশ করে এবং জুনিয়র রিডার হিসাবে আগে কাজে যোগদান করলেও তাদের বঞ্চিত করে পরবর্তী সময়ে যোগ দেওয়া রিডারদের ভারত সরকারের প্রেসগুলিতে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে?

(গ) এটা কি ঘটনা, কিছু যোগ্য কপিহোল্ডার বেশিদিন কাজ করা সত্ত্বেও জুনিয়র রিডার পদে তাদের জুনিয়র ঘোষণা করা হয়েছে যারা জুনিয়র রিডার হিসেবে কমদিন কাজ করেছে এবং রিডারশিপ পরীক্ষায় একই সাথে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করা সত্ত্বেও তারা পদোন্নতি পেয়েছেন?

(ঘ) এটা কি ঘটনা যেসব কপি হোল্ডার যোগ্য ও বেশিদিন কাজ করেছেন তাদের জুনিয়র রিডার স্কেল-এ জুনিয়র ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কমদিন কাজ করেছেন ও রিডারশিপ পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেন নি তাদের চেয়ে উপরোক্ত অভিজ্ঞদের জুনিয়র করে রাখা হয়েছে?

(ঙ) এটা কি ঠিক, যেসব কপিহোল্ডার বেশিদিন কপিহোল্ডার পদে কাজ করেছেন তাদের সিনিয়র হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে?

(চ) মাননীয় সদস্য কি সিনিয়র রিডার পদের জন্য জুনিয়র রিডার স্তরে বেশিদিন কাজ করা ব্যক্তিদের নিয়োগ করার কথা ভাবছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হেড রিডার পদটি 'নির্বাচিত' পদ হিসাবে ঘোষিত, এটা ছাড়া রিডারদের পদোন্নতির ভিত্তি হচ্ছে যোগ্যতাসহ বেশিকাল চাকরি।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১২, মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ২২৪০।

(খ) ও (গ) হ্যাঁ যেসব ক্ষেত্রে সিনিয়র কপি হোল্ডাররা রিডারশিপ পরীক্ষায় জুনিয়রদের চেয়ে আগে কৃতকার্য হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা ঘটনা। পরীক্ষা যোগ্যতার শর্ত সেজন্য পরীক্ষায় পাশ নয় বেশিদিন চাকরিই রিডার হিসেবে নিয়োগের শর্ত।

(ঘ) হ্যাঁ, এপ্রিল ১৯৪৩ পর্যন্ত একনাগাড়ে চাকরির সময় দিয়েই সিনিয়রিটি বিচার্য।

(ঙ) আগে ক-এ যেমন কথা হয়েছে, বিভিন্ন প্রেসে হেড রিডার কিছু পদ যোগ্যতার ভিত্তিতে পূরণ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে এটাই করা হয়েছে।

□ □ □

৪১০

* নতুন দিল্লির সরকারি প্রেসে সেকশন হোল্ডার ও ওভারসিয়র পদে মুসলমান

৯০৪. **হাজি চৌধুরি মহম্মদ ইসমাইল খান** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, নতুন দিল্লিতে ভারত সরকারের প্রেসে ওভারসিয়র ও সেকশন হোল্ডার পদে কতজন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারী আছেন, তাদের মধ্যে মুসলমান কতজন?

(খ) এই প্রেসে বিভিন্ন ওভারসিয়রের কাজ ও দায়িত্ব কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ৭ জন ওভারসিয়র, ১২ জন সেকশন হোল্ডার, ৭ জন ওভারসিয়রের মধ্যে ২ জন মুসলমান। ১২ জন সেকশন হোল্ডারের মধ্যে ৪ জন মুসলমান।

(খ) একজন ওভারসিয়রের দায়িত্ব

i) তাঁর অধীনে যত কাজ হচ্ছে তার সংখ্যা ও গুণ বজায় রাখা,

ii) অধীনের শাখাকে পুরো কাজে নিযুক্ত রাখা,

iii) উৎপাদনের কাজ স্বল্প ব্যয়ে ঠিকভাবে করা,

iv) ওভারটাইম-এর প্রয়োজন খতিয়ে দেখা ও তা ন্যূনতম রাখা,

v) কর্মরতদের মধ্যে সমানভাবে কাজ বণ্টন করা।

প্রেসের সব পর্যায়ের গোপন ও বিশ্বস্ত কাজের তদারকি করেন একজন নন-টেকনিকাল ওভারসিয়র।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১২, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২২৪২।

৪১১

* সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়র হিসাবে রায় সাহেব সি. পি. মল্লিকের কার্যকরি পদোন্নতি

৯০৭. ডা: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদ : (ক) সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়র হিসাবে কর্মরত রায় সাহেব সি. পি. মল্লিক সম্বন্ধে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ তারিখে ৫৯৯ নম্বর তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি, একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়রকে বিনা নিয়োগপত্রে এইভাবে কাজ করানোর যুক্তি কি?

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাহি বাস্তুকারের কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন কি? করলে, তিনি কি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র হিসাবে নিজের কাজের রিপোর্ট সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়র হিসেবে নিজেকেই পাঠাচ্ছেন? তা না হলে, তিনি কাকে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন? মাননীয় সদস্য কি নিয়োগ ও কাজ চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্যটা ব্যাখ্যা করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) এই ব্যবস্থার অর্থ হল, এই অফিসার সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়রের বেতন পাচ্ছেন না, নির্বাহী বাস্তুকারের কাজসহ সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়রের কাজ করার জন্য বাড়তি একটা ভাতা পাচ্ছেন। নির্বাহি বাস্তুকারের কাজের রিপোর্ট পরবর্তী উর্ধতন অফিসার চিফ ইঞ্জিনিয়রের কাছে পাঠাচ্ছেন।

এই ব্যবস্থার পক্ষে প্রশাসনিক বিধি ও রীতির অনুমতি রয়েছে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ১২, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২২৪৪।

৪১২

* কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের প্রশাসনের কিছু পদে মুসলমানদের সংখ্যা অনুসন্ধান

৯০৮. ডা: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমদ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন, প্রশাসন অফিসার পদ গ্রহণের জন্য তিনি কি একজন তফসিল জাতের প্রার্থীকে বলেছিলেন? যদি বলে থাকেন তো তিনি কি উত্তর দিয়েছেন?

(খ) কোনও যোগ্য মুসলমান প্রার্থীর সন্ধান করেছিলেন?

(গ) মাননীয় সদস্য কি কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে প্রশাসনিক পদে শুধুমাত্র হিন্দু ও তফসিল প্রার্থীদের দিয়ে পূরণ করতে চান? তা না হলে প্রশাসন অফিসারের পদ যোগ্য প্রার্থী দিয়ে পূরণের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) না। প্রশ্ন ওঠে না।

(খ) প্রশ্ন ওঠে না।

(গ) কোনও সিদ্ধান্ত হয় নি, পদটি পূরণের প্রশ্ন বিবেচনাধীন।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ১২, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২২৪৪।

৪১৩

* কয়লাখনিতে বেকার মহিলাদের জন্য চাকরি

১০০৮. অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে বলবেন :

(ক) কয়লাখনিতে যেসব মহিলা কাজ করেন এবং যারা গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্মহীন, তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কোনও চেষ্টা করা হয়েছে কি না?

(খ) এইসব বেকার মহিলাদের মধ্যে কিছু অংশকে কনট্রাকটররা কাজে লাগাচ্ছেন, সরকার মালিকদের এটা করতে দিচ্ছে কেন,

(গ) এদের জন্য যে মজুরি দেওয়া হয়, এবং

(ঘ) পরিবারের পুরুষ সদস্যরা কয়লাখনিতে নিযুক্ত এই কারণে এইসব মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট অনুদান, বাড়তি আধ সের চাল, বিনামূল্যে আধ সের দুধ, ও কম দামে চাল ও ডাল পাওয়ার সুযোগ সরকার বন্ধ করেছে কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তারকাচিহ্নিত ৪৬৬ নং প্রশ্নের উত্তরের প্রতি তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬।

(খ) কনট্রাকটরদের দিয়ে বাড়ি তৈরি, বালি তোলা ও নামানো, ইঁট তৈরি ইত্যাদি কাজ করানো হয়, এবং ভূ-গর্ভে নিযুক্ত মহিলাদের মধ্যে কাউকে কাউকে এইসব কাজ দেওয়া হয়েছে চুক্তি ভিত্তিতে।

(গ) এভাবে কাজে নিযুক্ত মহিলারা পান দিনে ১০-১২ আনা, এছাড়া বিনা মুল্যে আধ সের চাল, ও প্রতিবার হাজিরার জন্য দু'আনা।

(ঘ) বাড়তি রেশনের সুযোগ শুধুমাত্র কয়লা খনির শ্রমিকদের দেওয়া হয়। কয়লাখনির নিচে কাজ করা মহিলাদের বিনামূল্যে দুধ সরবরাহ করা হত ভূগর্ভে মহিলা নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সাথে যুক্ত সুবিধা হিসাবে, ঐ নিষেধাজ্ঞা ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ আবার জারি হওয়ার ঐ দিনে থেকে এই সুবিধা রদ হয়েছে।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ১৫, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২২৫৮।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : চাল ও ডাল কেনার সুবিধার ক্ষেত্রে যেসব মহিলা আগে ভূ-গর্ভে কাজ করতেন কিন্তু এখন ওপরে কাজ করছেন, তাদের জন্য এটা চালু থাকবে না কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আগেই আমার উত্তরে বলেছি, এইসব সুবিধা ছিল ভূ-গর্ভে কাজ করাকালে। আবার নিষেধাজ্ঞা জারির সাথে সাথে এই ক্ষতিপূরণমূলক ভাতা দেওয়ার যৌক্তিকতা নেই।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : আগের দিন মাননীয় সদস্যের সচিব বলেছেন, কনট্রাকটরদের স্বেচ্ছাচারের থেকে রক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমরা কি বুঝব, শোষণের থেকে রক্ষার জন্য?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সেটা কে বলেছেন আমি বুঝছি না।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : মাননীয় সদস্যের সচিব শ্রী যোশি বলেছেন যে এখানে কনট্রাকটদের কাজ দেওয়া হয় এবং তাদের মাধ্যমে মহিলারা নিযুক্ত হন। এইসব কন্‌ট্রাকটরদের শোষণের থেকে রক্ষার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে ধরে নেব কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, মাননীয় সদস্য নির্দিষ্ট প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

দেওয়ান চমন লাল : চুক্তিতে ন্যায়সম্মত মজুরির ওপর সরকার কি জোর দিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি যতটুকু খবর জানি, চুক্তিতে এই ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মনু সুবেদার : কনট্রাকটরদের বাদ দিয়ে শ্রমিকদের সরাসরি নিযুক্ত করার সমস্যা পর্যালোচনায় সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

দেওয়ান চমন লাল : আমার প্রশ্ন, এইসব মহিলা শ্রমিকদের মজুরির কথা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এখনও পর্যন্ত সেটা করা হয় নি, বিবেচনা করা যেতে পারে।

□ □ □

৪১৪

* লক্ষ্মনতীর্থ নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ

১০০৯. শ্রী ডি. পি. কর্মকার : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন :

(ক) কুর্গের লক্ষনতীর্থ নদীর ওপর বাঁধ তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে কি না, এবং ৩০,০০০ একর জমিতে সেচের আশায় এই প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে কি না?

(খ) মহিশূর সরকার এই প্রকল্পের আপত্তি তুলেছে কি না?

(গ) ভারত সরকারের কাছে কুর্গ কমিশনার এ বিষয়ে কিছু লিখেছেন কি না?

(ঘ) ভারত সরকার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না, এবং নিলে সেই সিদ্ধান্ত কি, নতুবা সরকার শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিয়ে কুর্গ সরকারকে এক প্রকল্প করতে দেবে কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, তবে ১৯৪২-এ রচিত এই প্রকল্পে ৩০০০ একর জমিতে সেচের কথা রয়েছে।

(খ) তথ্য নেই তেমন। তথ্য সংগ্রহের জন্য বলা হয়েছে।

(গ) ও (ঘ) প্রকল্পটি পরীক্ষা করা হয় কিন্তু প্রযুক্তির ব্যাপারে কিছু ত্রুটি রয়েছে। প্রকল্প সংশোধনের জন্য কুর্গ কমিশনারকে বলা হয়েছে এবং প্রতিবেশি রাজ্যের আপত্তি আছে কি না তা অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে। যদিও কুর্গ প্রশাসন যুদ্ধোত্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সংশোধিত প্রকল্প কুর্গ কমিশনারের থেকে পাওয়া যায় নি।

□ □ □

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ১৫, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২২৫৯।

৪১৫

* কর্মবিনিয়োগ ও পুনর্বাসন নিদেশকের ব্যয়-বরাদ্দ

১০১৭. শ্রী ভাদিলাল লালুভাই : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি বলবেন :

(ক) কর্মবিনিয়োগ ও পুনর্বাসন নিদেশকে পৃথক ভাবে ও কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কেন্দ্রে কত ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে,

(খ) এইসব বিভিন্ন কেন্দ্রে কতজন কর্মচারী আছেন,

(গ) এই কেন্দ্রে চাকরির জন্য কতজন প্রাক্তন সেনা নাম রেজিষ্ট্রি করেছেন,

(ঘ) কতজন প্রাক্তন সেনার জন্য সরকার যথাযথ বিকল্প চাকরির ব্যবস্থা করতে পেরেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) প্রশ্নটা পরিস্কার নয়, মনে হয় মাননীয় সদস্য পুনর্বাসন ও কর্মবিনিয়োগের ডাইরেকটর জেনারেল-এর কর্মচারিদের জন্য বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের কথা জানতে চাইছেন। সেটা হল ৫

হেড কোয়ার্টার —২৭,১৪,৮০০ টাকা

আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ—১,০৮,৩২,৫০০ টাকা

মোট—১,৩৫,৪৭,৩০০ টাকা

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ১৯৮৬-৪৭ এর বাজেট বরাদ্দ উল্লেখ্য। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলির ব্যয় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ৬০ : ৪০ হিসাবে বহন করা হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শাখাগুলির সংগঠন ও পদের সংখ্যা বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে পুনর্বাসন ও কর্মবিনিয়োগ দপ্তরের ডাইরেকটর জেনারেলের ১৮ জুলাই-১ডিসেম্বর ১৯৪৫-এর রিপোর্ট এর কপি সভায় গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২১, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৬৯১।

(গ) কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের দায়িত্ব অব্যহতি পাওয়া কর্মচারীদেরই নয়, যুদ্ধ কর্ম থেকে বরখাস্ত হওয়া কর্মচারীদের নিবন্ধী করণ ও কাজ দেখে দেওয়াও কাজ। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৫ পর্যন্ত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র ও পুনর্বাসন ডিরেক্টর জেনারেল দফতরে মোট নিবন্ধীকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৫০,৬৫৮, এর মধ্যে ২৯৬২৫ জন প্রাক্তন সেনা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি পাওয়া শুরু হয়, ১৯৪৫-এর ১৫ নভেম্বর। সেনাবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী ১,৫০,০০০ জন কাজ থেকে মুক্তি পাবে মার্চ ১৯৪৭-এর মধ্যে। এখনই বলা শক্ত এদের মধ্যে কতজনের কাজ ও পুনর্বাসন দরকার হবে।

(ঘ) ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ পর্যন্ত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র ও পুনর্বাসন ও কর্মবিনিয়োগ দফতরে ৯৫১৬ জনের নাম এসেছে। এর মধ্যে ২৮৪১ জন প্রাক্তন সেনা।

□ □ □

৪১৬

* চুক্তিতে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে মুসলমান ও অ-মুসলমান কর্মী

১০২১. **শেঠ ইউসুফ আবদুল্লা হারুন** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে সভার সামনে পেশ করবেন, টেন্ডার ও কাজের অর্ডার পাওয়া কাজের তুলনামূলক সংখ্যা কত, পৃথকভাবে মুসলমান ও অ-মুসলমান কনট্রাক্টররা নতুন দিল্লির H1, A ডিভিসন, B, ডিভিসন, প্রাদেশিক ডিভিসন, স্পেশ্যাল ১ ডিভিসনে গত তিন বছরে বর্তমান নির্বাহি বাস্তুকারের আমলে ও আগে কতজন কাজ পেয়েছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে এখনি তা নেই, এবং এর জন্য সময় ও শ্রম দরকার তা ফলের মূল্য অনুযায়ী সামঞ্জস্যহীন।

শেঠ ইউসুফ আবদুলা হারুন : মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, কেন তিনি এই তথ্য জানাতে চান না। আমার কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আছে যে, কনট্রাকট পাওয়া মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যের কাছে যদি তথ্যই থাকে তাহলে তিনি আমায় বিরক্ত করছেন কেন।

শেঠ ইউসুফ আবদুল্লা হারুন : আমি মাননীয় সদস্যকে বিরক্ত করছি এইজন্য যে, আমাদের স্বার্থ হানি হচ্ছে এবং মুসলমানদের অবজ্ঞা করছে মাননীয় সদস্যের দফতর, এবং আমি এটা সভার সামনে প্রকাশ করতে চাই।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার আর নতুন কিছু বলার নেই।

শেঠ ইউসুফ আবদুল্লা হারুন : মাননীয় সদস্য কি পরে একটা সময়ে সভার সামনে এই তথ্য জানাবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি পারি না।

শ্রী শ্রী প্রকাশ : মাননীয় সদস্য কি ধৈর্য হারিয়েছেন?

মাননীয় সভাপতি : শান্তি শান্তি। পরের প্রশ্ন।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ১৫, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৪৭২।

৪১৭

* নতুন দিল্লির ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন হাউস বিক্রি

১১৩১. শেঠ গোবিন্দ দাস : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) ভারত সরকার কি হিন্দুস্থান টাইমস-এ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ তারিখে এই মর্মে সংবাদ দেখেছে যে, কার্জন রোড ও অশোক রোডস্থ ওয়েস্টার্ন হাউস ও ইস্টার্ন হাউস কেনার জন্য হোয়াইট হল ভারত সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছে, যদি তাই হয় তাহলে ভারত সরকার এর কি উত্তর দিয়েছেন এবং,

(খ) ভারত সরকার কি মনে করে সংগৃহীত সামগ্রীর জন্য যে দাম তা ক্রয়মূল্যের এক অংশ মাত্র?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গে আমি মাননীয় সদস্যকে ভেঙ্কটসুব্বা রেড্ডির প্রশ্নের (ক) ও (খ)-এর উত্তরে আমি যা বলেছি, তা দেখার জন্য অনুরোধ করি।

(খ) কেনার দাম এখনও ঠিক হয় নি, তবে বাড়ি ভাঙ্গার পর সামগ্রীর যে দাম তা বাড়ির দামের স্বল্প অংশ হবে।

আহমেদ ই. এইচ. জাফর : (ক)-এর উত্তরে মাননীয় সদস্য 'হ্যাঁ' বলেছেন, এর অর্থ কি এই যে হোয়াইট হল থেকে চাপ এসেছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না।

শ্রী জাফর : (ক)-এর উত্তরে 'হ্যাঁ'-র তাৎপর্য কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর অর্থ আমি হিন্দুস্থান টাইমস-এর সংবাদটি দেখেছি।

সভাপতি : পরবর্তী প্রশ্ন।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২১, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৬৮৯।

৪১৮

* আলিগড় সরকারি প্রেসে ধর্মঘটের হুমকি

১১৩৪. শ্রী মোহনলাল সাকসেনা : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, আলিগড় সরকারি প্রেসের কর্মচারীর ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছেন কি না?

(খ) এটা কি ঘটনা যে কর্মচারীরা মাসে ১২, ১৪, ১৫ টাকা পান?

(গ) বেতন, সুযোগ সুবিধা কাজের সময় রেশন সরবরাহ নিয়ে তাদের ক্ষোভের বিষয় তিনি জানেন কি?

(ঘ) শ্রমিকদের দাবি মেটাতে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ,

(খ) হ্যাঁ, কিছু শ্রেণীর কর্মচারী।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) ক্ষোভগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১২ মার্চ ১৯৪৬, ৮৯৬ নং তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরের প্রতি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি অকর্ষণ করছি।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : এই প্রশ্নের (খ)-এর উত্তর প্রসঙ্গে বলি, কত শত কর্মী এইভাবে মাসে ১২, ১৪, ১৫ টাকা পাচ্ছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার আশঙ্কা, এসব তথ্য আমার কাছে নেই।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : সরকার এইসব কর্ম মজুরি পাওয়া লোকের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় বন্ধু তো জানেন, সরকার একটা বেতন কমিশন বসিয়েছে, তারা এ বিষয়টা দেখবেন।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : মাননীয় সদস্য কি জানেন যে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় একজন কর্মচারীকে ন্যূনতম মাসিক ৩০ টাকা বেতন দেয়?

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২১, মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ২৬৯১।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় বন্ধুকে সেজন্য অভিনন্দন জানাই।

ড: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : আমাকে সম্বর্ধনা বা আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রশ্ন নয়, ন্যূনতম জীবনধারনের এটাই মান আমরা আমাদের কর্মচারীদের অনাহার করতে পারি না।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : ১২, ১৪, ১৫ টাকা মাসিক বেতন বাড়াবার জন্য সব সরকারি কর্মচারিদের বেতন নির্ধারক বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ পর্যন্ত দেরি করার দরকার কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সরকারের ইচ্ছা, একই নীতির ভিত্তিতে কিছু সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ, এবং কমিশনের পর্যালোচনার আগে সেই নীতি ঠিক করা যাবে না।

শেঠ গোবিন্দ দাস : এই কমিশনের রিপোর্ট কতদিনের মধ্যে বেরোবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি তা বলতে পারব না, তবে সরকার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করতে চায়।

শেঠ গোবিন্দ দাস : সেই সময় পর্যন্ত লোকে অনাহারে থাকবে। সরকার কি এটা উচিত মনে করে যে মানুষ ততদিন ১২ বা ১৪,১৫ টাকা মাসে পাবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সরকারের সেরকম ইচ্ছা নেই।

শ্রী মোহনলাল সাকসেনা : সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত সরকার কি এদের জন্য কিছু অস্থায়ী সাহায্য দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে?

মাননীয় ড. বি. আর. **আম্বেদকর** : আমি বলেছি, অভিযোগে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী মোহনলাল সাকসেনা : সিদ্ধান্ত নিতে কতদিন লাগবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

শ্রী মোহনলাল সাকসেনা : এটা কি ঘটনা নয় যে, প্রেস কর্মচারীরা অন্যত্র ধর্মঘট করেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, সেরকমই ব্যাপার, তবে অন্যত্র তারা কাজ করছেন মনে হয়।

শ্রী মোহনলাল সাকসেনা : মাননীয় সদস্য কি দেখবেন, যাতে ধর্মঘট করতে বাধ্য হওয়ার আগে তাদের কিছু সাহায্য দেওয়া যায়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি কোনও সময়সীমা দিতে পারি না।

শ্রী আহমেদ ই. এইচ. জাফর : এটা কি ঘটনা নয় যে, 'গভিরভাবে বিবেচনা' করার অর্থ সময়সীমাহীন, আমার মাননীয় বন্ধুদের কাছে অন্ততঃ।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি তা মনে করি না।

৪১৯

* কয়লাখনির ভূ-পৃষ্ঠের কাজে মহিলা কর্মী

১১৩৮. অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন :

(ক) ভূ-গর্ভে কর্মরতা ২০,০০০ মহিলা কয়লাখনি কর্মীর মধ্যে কতজনকে ভূ-পৃষ্ঠের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে ?

(খ) তিনি কি অনুসন্ধান করে দেখবেন, রাজ্য রেল-এর কয়লাখনিগুলিতে ভূ-গর্ভে যেসব মহিলা শ্রমিকের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্য বিকল্প কাজ দেওয়ার জন্য সরকার কোনও পন্থা নেওয়ার কথা ভেবেছে কি?

(গ) কল্যাণ-তহবিল থেকে, যা ৪৬৬ নং প্রশ্নের বলা হয়েছে (২৫.২.১৯৪৬) কতজনকে চাকুরি দেওয়া হয়েছে এবং কতজন প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে চাকুরি পেয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) সঠিক সংখ্যা নেই, তবে কয়লাখনির ভুগর্ভ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ৫০% মহিলাকে ভূ-তলে কাজ দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫০% এর মধ্যে অর্ধেক মহিলা গ্রামে চলে গেছে, বাকি কিছু কোলিয়ারিতে বসে আছে কারণ তারা কয়লা তোলার কাজ করতে চায় না।

(খ) রাজ্য রেল-এর কয়লাখনি ভূ-গর্ভে নিযুক্ত সব মহিলা কর্মীকে ভূ-তলে স্থায়ী কাজ দেওয়া হয়েছে, ১০৬০ জন মহিলা সপ্তাহে ৬ দিন কাজ পেয়েছে।

(গ) কল্যাণ-তহবিলে কোনও মহিলাদের কাজ দেওয়া হয় নি, তবে ঝরিয়া ও রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে খামার ও সবজী বাগান করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, এবং অধিগ্রহণের পরে ঐসব মহিলাদের কল্যাণ তহবিলের নিযুক্ত প্রধান মালির অধীনে কাজ দেওয়া হবে। প্রাদেশিক সরকার কতজন মহিলাকে চাকরি দিয়েছেন তার সংখ্যা জানা নেই।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কাজ করতে অরাজি মহিলারা বাড়িতেই বসে আছেন, কনট্রাকটরদের মধ্যস্থতা না মেনে সরকার এই মহিলাদের কি সাহায্য করার কথা ভেবেছেন?

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২১, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৬৯৬।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এখনই উত্তর দিতে পারব না।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : কনট্রাকটরদের মধ্যস্থতা ছাড়া সরকার কাজ দিতে পারছে না কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : রাজ্য রেল-এর কয়লা খনিগুলিতে এই নিয়ম চলে আসছে দীর্ঘকাল।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : কনট্রাকটরপ্রথার বিরুদ্ধে রয়াল কমিশন অব্ লেবার রিপোর্ট দিয়েছেন এটা কি ঘটনা?

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ ঃ রয়্যাল কমিশন চুক্তিতে কাজের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছে, তা কি সত্য? সরকার কি কন্ট্রাকটরদের উদ্দেশ্যহীনতা দমনে কোনও উপায় চিন্তা করছে? সরকার কি এইসব মহিলাদের নিযুক্তির ব্যাপারে অন্য কোনও জরুরি উপায় ভাবছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আশা করি ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।

শ্রী আহমেদ ই. এইচ. জাফর : ভারত সফরকারী কোল কমিশনের কাছে কি এটা পেশ করার কথা মাননীয় সদস্য ভেবেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি জানি না এটা পারব কিনা। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।

□ □ □

৪২০

* কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের সাথে জড়িত কনট্রাকটরদের ওপর নিষেধাজ্ঞা

১১৪৩. শ্রী সত্যনারায়ণ সিংহ : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে জানাবেন, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছে কি না যে কাজের জন্য চুক্তি তাদের সাথেই করা হবে, যারা বিভাগের অফিসারদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নয়?

(খ) এটা কি ঘটনা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থে শালা, মাসতুতো খুড়তুতো ভাইরা, অন্তর্ভুক্ত এবং এই উদ্দেশ্যে যুক্ত অফিসারদের মধ্যে মুখ্য করণিক, করণিক, ড্রাফটসম্যান, সারভেয়াররাও পড়েন?

(গ) এই নির্দেশ কেন জারি করা হয়েছে, এবং এর ফলে কতজন কন্ট্রাকটরের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে?

(ঘ) প্রদেশে বা অন্য দেশে বা মিলিটারি, ইঞ্জিনিয়রিং সার্ভিস, রেলওয়ে, মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা বোর্ডে কাজ করার ক্ষেত্রে পূর্ত দফতরের জন্য এই ধরনের বিধি রয়েছে কি?

(ঙ) এই নির্দেশনামা কি ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়েছে অথবা কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের মুখ্য ইঞ্জিনিয়রের নির্দেশে?

(চ) বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের আত্মীয় হওয়ার পাপে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষতির কথা ভেবে সরকার কি এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা বা প্রত্যাহার করবেন? যদি না করেন তবে কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ,

(খ) ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অর্থে শালা, সরাসরি ভাইরা পড়বেন। অফিসার-এর সংজ্ঞায় নন-গেজেটেড কর্মচারীরা পড়বেন না।

(গ) কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি এর উদ্দেশ্যেই। অনুমোদিত তালিকা থেকে ২৫ জন কনট্রাকটরের নাম বাদ গেছে। অন্যদের বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে।

(ঘ) এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হয় নি, এবং ভারত সরকার জানে না এ ধরনের আইন অন্য দপ্তর বা দেশে আছে কি না।

(ঙ) ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে।

(চ) বিষয়টি ভারত সরকারের পরীক্ষাধীন।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২১, মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ২৬৯৬।

৪২১

* পরিবার বাজেট সংক্রান্ত অনুসন্ধান রিপোর্ট

১১৫৬. শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন, পরিবার বাজেট সংক্রান্ত তিন বছর আগে গঠিত অনুসন্ধানের রিপোর্ট কবে প্রকাশ করা হবে?

(খ) মাননীয় সদস্য কি প্রথম ও শেষ কবে প্রতিটি কেন্দ্রে পরিবার বাজেট সংগৃহীত হয়েছিল এবং ঐ-সব অনুসন্ধান পরিচালনায় এত সময় কেন লেগেছিল, তা সভার কাছে পেশ করবেন?

(গ) সরকার কি অবহিত যে, এই অনুসন্ধানের পুরো উদ্দেশ্য ও ফল বিবৃত হয়ে যাচ্ছে মূলত পরিবারের বাজেট অনুসন্ধানকল্পে রচিত প্রশ্নাবলীতে শ্রমিকদের ব্যবহৃত কিছু পণ্যকে বাদ দেওয়ায়?

(ঘ) মাননীয় সদস্য কি দয়া করে জানাবেন, এই পরিবার বাজেট সমীক্ষায় সামঞ্জস্য ও সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনকল্পে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি বসানো হয়েছিল? যদি তাই হয় তবে তারা কতবার বৈঠকে বসেছিলেন? এটা কি ঘটনা যে নমুনার পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ ও একত্র করার পদ্ধতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল? তা না হলে কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) পরিবার বাজেট সংক্রান্ত অনুসন্ধান রিপোর্ট সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ও প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।

(খ) প্রয়োজনীয় তথ্য সংক্রান্ত বিবরণ সভার টেবিলে রাখা হল।

মহার্ঘ ভাতা যেহেতু জীবনমান সূচির ওপর ভিত্তি করে ঠিক হয়, যুদ্ধের সময় এটার অর্ডার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং যেহেতু এ বিষয়ে সঠিক তথ্য নেই, স্বাভাবিক পরিস্থিতি আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এটা শুরু করতে হবে।

(গ) এর উত্তর না।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২১, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৭১০।

(ঘ) জীবনমান সূচির পদ্ধতি নির্ধারণে একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর বৈঠক হয়েছে একটা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সাধারণ নীতি ঠিক হয়েছে, সেটাই অনুসরণ করা হচ্ছে।

বিভিন্ন নির্বাচিত কেন্দ্রে পরিবার বাজেট শুরু ও শেষের দিন।

কেন্দ্র	বাজেট সংগ্রহ শুরু	কাজ শেষ হওয়ার দিন
I. আজমির (১)	১৫.১১.৪৩	১৫.১১.৪৪
II. বাংলা (৪)		
১. হাওড়া	২৮.৩.৪৩	২৮.৭.৪৪
২. খড়গপুর	২৮.৭.৪৩	২৮.৭.৪৪
৩. নারায়ণগঞ্জ	২৮.৭.৪৩	২৮.৭.৪৪
৪. কলকাতা	১.৮.৪৪	৩১.৭.৪৫
III. বিহার (৪)		
১. মুঙ্গের ও জামালপুর	৯.৫.৪৪	৩১.১০.৪৪
২. ডেহরি-অনশোন	১.১১.৪৪	৩১.১.৪৫
৩. জামশেদপুর	১.২.৪৫	৩০.৬.৪৫
৪. ঝরিয়া	১.৭.৪৫	২৫.১১.৪৫
IV বোম্বাই (৪)		
১. বোম্বাই	২২.১.৪৪	২৮.২.৪৫
২. আমেদাবাদ	২২.১.৪৪	২৮.২.৪৫
৩. শোলাপুর	২২.১.৪৪	২৮.২.৪৫
৪. জলগাঁও	২২.১.৪৪	২৮.২.৪৫
কেন্দ্র	বাজেট সংগ্রহ শুরু	কাজ শেষ হওয়ার দিন
V. মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ (২)		
১. জব্বলপুর	১০.৪.৪৪	১৫.৪.৪৫
২. আকোলা	দ্বিতীয় সপ্তাহ জুলাই ১৯৪৪	১৫.৪.৪৫
VI. দিল্লি (১)	১৩.১০.৪৩	৩১.১০.৪৪

VII. পঞ্জাব (৩)		
১. লাহোর	১.১.৪৪	৩০.৪.৪৫
২. লুধিয়ানা	১.১.৪৪	৩০.৪.৪৫
৩. শিয়ালকোট	১.১.৪৪	৩০.৪.৪৫
VIII. খেউরা (২)		
১. খেউরা	এপ্রিল প্রথম সপ্তাহ, ১৯৪৪	১০.১.৪৫
২. দাণ্ডোট ও এ.সি.সি.আই.	১৫.১০.৪৪	১০.১.৪৫
IX. সিন্ধু (১)		
১. করাচি	১.৮.৪৪	৩১.৭.৪৫
X. উড়িশা (২)		
১. কটক	১৫.১২.৪৪	১৫.৯.৪৫
২. বেহরমপুর	১৫.১২.৪৪	১৫.৯.৪৫
XI. উত্তর প্রদেশ (১)		
১. কানপুর	জানুয়ারি ১৯৪৫	অনুসন্ধান কাজ এগোচ্ছে
XII. অসম (৩)		
১. তিনসুকিয়া	এপ্রিল ১৯৪৪	১৫.১০.৪৫
২. শিলচর	”	”
৩. গৌহাটি	”	”

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : এই ধরনের কাজ কি নমুনা হিসাবে কৃষি মজুরদের ক্ষেত্রে করা হবে?

মানীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা আমি মনে রাখব, তবে এ ব্যাপারে শেষ কথা দিতে পারছি না।

□ □ □

৪২২

* বিনা ওজনে খুচরো মূল্যের সূচি সংকলন

১১৫৫. শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট-এ প্রকাশিত কয়েকটি শহর ও শিল্পাঞ্চলের কিছু জিনিসের বিনা ওজনে খুচরো মূল্যসূচি করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য কি?

(খ) যেসব পণ্য ও তার আয়তন ধরে খুচরো মূল্যসূচি করা হয়েছে সাধারণ মানুষকে সে বিষয়ে জানানো হয়েছে কি? যদি না জানানো হয়ে থাকে তবে কেন?

(গ) মাননীয় সদস্য কি সভাকে জানাবেন শ্রম দফতর প্রতিটি কেন্দ্রে কোন কোন পণ্য অন্তর্ভুক্ত করে খুচরো মূল্যসূচি প্রকাশ করেছে? মাননীয় সদস্য কি জানাবেন, ঐসব পণ্য তাদের আয়তন ও সংখ্যা কিসের ভিত্তিতে ঠিক হল এবং সেই সূত্রেই বিনা মাপের খুচরো মূল্যসূচী ধরা হল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ভারত সরকার ১৯৪২ সালে জীবনমানসূচি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু এটা সংগ্রহের জন্য বেশ সময় দরকার ছিল, সেজন্য ঠিক হয় আপাতত খুচরো মূল্যসূচি লভ্য করা হোক যাতে মজুরি সংক্রান্ত বিবাদে তা কাজে লাগে। সেজন্য সরকার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রাদেশিক সরকারগুলির সাথে কথা বলে ঠিক করে দেশের কিছু নির্বাচিত কেন্দ্রের মূল্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে সেই ভিত্তিতে মূল্যসূচি তৈরি করা হবে।

(খ) বিভিন্ন ক্ষেত্রের পণ্যের তালিকা প্রকাশ করা হয় নি, গেজেট-এর সীমিত জায়গার জন্যই এটা হয়েছে অন্য কোনও কারণে নয়।

(গ) প্রতিটি জায়গায় পণ্যসামগ্রীর তালিকা সভার সামনে রাখা হল। এই তালিকার ভিত্তি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে গোষ্ঠীর পণ্য ব্যবহার অভ্যাস এবং তুলনামূলক মূল্য তথ্য তালিকা।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২১, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৭০৮।

ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট-এ প্রকাশিত বিভিন্ন শহরের মূল্যসূচি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পণ্যসামগ্রীর বিবরণ

I. শহরাঞ্চলের কেন্দ্র

	খাদ্যশস্য	ডাল	অন্যান্য খাদ্য	সমগ্র খাদ্য	আলো ও জ্বালানি	কাপড়	অন্যান্য	মোট
১. আজমির	৭	৫	১৫	২৭	৩	৯	২	১১
২. হুবলি	২	৪	১৩	১৯	৩	৫	৬	৩৩
৩. সুরাট	৩	৩	১১	১৭	৩	৭	৬	৩৩
৪. দোহাদ	৩	৩	১২	১৮	৩	৬	৪	৩১
৫. আকোলা	৩	৩	১৪	২০	৪	৮	৬	৩৮
৬. দিল্লি	৯	৩	১৬	২৮	৫	৫	৬	৪৪
৭. রাওয়ালপিন্ডি	৪	৩	১৬	২৩	৩	৫	৫	৩৬
৮. অমৃতসর	৪	৪	১৫	২৩	৩	৬	৪	৩৬
৯. লুধিয়ানা	৪	৩	১৭	২৪	৩	৬	৪	৩৭
১০. শিয়ালকোট	৪	৩	১৫	২২	৩	৫	৪	৩৪
১১. লখনউ	৯	৩	১০	২২	৩	৯	৭	৪১
১২. আগ্রা	৯	৩	১০	২২	৩	৯	৭	৪১

	খাদ্যশস্য	ডাল	অন্যান্য খাদ্য	সমগ্র খাদ্য	আলো ও জ্বালানি	কাপড়	অন্যান্য	মোট
১৩. বেরেলি	৯	৩	১০	২২	৩	৯	৭	৪১
১৪. গৌহাটি ১৫. তিনসুকিয়া	৩	৪	১৯	২৬	৩	৬	৭	৪২
১৬. দেহরি-অন-শোন	৫	৩	১১	১৯	৪	৩	৬	৩২
১৭. পাটনা	৫	৩	১২	২০	৪	৪	৬	৩৪
১৮. কটক	১	৪	১৭	২২	৩	৪	৮	৩৭
১৯. বেহরমপুর	৩	২	১৯	২৪	৩	৩	৫	৩৫
২০. খেওরা	৪	৩	১৬	২৩	৩	৫	৪	৩৫
২১. করাচি	৪	২	১৬	২২	৪	৪	২	৩২
২২. বারানসী	৪	৩	১০	১৭	৩	৯	৭	৩৬
২৩. মিরাট	৯	৩	১০	২২	৩	৯	৭	৪১

	খাদ্যশস্য	ডাল	অন্যান্য খাদ্য	সমগ্র খাদ্য	আলো ও জ্বালানি	কাপড়	অন্যান্য	মোট
২৪. হাওড়া								
২৫. বজবজ								
২৬. কাঁকিনাড়া								
২৭. নারায়ণগঞ্জ								
২৮. শ্রীরামপুর	৪	৪	১৬	২৪	৫	৫	৭	৪১
২৯. গৌরিপুর								
৩০. কাঁচড়াপাড়া								
৩১. খড়গপুর								
৩২. কলকাতা								
৩৩. রানিগঞ্জ								

* ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে (ইন্ডিয়ান লেবার গেজেট-এ) কাপড়ের মান্-এর তারতম্যের জন্য কাপড়দ্রব্যের সূচি করা সম্ভব হয়নি।

II. গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্র

	খাদ্যশস্য	ডাল	অন্যান্য খাদ্য	সমগ্র খাদ্য	আলো ও জ্বালানি	কাপড়	অন্যান্য	মোট
১. বর্মা	১	২	৮	১১	২	৩	৫	২১
২. মাইবাং	১	২	১০	১৩	২	৬	৫	২৬
৩. রাজাপুর	১	২	১৪	১৭	৩	৬	৫	৩১
৪. শঙ্করগড়	৭	৩	৮	১৮	২	৩	৪	২৭
৫. সোনাইলি	৩	৩	১২	১৮	২	৬	৫	৩১
৬. মুলতাপি	২	৪	৯	১৫	২	৫	৪	২৬
৭. নানা	৪	২	১৩	১৯	২	৫	৩	৩০
৮. সালামতপুর	৩	৪	১২	১৯	৩	৪	৩	২৮
৯. সুজাবাদ	৫	৪	১১	২০	২	৬	৩	৩৩
১০. গুজারখান	২	৪	১২	১৮	৪	৬	২	২৯
১১. কৃষ্ণা	২	২	১৪	১৮	৩	৬	৪	৩০
১২. লাখ	২	৩	১০	১৫	২	৫	৩	২৫
১৩. মালুর	৩	৪	১৩	২০	২	৪	৫	৩১
১৪. মনিগুডা	২	৩	১৩	১৮	২	৪	৪	২৮
১৫. কুরচি	২	২	১৩	১৭	৩	৭	৪	৩০

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : এই সব সংখ্যা কি শ্রমিক শ্রেণীরা যে দামে কেনে তার ভিত্তিতে সংগৃহীত, না খুচরো দোকালে যে দাম হওয়া উচিত সেই ভিত্তিতে করা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার ধারণা, মাননীয় সদস্য যদি একটু অপেক্ষা করেন, তো পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে শ্রী আয়েঙ্গার পরিবার বাজেট সম্পর্কে বলবেন।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : শহরের সাধারণ শ্রমিকরা যে কালোবাজার থেকে জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য হয়, সরকার সেই বাজারের দাম সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার ধারণা, সরকারের কাছে কালোবাজারের দাম সম্বন্ধে তথ্য নেই :

শ্রী এন. জি. রঙ্গ : সরকার কি সেটা সংগ্রহ করবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই প্রস্তাব আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সভাপতি : শান্তি, শান্তি। পরের প্রশ্ন।

□ □ □

৪২৩

* খনির নিচে কর্মরতা মহিলাদের বিকল্প কর্মসংস্থান

১৫২. মিস মনিবেন কারা : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে জানাবেন : (ক) খনিতে মাটির নিচে মহিলাদের কাজ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনরায় জারি হওয়ার সময় তাদের মোট সংখ্যা কত ছিল?

(খ) নিষেধাজ্ঞা জারির সময় থেকে এর মধ্যে কতজনকে বিকল্প কর্মসংস্থান দেওয়া হয়েছে?

(গ) কি ধরনের কাজে তাদের নেওয়া হয়েছে?

(ঘ) এই নতুন চাকরি বেতনের হার আগের কাজের তুলনায় কেমন?

(ঙ) বেতন ছাড়া আগের কাজে যে-সব সুযোগ সুবিধা তারা পেতে তার কতটা হারিয়েছে?

(চ) বেতন ও অন্যান্য সুযোগ হারাবার জন্য সরকার তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ২০,০০০-এর মতো।

(খ) সঠিক সংখ্যা নেই, তবে নিষেধাজ্ঞা পুনরায় জারির পর ৫০% কর্মী বিকল্প চাকরি পেয়েছে। বাকি ৫০% -এর মধ্যে অর্ধেক গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেছে, কিছু কয়লাখনিতে বসে আছে কারণ এরা ঠিকা ভিত্তিতে কয়লা তোলার কাজ করতে অস্বীকার করেছে।

(গ) ভূ-তলে কয়লা তোলা নামানোর কাজ, বালি তোলা নামানো এবং খনির বাড়তি বোঝা কমানোর কাজ।

(ঘ) মহিলাদের গড় আয় দৈনিক ১০-১২ আনা (এছাড়া আধ সের চাল, ২ আনা বোনাস), ভূ-গর্ভে কাজের সময়ে পেত দৈনিক ১৪ আনা।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২১, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৭১৬।

(ঙ) বিনা পয়সায় দুধ পাওয়ার সুযোগ বন্ধ, যেহেতু মাটির নিচে কাজ করার জন্যই এই সুযোগ ছিল।

(চ) মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬, ৪৬৬ নম্বর প্রশ্নের (খ) অংশের উত্তরের প্রতি।

□ □ □

৪২৪

@ দিল্লি বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ নির্দেশাবলীর সংশোধন

১২৩৯. পন্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব : মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি :

(ক) এটা কি ঘটনা যে, জানুয়ারি ১৯৪৪-এর আগে দিল্লি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ নির্দেশানুযায়ী বাড়িওয়ালা নিজের প্রয়োজন হলে ভাড়াটে উচ্ছেদ করতে পারতেন ;

(খ) এটা কি ঘটনা যে, উপরোক্ত নির্দেশাবলী সংশোধন করা হয় জানুয়ারি ১৯৪৪-এ এবং সংশোধিত নির্দেশে দিল্লিতে বসবাসকারি বাড়িওয়ালারা নিজেদের দরকারেও ভাড়াটে উচ্ছেদ করতে পারবে না বলা হয়েছে ; যদি তাই হয়, তবে সংশোধনের কারণ কি ;

(গ) ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৫ হিন্দুস্থান টাইমস-এ এই মর্মে একজন বাড়িওয়ালার চিঠির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে কি না ;

(ঘ) সরকার বাড়িওয়ালাদের নিজেদের প্রয়োজনে ভাড়াটে উচ্ছেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করছে কিনা ;

(ঙ) এটা ঘটনা কি না, যে আগের চেয়ে দিল্লিতে বাড়ি পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং সরকার যুদ্ধকালীন নির্মিত বাড়িগুলি ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, নতুন দিল্লি বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ অনুযায়ী বাড়িওয়ালা ভাড়াটে উচ্ছেদ করতে পারেন, তবে রেন্ট কন্ট্রোলার যদি দেখেন যে বাড়িওয়ালার সত্যি সত্যিই নিজের জন্য বাড়ির দাবি যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য

(খ) হ্যাঁ: যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য কথাটি ১৯৩৯-এর নির্দেশে ছিল, এতে বাড়িওয়ালার হাতে কন্ট্রোলারের ধার্য ভাড়ার চেয়ে অন্যায্যভাবে বেশি ভাড়া আদায়ের সুযোগ ছিল। এটাও মনে হয়েছিল যে দীর্ঘদিনের ভাড়াটেকে (যার দিল্লিতে থাকা

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২১, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৯৬৪।

প্রয়োজন) বাড়িওয়ালা যাতে উচ্ছেদ করতে না পারেন তার ব্যবস্থা করা, পরে ১১-ক ধারাটি গৃহীত হয় নতুন দিল্লি হাউস রেন্ট কন্ট্রোল অর্ডারে।

(গ) হ্যাঁ

(ঘ) না। এখনও দিল্লির বাড়ির পরিস্থিতি ভাল হয় নি।

(ঙ) প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর 'না'। সরকার তখন-ই বাড়ি ভাঙ্গে যখন জরুরি কাজে তার দরকার ফুরোয় অথবা যখন মনে হয়, বাড়ির অবস্থার জন্য ভেঙ্গে নতুন বাড়ি করা দরকার।

শ্রী মনু সুবেদার ঃ আমি কি জানতে পারি, যখন কোনও ভাড়াটিয়া উপ-ভাড়াটিয়াকে হস্তান্তর করে, তখনও কি সরকার ভাড়াটিয়াকে সমর্থন করবে, এমন কি যদি তা ভাড়াটিয়ার লাভজনক হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর ঃ প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখব?

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ ঃ আমরা অস্থায়ী সরকারি আবাসন বিলোপ চাই না। কিন্তু এইসব বাড়ির মালিক বা সরকার বিলোপ চান?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর ঃ প্রশ্নটা ঠিক অনুসরণ করতে পারলাম না।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ ঃ প্রশ্নের (ঙ)-অংশ হল, 'যদি এটা সত্য হয় যে বাড়ি ভাড়ার অবস্থা দিল্লিতে এখন আগের চেয়ে ভাল এবং সরকারও কি যুদ্ধের সময়ে নির্মিত বাড়িগুলি এখন তাই ভাঙতে চাইছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর ঃ আমি বলিনি যে, সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি বলেছি, যদি বাড়িগুলি উপযুক্ত প্রয়োজনে না লাগে, তবেই সরকার ভাঙতে এগুবে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ ঃ সরকার কি সাধারণ নাগরিককে ভাড়া দেবে, যদি বাড়িগুলি সরকারি কাজে না লাগে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর ঃ যদি সরকারি কাজে না লাগে এবং নাগরিকরা ভাড়া নিতে ইচ্ছুক হয়, তবে সরকার খুশির সঙ্গে তা ভেবে দেখবে।

স্যার মহম্মদ ইয়াসিন খান ঃ ১৯৯৪ সালে জুন মাসে ঘোষিত বাড়ি-ভাড়া অধ্যাদেশ আর কত দিন চালু থাকবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর ঃ মাননীয় সদস্য জানেন, যতদিন জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকবে, ততদিন এই অধ্যাদেশ চালু থাকবে।

মাননীয় সভাপতি ঃ পরবর্তী অংশ।

৪২৫

* দিল্লিতে ইঁট নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ বাতিল

১২৪২. এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) ৩ মার্চ, ১৯৪৬ হিন্দুস্থান টাইমস-এ প্রকাশিত ইট-এর সংশোধিত মূল্য বিষয়ক সংবাদ তিনি দেখেছেন কি?

(খ) বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবাসনের জন্য যথাসম্ভব বাড়ি তৈরি করার জন্য সব মাল-মশলার নিয়ন্ত্রণ বিধিমুক্ত করার কথা বলেছেন, এ বিষয়ে তিনি জানেন?

(গ) ইটের বিক্রি এখনও নিয়ন্ত্রণের আওতায় কেন এবং শত্রুতার অবসানের পরও দিল্লি ইট কেনার জন্য পারমিটের ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে কেন?

(ঘ) এই আর্থিক বছরের শেষে অর্থাৎ ১ এপ্রিল ১৯৪৬-এর সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ শিথিলের কথা তিনি ভাবছেন কি দিল্লির জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে বাসস্থানের জন্য বাড়তি চাপের পরিপ্রেক্ষিতে এটা করা হবে, না করা হলে কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, (খ) হ্যাঁ

(গ) ও (ঘ) ইটের দাম যাতে একটা যুক্তিসঙ্গত স্তরে থাকে এবং সরকার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ইট সরবরাহ যাতে সুশৃঙ্খলভাবে করা যায় তার জন্যই এই মূল্য ও বণ্টনে নিয়ন্ত্রণ। অবশ্য এখন পুরো বিষয়টিই পুনরায় পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : মাননীয় সদস্য কি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলগুলিতে আবাসন নির্মাণ ও অন্য সব বিষয়ে যেমন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন অন্য শহরগুলির আবাসনের ব্যাপারেও কি তিনি এক-ই ভাবে বিবেচনা করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যের বক্তব্য আমি মনে রাখব।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৭, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৯৬৭।

মনু সুবেদার : বোম্বাইয়ে সব নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি দেখবেন ভারতের অন্য সব শহরে তা বাতিল করা যাবে কি না এবং কেন্দ্র প্রশাসনাধীন এলাকাতেই মাননীয় সদস্য তা বাতিল করবেন না কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি অনুসন্ধান করে দেখব।

□ □ □

৪২৬

* দিল্লির করোলবাগে সরকার অধিগৃহীত আবাসন

১২৫৮. আহমেদ ই. এইচ. জাফর : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন কি, দিল্লির করোলবাগে সরকার যেসব আবাসন অধিগ্রহণ করেছিলেন সরকারি কর্মচারিদের জন্য, তার মধ্যে নিম্নোক্ত আবাসনগুলি এক থেকে ছয় মাস পর্যন্ত খালি পড়ে আছে?

১. ১৫-এ/৩৯ — দ্বিতল I

২. ১৫-এ/৯ — একতলা II

৩. ১৫-এ/৯ — একতলা II

৪. ৬/৭৩ — দ্বিতল II

৫. ৬/৭৭ — একতলা I

৬. ২৪-২৫ — দ্বিতল

৭. ১৯ — বিড়লা ফ্ল্যাট

৮. ৫৩/৭ — একতলা I

৯. ১৫-এ/২-৩-৪ — একতলা II

১০. বিড়লা বিল্ডিং — একতলা II

১১. বিড়লা বিল্ডিং — একতলা I

১২. ৬/৭৫-৭৬ — দ্বিতল VI

১৩. ৬৪২ — বি. ডি.

১৪. ২৫৩১০ — এম. সি

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৭, মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৯৭৭।

১৫. ১৫-এ/৩৯ একতলা II

১৬. ১৫-এ/৩৯ একতলা I

১৭. ৬/৭৫-৭৬ দ্বিতল V

১৮. গনেশ ভবন

১৯. ৬/৬৪ একতলা

(খ) এটা কি ঘটনা যে, এর বেশিরভাগ বাড়িই ঠিকভাবে বন্টিত হয়েছিল কিন্তু গ্রহণকারীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন কারণ বসোপযোগী নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) সংশ্লিষ্ট আবাসন-এর বর্তমান অবস্থা সমন্বিত বিবরণ সভার টেবিলে রাখা আছে।

(খ) এর মধ্যে কিছু বাড়ি পছন্দমাফিক নয় বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, সেজন্য কিছুকাল খালি পড়ে আছে, সভার টেবিলে রাখা বিবরণ রয়েছে।

খ) এইসব বাড়ির কিছু তেমন জনপ্রিয় হয় নি এবং অনেকে তা নিতে অস্বীকার করেছে, সেগুলি খালি পড়ে অছে, তার বিবরণ সভার টেবিলে রাখা আছে।

ভাড়া দেওয়ার বাড়ির অবস্থা বিষয়ে বিবরম

বাড়ির নাম	কোন তারিখ থেকে খালি	মন্তব্য
১. ১৫-এ/৩৯ এফ. এফ. ১	২৬ জুন ১৯৪৫	পদাধিকারিদের বাড়ি নিতে বলা হয়েছিল ১৫ আগস্ট ১৯৪৫, ১২ নভেম্বর ১৯৪৫, ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৬, কিন্তু সবাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ৮ মার্চ ১৯৪৬ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
২. ১৫-এ/৯ জি. এফ. ১	১৪ জানুয়ারি ১৯৪৬	আগে যাদের বাড়ি দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল হয় ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৬।

		আবার তা বণ্টন করা হয় ২৮ জানুয়ারি ও ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬।
৩. ১৫-এ/ ৯ জি. এফ. ২	১৫ নভেম্বর ১৯৪৫	পদাধিকারিরর আবার দেওয়া হয় ২০ নভেম্বর ও ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৫, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৬, কিন্তু আবার তা প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৪ মার্চ ১৯৪৬ থেকে পুনর্বণ্টন হয়।
৪. ৬/৭৩ এফ.এফ.-২	সেপ্টেম্বর ১৯৪৫	বাড়ি বিভিন্ন পদাধিকারিদের দেওয়া হয় ৪ অক্টোবর, ২৬ অক্টোবর ও ৪ ডিসেম্বর ১৯৪৫ কিন্তু সবাই প্রত্যাখ্যান করে। শেষে ৩ জানুয়ারি ১৯৪৬ গৃহীত হয়।
৫. ৬/৭৩ জি. এফ.-১	৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬	গ্রাহক সরকারি বাড়ি পাওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত ঘোষিত হয় এবং তিনি বাড়ি খালি করেন ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ আবার বণ্টন করা হয়।
৬. ২৪/২৬ (২২/৬ হবে)	নভেম্বর ১৯৪৫	বিভিন্ন পদাধিকারিদের বাড়ি নেওয়ার জন্য বলা হয় ১৯ অক্টোবর, ২৬ নভেম্বর ও ২১ ডিসেম্বর

		১৯৪৫, ২৮ জানুয়ারি ১৯৪৬ কিন্তু সবাই প্রত্যাখান করে। শেষে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ নিতে রাজী হয় এবং সেখানে তারা আছেন।
৭. ১৯ নং বিড়লা ফ্ল্যাট	জানুয়ারি ১৯৪৬	সাময়িক অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত
৮. ৫৩/৭৫ জি. এফ.১	২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৫	আগের আবাসী ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৫ ঘর ছেড়ে দেন। ২৮ ডিসেম্বর ৪৫ আবার বণ্টন করা হয়। ৩ জানুয়ারি ১৯৪৫ তা গৃহীত হয়।
৯. ১৫-এ/২,৪ জি. এফ.১	৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫	৩০ জানুয়ারি ১৯৪৬, ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ৪৬ এটা দেওয়ার প্রস্তাব হয় কিন্তু প্রত্যাখ্যান হয়। ১৪ মার্চ, ৪৬ পুনর্বন্টন করা হয়।
১০. বিড়লা ফ্ল্যাট জি. জি. এফ.-১ (বিড়লা ফ্ল্যাট ৭ বোঝায়)	৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৬	বাড়িটি এক অফিসারকে দেওয়া হয় যিনি বোঝাপড়া বিনিময়ের ভিত্তিতে রয়েছেন। তাকে অন্য ফ্ল্যাটে চলে যেতে বলা হয় নি।

১১. বিড়লা ফ্ল্যাট জি. এফ.-২ (বিড়লা ফ্ল্যাট নং ১১ বোঝায়)	৩১ জানুয়ারি ১৯৪৬	হাটমোট ১৬৪-র গ্রাহক এখানে আছেন বিনিময় ভিত্তিতে। তাকে হাটমোট ছেড়ে ফ্ল্যাটে আসতে বলা হয়েছে।
১২. ৬/৭৫-৭৬ এফ. এফ.-৬	২০ জানুয়ারি ১৯৪৬	আগের গ্রাহকী অবসর গ্রহণের দরুন বাড়ি খালি করেন ২০ জানুয়ারি ১৯৪৬। ৪ মার্চ ১৯৪৬ এটি আবার বণ্টন কর হয়।
১৩. বি. ডি.-৬-৪২	জানুয়ারি ১৯৪৬	আগের গ্রাহক বাড়ি খালি করেছেন জানুয়ারি ১৯৪৬। আবার বণ্টনের জন্য সুপারিশ কৃত।
১৪. ২৫৩১০-এম. সি (হওয়া উচিত ২৫৩১ এম. সি)	১৮ অগাস্ট ১৯৪৬	২৬ জুন ১৫ আগস্ট, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯ অক্টোবর, ২৬ নভেম্বর ও ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৫ এই বাড়ি নেওয়ার জন্য পদাধিকারীদের বলা হয় সবাই প্রত্যাখ্যান করেন। ১৫ মার্চ ১৯৪৬ এটি আবার যুক্ত করা হয়েছে।
১৫. ১৫-এ/৩৯ জি. এফ.-২	৩ জুলাই ১৯৪৫	দুটি ফ্ল্যাটই জনপ্রিয় নয় এবং দেওয়া হলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

১৬. ১৫-এ/৩৯ জি. এফ. ১	৯ আগস্ট ১৯৪৪	৮ মার্চ ১৯৪৬ এগুলি মুক্ত করা হয়।
১৭. গনেশ ভবন (রমেশ ভবন হবে)	২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬	প্রাপক লোকেরা সরকারি আবাসন পাওয়ার অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার খালি ছিল। ৪ মার্চ ১৯৪৬ বন্টিত হয়েছে।
১৮. ৬/৬৪	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬	৪ মার্চ, ১৯৪৬ থেকে অন্যত্র বন্টিত হয়েছে।

□ □ □

৪২৭

* দিল্লির করোলবাগে, অধিগৃহীত আবাসন

১২৫৯. আমেদ ই. এইচ. জাফর : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, সরকার দিল্লির অধিগৃহীত করোলবাগের যে-সব বাড়ি গ্রাহকরা নিয়েছিলেন, তারা তা অন্যদের ভাড়া দিয়েছে কালো বাজারের দরে। দিল্লিতে বাড়ির অভাব থাকায় সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে এই বেশি ভাড়া দিয়ে বাড়িতে রয়েছে।

(খ) সরকার কি এইভাবে ব্যাপক ভাড়াটে বসাবার বিষয় জানেন এস্টেট অফিসের এক তদন্তে জানা যায় বাড়ি নং ৬।৭৩ করোল বাগের তিন চতুর্থাংশ ফ্ল্যাট এইভাবে সাবলেট করা?

(গ) এটা কি ঘটনা যে, করোলবাগের অনধীকৃত বাড়িগুলির বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের স্থানীয় কর্মচারীরা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেন?

(ঘ) এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি (ক)-এ উল্লিখিত বাড়িগুলির পাট্টা বাতিল করবেন, যাতে কালোবাজারের কারবার বন্ধ হয় ও যথার্থ চাহিদা আছে এমন সাধারণ মানুষ এবং আবাসনের জন্য আবেদনকারী সরকারি কর্মচারীদের এইসব বাড়ি বন্টন করা যায়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) না। (খ) এটা ঠিক যে করোল বাগের বাড়ি নং ৬।৭৩-এর চারটি ফ্ল্যাটের মধ্যে দুটি সাবলেট করা হয়েছে; কিন্তু এর থেকে বলা যায় না যে আবার ভাড়া দেওয়ার ঘটনা ব্যাপক।

(গ) না।

(ঘ) করোলবাগ এলাকার কিছু বাড়ি সরকার ইতিমধ্যে অধিগ্রহণ মুক্ত করেছে। এবং যে-সব বাড়ি অব্যবহৃত বা ঠিকভাবে ব্যবহৃত নয়। যেগুলি অধিগ্রহণমুক্ত করার কথা ভাবছে।

□ □ □

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ১২৫৯

৪২৮

*ভারতীয় খনি-বিদ্যালয়ে ধর্মঘট

১২৬৫. এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, ভারতীয় খনি বিদ্যালয়ে (ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মাইনস) ধর্মঘট হয়েছে কিনা?

(খ) ধর্মঘট কি মিটেছে?

(গ) এটা কি ঘটনা যে, ছাত্রদের এক প্রতিনিধিদল মাননীয় সদস্যের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করেছিল?

(ঘ) এটা কি ঘটনা যে, খনি-বিদ্যালয় থেকে করা স্নাতকরা কোনও কয়লাখনিতে দায়িত্বপূর্ণ পদ পেতে পারেন না?

(ঙ) সরকার কি কয়লাখনি-বিধি পরিবর্তন করে এই বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমার সাথে এক বছরের অভিজ্ঞতাযুক্ত করে খনি-পরিচালকের শংসাপত্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর সমতুল্য করার কথা ভাবছে? যদি না করেন, তো কেন?

(চ) ছাত্রদের ক্ষোভের নিরসনে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ। (খ) হ্যাঁ। (গ) হ্যাঁ।

(ঘ) হ্যাঁ। ভারতীয় খনি-বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের দায়িত্বপূর্ণ পদ পেতে হলে কোলিয়ারি ম্যানেজার সার্টিফিকেটের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী পেতে হবে।

(ঙ) ও (চ) বিষয়টি বিবেচনাধীন। সরকার দেখছে খনি-আইনের বিধি কতটা বদল করে খনি-বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমার গুরুত্ব দেওয়া যায়। কিন্তু এই ডিপ্লোমাকে বর্তমান বিধির মাইনস ম্যানেজার সার্টিফিকেট-এর দ্বিতীয় শ্রেণীর সমতুল্য করা বোধ হয় সম্ভব নয়।

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৯৮১

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : সরকার সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা, উভয়ের জন্যই দায়বদ্ধ। তাহলে ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের সমতুল্য করার পক্ষে বাধা কোথায়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিষয়টি পরীক্ষার সময়ে দেখেছি এর মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য রয়েছে, যেগুলি দূর করার চেষ্টা করছি।

□ □ □

৪২৯

*ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি চ্যাপেল, নতুন দিল্লি

১২৬৮. **এস.টি. আদিত্যম** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, ইউনাইটেড স্টেটস চ্যাপেল, নতুনদিল্লি ধর্মনিরপেক্ষ কাজের জন্য রূপান্তরিত করা হচ্ছে কি না?

(খ) এই চ্যাপেল কেনার জন্য ইচ্ছুক আবেদনকারীদের নাম কি?

(গ) সরকার কি অবহিত যে এই গির্জাকে খৃস্টীয় উপাসনার পরিবর্তে অন্য কাজে রূপান্তরিত করা হলে খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় সংশয়ের সৃষ্টি হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) বিষয়টি বিবেচনাধীন।

(খ) চ্যাপেল কেনার কোনও প্রস্তাব সরকার পায় নি।

(গ) এটা বুঝতে হবে যে চ্যাপেল হয়নি, সুতরাং খৃস্টীয় উপাসনা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রশ্ন না থাকায় খৃস্টানদের ধর্মীয় বোধে আঘাতের অবকাশ নেই।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৭ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৯৮৫।

৪৩০

*ভারতে থোরিয়ম ও ইউরেনিয়ম ভাণ্ডার

১২৭৬. দেওয়ান চমন লাল : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে বলবেন, ভারতের কোথায় থোরিয়ম ও ইউরেনিয়ম কতটা আছে বা আদৌ আছে কিনা? এইসব সম্পদ উৎস কাজে লাগাবার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আর্থিকভাবে উপযোগী এমন কোনও সম্পদ পাওয়া যায় নি।

মোনাজাইট (যাতে থোরিয়াম থাকে) খনিজ দক্ষিণে উপকূলে বিশেষ করে ত্রিবাঙ্কুর উপকূলে রয়েছে।

□ □ □

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৭ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৯৮৭।

৪৩১

*টাইপ মেশিন আমদানি

১২৭৯. **মনু সুবেদার** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন, ১ এপ্রিল, ১৯৪০ থেকে কতগুলি টাইপ মেসিন আমদানি করা হয়েছে?

(খ) এর মধ্যে কতগুলি সাধারণ নাগরিকদের জন্য এবং কোন কোন প্রদেশে কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে?

(গ) এটা কি ঘটনা যে, ভারতে এই মেসিনের অভাব রয়েছে এবং ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি এরজন্য অসুবিধা ভোগ করছে?

(ঘ) এই মেসিন সহজলভ্য করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

(ঙ) এটাই কি হায়দারি মিশনের বিবেচনার একটা বিষয় ছিল?

(চ) টাইপ মেশিনের বর্তমান পরিস্থিতি কি, আগামী ১২ মাসে এই নিয়ে সরকারেব পূর্বাভাস কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ডিসেম্বর ১৯৪৫ পর্যন্ত আনুমানিক ৭৬,০০০।

(খ) এপ্রিল ১৯৪০ থেকে অক্টোবর ১৯৪৩-এর মধ্যে কোনও তথ্য নেই। অক্টোবর ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫-এর শেষ অবধি আনুমানিক ২৯৫০।

জরুরি প্রয়োজনের ভিত্তিই মূল বিবেচ্য। ব্যবসায়ী ও শিল্প সংস্থা, জন পরিষেবা, শিক্ষা সংস্থা, পেশাজীবি ও ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয় এবং যুদ্ধের কাজে যুক্ত সামরিক শিল্প বা এজেন্সিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

(গ) হ্যাঁ, ভারতে টাইপ মেসিনের অভাব রয়েছে।

(ঘ) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাধারণের ব্যবহারের টাইপ মেসিন আমদানি করা হয়েছে যুদ্ধপূর্ব দিনের মতো ব্যবসায়িক মাধ্যমে। সরকার টাইপ আমদানিকারী সংস্থাগুলিকে যত বেশি সংখ্যক টাইপ মেসিন আমদানি করা সম্ভব তত আমদানি করার জন্য বলেছে। আমেরিকার যোগানদারদের সাথে কথা বলে আমদানিকারী

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৯৮৮।

সংস্থা সরকারের সাহায্য চাইতে পারে। বেশি সংখ্যক মেসিন আনার জন্য আমদানি লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সময়ের মধ্যে আমেরিকা থেকে ১১,৭১৭ টাইপ মেসিন আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। গত অগাস্টে আমেরিকার কর্তৃপক্ষকেও ভারতে টাইপ মেসিনের অভাবের কথা জানানো হয়েছে এবং তাদের অনুরোধ করা হয়েছে অন্তত ১৫,০০০ টাইপ মেসিন জুন, ১৯৪৬-এর মধ্যে জাহাজে করে পাঠাতে।

(ঙ) না।

(চ) সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ এর মধ্যে মাত্র ৪৪০০ টাইপ মেসিন (সুইজারল্যান্ড থেকে হার্মস বেবী মেসিন ছাড়া, এগুলি অফিসের কাজে চলে না) ভারতে পাঠানো হয়, ভারতের চাহিদা বছরে ১৫,৫০০ মেসিন। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতি ভাল নয়, আগামী ১২ মাসে কিছু উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে।

□ □ □

৪৩২

*কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের উদ্যান পালন বিভাগের চুক্তি-কাজ

১৩৮১. **আহমেদ ই.এইচ.জাফর** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে সভার সামনে চুক্তিতে দেওয়া কাজের একটা তুলনামূলক বিবরণ পেশ করবেন — (i) টেন্ডার ও (ii) কাজের নির্দেশ। পৃথকভাবে মুসলমান, হিন্দু ও তফসিল জাতভুক্তদের কতটা কাজ দিয়েছে দিল্লির কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের উদ্যান পালন বিভাগের কর্মরত সুপারইনটেনডেন্ট ১ নভেম্বর ১৯৪৩ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এর মধ্যে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে তা এখন নেই, এরজন্য যে সময় ও অর্থ ব্যয় হবে তাতে লাভ হবে না।

আমেদ ই. এইচ. জাফর : তথ্য না থাকার কারণ কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় বন্ধু যে আকারে চাইছেন, তা নেই।

অধ্যাপক এন.জি. রঙ্গ : তফসিল জাতের কনট্রাকটরদের অংশ দেওয়ার জন্য কিছু সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যে নিয়ম-বিধি রয়েছে সেই অনুযায়ী তারা অংশ পাবে।

অধ্যাপক রঙ্গ : তফসিলদের মধ্যে থেকে খুব কম লোকই আছে। কারণ তারা অতি দরিদ্র।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৩৩।

৪৩৩

*কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের উদ্যান পালন বিভাগে মুসলমান অধস্তন কর্মচারী

১৩৮২. আমেদ ই.এইচ.জাফর : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, এটা ঘটনা যে তিনজন বিজ্ঞান স্নাতক মুসলমানকে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের উদ্যান পালন বিভাগে অধস্তন হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, ১৯ মার্চ ১৯৪৫ ও ২৩ মে ১৯৪৫। কিন্তু ২৮ নভেম্বর ১৯৪৫ পর্যন্ত তাদের বিভাগের দায়িত্ব নিতে দেওয়া হয়নি?

(খ) এই অন্তর্বর্তী সময়ে তাদের কি কাজ দেওয়া হয়েছে?

(গ) তাদের থেকে যদি বিশেষ কাজের দায়িত্ব পালনের আশাই না করা হয় তবে এভাবে সরকারি ৫০০০ টাকা অপচয় করা হচ্ছে কেন? এর জন্য দায়ি কে? সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) ও (গ) সংশ্লিষ্ট যুবকরা সবে কলেজ থেকে আসা এবং কোনও অভিজ্ঞতা নেই। সেজন্য বিভাগীয় দায়িত্ব দেওয়ার আগে তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে শিক্ষানবীশ হিসাবে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ৩১৩৩।

৪৩৪

*উদ্যান পালন বিভাগে চৌধুরি ও সহকারি চৌধুরিদের বেতন হার ও প্রমোশন

১৩৮৩. আমেদ ই.এইচ.জাফর : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি উদ্যান পালন বিভাগের চৌধুরি ও সহকারী চৌধুরিদের বেতন হার ও প্রমোশন সম্বন্ধে জানাবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বেতন হার ও প্রমোশন এই রকম :

চৌধুরি = ২০-১-৩৫-২-৫৫/ টাকা পুরানোদের।

২৫-১-৪৫ টাকা নতুনদের।

সহকারী চৌধুরি = ২০- $\frac{১}{২}$ - ৩০ টা. (পুরানো ও নতুনদের)

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : চৌধুরিদের বিশেষ পদ কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বড় মালির মতো

মনু সুবেদার : আজকের দিনে চৌধুরিরা ২৩ টাকায় জীবনধারণ করবে এটা সরকার আশা করে কিভাবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এরা মাগ্‌গী ভাতাও পান।

মনু সুবেদার : তারা পান, ১৪ টাকা না ৮ টাকা? কত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার কাছে সে তথ্য নেই।

মনু সুবেদার : সরকার কি ভেবে দেখেছে, সরকারি কর্মচারী শিল্প-শ্রমিক এই বেতনে জীবনধারণ করতে পারে কিং না?

অধ্যাপক রঙ্গ : মালিরা কত টাকা পান?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নোটিশ চাই।

□ □ □

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৩৪।

৪৩৫

*কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের উদ্যান পালন বিভাগের সুপারইনটেনডেন্ট (অপারেশন)-এর কর্মচারী নিয়োগ

৩৮৪. **আমেদ ই. এইচ. জাফর** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের উদ্যান পালন বিভাগের সুপারইনডেন্ট ১ নভেম্বর ১৯৪৩ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬-এর মধ্যে সম্প্রদায়ওয়ারি, যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, তফসিল কতজনকে কেরানি, চৌধুরি, সহকারি চৌধুরি, লরি চালক, ফিটার, টাইম কিপার, মেকানিক্স নিয়োগ করেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সভার টেবিলে বিবরণ পেশ করা হল।

১ নভেম্বর, ১৯৪৩ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ সুপারইনটেনডেন্ট, হরটিকালচার অপারেশন নতুন দিল্লি, নিম্নোক্ত সংখ্যক লোক নিয়োগ করেন

	হিন্দু	মুসলমান	তফশিল	অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়
কেরানি	৯	২	—	১
চৌধুরি	—	১	—	—
সহকারী চৌধুরি	১	—	—	—
লরি চালক	২	—	—	—
ফিটার	২	১	—	—
টাইম কিপার	১	১	—	—
মেকানিক্স	১	—	—	—

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ৩১৩৫।

৪৩৬

*শ্রম-দফতরে মুসলমান আধিকারিক

১৩৮৫. **আহমেদ ই.এইচ.জাফর :** (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, এটা কি ঘটনা যে শ্রম দফতরে সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব সবাই হিন্দু? মাননীয় সদস্য কি এই দফতরের কর্মচারীদের ইনচার্জ হিসাবে একজন মুসলমান আধিকারিক নিয়োগ করবেন? যদি না করেন, কেন?

(খ) গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে কতজন অধস্তন সাব-ডিভিশন আধিকারিক হিসাবে প্রমোশন পেয়েছেন? কোনও মুসলমান এর মধ্যে আছে? যদি হয় তো কত হারে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) না, সচিব একজন ইউরোপীয়, এবং দু'জন মুসলমান আছেন, একজন কার্যকরী যুগ্ম-সচিব, একজন উপ সচিব। এই দু'জন আধিকারিক আবার কর্মচারীদের বিষয় দেখাশোনা করেন। প্রশ্নের শেষাংশের আর দরকার হচ্ছে না।

(খ) গত পাঁচ বছরে ৩৮৫ জন অধস্তন এস.ডি.ও হিসেবে প্রমোশন পেয়েছেন.....এর মধ্যে ৫৬ জন মুসলমান। অর্থাৎ ১৪.৫%।

অধ্যাপক এন.জি. রঙ্গ : মাননীয় সদস্য এই দফতরে একজন ভারতীয়কে নিয়োগ করবেন কবে? কারণ গত ক'বছরে এই দফতরে কোনও ভারতীয় সচিব নেই।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এ ব্যাপারটা প্রবর সমিতির আওতায়।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : দফতরগুলির সচিব কে নির্বাচন করেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নোটিশ চাই।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : এটা দেবার জন্য কোনও নির্বাচক কমিটি আছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর একটা কমিটি আছে নির্বাচন করতে হয় স্বীকৃত তালিকা থেকে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৩৫।

আমেদ ই. এইচ. জাফর : এর অর্থ কি এই যে, মাননীয় সদস্যের এ ব্যাপারে কোনও ক্ষমতা নেই।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যতক্ষণ না কোনও পদ খালি হয়, আমি নিশ্চিত।

□ □ □

৪৩৭

*সরকারি আবাসন বন্টনের জন্য কিছু আধিকারিকের অভিজ্ঞতার প্রশ্ন

১৩৮৯. এম. অনন্তশায়নম আয়েঙ্গার : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন, এটা কি ঘটনা যে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু দফতর জরুরি অবস্থার সময়ে দিল্লি/সিমলা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হয় স্থানাভাবের জন্য?

(খ) এটা কি ঘটনা যে, ঐসব কর্মচারী ফেরার পর তাদের আগের কাজ আর গন্য হয় না সরকারি আবাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়, যেহেতু তারা দিল্লি/সিমলা ছাড়া অন্যত্র ছিলেন সেজন্য দিল্লি ফেরার সময় থেকে তাদের অভিজ্ঞতার সময় গন্য হয়?

(গ) এটা কি ঘটনা যে, কলকাতায় কর্মরত সচিবালয়ের কর্মচারীরা আবাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে সেখানকার অভিজ্ঞতা গন্য হয়?

(ঘ) তাই যদি হয়, তবে আবাসন বন্টনের ক্ষেত্রে সচিবালয় ও লাগোয়া অফিসের মধ্যে এই বৈষম্য করা হয় কেন?

(ঙ) সরকার কি এ বিষয়ে অবগত যে, এইসব কর্মচারীরা আবাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে বিনা দোষে শাস্তি পাচ্ছে? কেননা শ্রম দফতরের স্বার্থেই তো তারা বদলি হন?

(চ) সরকার কি এদের স্থগিত রাখা আবাসন দিল্লি/সিমলা দফতরে কাজে যোগ দেওয়ার ভিত্তিতে বন্টনের কথা ভাববে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) সঠিক অবস্থা হচ্ছে : কিছু কর্মচারীর আগের কাজের সময় গন্য করা হয়েছে, যেক্ষেত্রে তারা দিল্লিতে এক বছরের বেশি অনুপস্থিত ছিলেন না এবং দিল্লির বাড়ির দখল বজায় রেখেছেন। এই সময়সীমা পরে ৬ মাসে কমানো হয়।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৪০।

(গ) হ্যাঁ, তবে যারা কলকাতার সচিবালয়ে কাজে আছেন বা দিল্লি/সিমলার সচিবালয় থেকে ১ এপ্রিল, ১৯৪৫-এর আগে কলকাতায় বদলি হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য।

(খ) সচিবালয়ের ও লাগোয়া দফতরের কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য নেই। ব্যতিক্রম হল কলকাতা, যেখানে ভারত সরকারের এক শাখা সচিবালয় রয়েছে এবং হেড কোয়ার্টার ও ব্রাঞ্চের মধ্যে বদলি প্রায়-ই হয়। সংশোধিত নিয়মের পর এই সুবিধা বাতিল হয়েছে ১ এপ্রিল ১৯৪৫-এ। এবং এই দিনের পর কলকাতার সচিবালয়ে বদলি হওয়া ব্যক্তি দিল্লির আবাসন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আগের কাজের অভিজ্ঞতার সুবিধা পাবেন না।

(ঙ) সরকার জানে যে, কিছু অফিসার এই নিয়মে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। কিন্তু বিধি রূপায়ণে এটা অনিবার্য, কারণ বদলি ন্যূনতম রেখে প্রশাসনের দক্ষতার জন্যই এই নিয়ম।

(চ) সরকার এ-ক্ষেত্রে নিয়ম পাল্টাবে না।

□ □ □

*নতুন দিল্লিতে বাড়ি তৈরির জন্য সর্দার শোভা সিংকে মাল সরবরাহ

১৩৯০. এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, এটা ঘটনা কি না যে জনৈক সর্দার শোভা সিংকে নতুনদিল্লিতে বাড়ি বানাবার জন্য মাল দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে?

(খ) সরবরাহকৃত মালের দাম কত, কি ব্যবস্থায় তা দেওয়া হয়েছে?

(গ) কতগুলি ফ্ল্যাট তিনি তৈরি করেছেন? প্রতিটি ফ্ল্যাটের ভাড়া কত, কতগুলি ফ্ল্যাট দখল নেওয়া হয়েছে কতগুলি খালি আছে?

(ঘ) সরকার কি কোনও অনুদান মঞ্জুর করেছে? যদি তাই হয়, কিভাবে এবং কোথা থেকে তা মঞ্জুর করা হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) আমার ধারণা, মাননীয় সদস্য কর্নওয়ালিশ রোড ও হুমায়ুন রোডের সংযোগস্থলে স্যার শোভা সিং কর্তৃক নির্মিত আবাসনগুলির কথা বলছেন। যেটা হলে উত্তর 'হ্যাঁ'।

(খ) সরবরাহকৃত মালের দাম দেড় লক্ষ টাকা। কনট্রাকটরকে সরবরাহকৃত মালের পুরো খরচ বহন করতে হবে।

(গ) নির্মিত ফ্ল্যাটের সংখ্যা ৭২। দু'ধরণের ফ্ল্যাট রয়েছে - দুই শয়নকক্ষ বিশিষ্ট ও এক শয়নকক্ষ বিশিষ্ট। প্রথমটির ভাড়া মাসে ২২০ টাকা, দ্বিতীয়টির মাসে ১৭৫ টাকা। এটা আপাতকালীন স্থিরীকৃত ভাড়া, কারণ নির্মাণের ব্যয় সংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়া যায় নি বাড়ির মালিকের থেকে, ৭২টির মধ্যে সরকার ৬৫টি নিয়েছে, এর মধ্যে ৫৯ টিতে ইতিমধ্যে লোক রয়েছে। ৬টি দেওয়া হয়েছে তালিকাভুক্ত অপেক্ষারত অফিসারদের।

(ঘ) না।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ৩১৪১।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : কনট্রাকটরদের রাজা স্যার সর্দার বাহাদুর শোভা সিং-এর প্রতি সরকার এত সদয় কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এতে আমি কোনও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখছি না।

অধ্যাপক রঙ্গ : এটা কি ঘটনা নয়, বহু কনট্রাকটর থেকে এর প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আদৌ নয়। মহাশয়।

*হাজারিবাগে অভ্র-খনিতে শ্রমিকদের জরুরি প্রয়োজন ও সুযোগ দান

১৪০৯. শেঠ দামোদর স্বরূপ : মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন :

(ক) সরকার কি অবগত যে হাজারিবাগে অভ্র-খনির শ্রমিকরা পানীয় জল পায় না। তাদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই যদিও এলাকাটি মহামারি রোগের?

(খ) সরকার কি জানে যে জীবনযাত্রার ব্যয় ছয় থেকে নয় গুন বেড়েছে, কিন্তু মাগ্‌গী ভাতা বা অন্য ভাতা শ্রমিকরা পায় না। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল বা অন্যান্য খাদ্যশস্য উধাও হয়ে গেছে;

(গ) সরকার কি জানে, ঐ স্থানের সব ডিভিশন অফিসার নির্দেশ দিয়েছে চাল টাকায় ২ সের ৪ ছটাক দরে বিক্রি হবে, যদিও বাজারদর আছে টাকায় ৩ সের ৮ ছটাক?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) জল সরবরাহ সন্তোষজনক নয়। চিকিৎসার ব্যবস্থাও যথেষ্ট নেই। এর উন্নতির দরকার। সরকার আইন করে এর ব্যবস্থা করার কথা ভাবছে।

(খ) সরকার যতটুকু জানে, কিছু ক্ষেত্রে মাগ্‌গী ভাতা যুক্ত করে মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিছু সংস্থা মজুরি ছাড়াও মাগ্‌গী ভাতা দিচ্ছে।

ন্যায্যমূল্যে চাল ও অন্য খাদ্যশস্য বিক্রির দায়িত্ব প্রদেশের সরকারের। আমি চাইব মাননীয় সদস্য প্রদেশের সরকারের কাছে বিষয়টি বলুন।

(গ) এক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রদেশের সরকারের দায়িত্ব।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৫৭।

৪৪০

*হাজারিবাগে অভ্র-খনির শ্রমিকদের ক্ষোভ

১৪১০. **শেঠ দামোদর স্বরূপ** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, সরকার কি অবগত আছে যে, হাজারিবাগে অভ্র-খনি শ্রমিকদের দেওয়ার জন্য যুক্ত অভ্র-মিশন যে টাকা দিয়েছিল, তা তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়নি?

(খ) সরকার কি জানে যে, অভ্রখনি কোম্পানিগুলি বেশিরভাগ সরকারি বিধি ও নিয়ম-কানুন মানে না এবং শ্রমিকদের মজুরির থেকে বেআইনিভাবে প্রতি টাকায় এক আনা কেটে রাখে দস্তুরি হিসাবে?

(গ) সরকার কি জানে, এইসব ক্ষোভের প্রতিকার না পেয়ে অভ্র মজদুর সংঘ বাধ্য হয়ে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে; তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে সরকার ধর্মঘট এড়াতে শ্রমিকদের দাবি পুরণে কি ব্যবস্থা নিতে চায়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) মাননীয় সদস্য কোন বিষয়ে উল্লেখ করছেন তা পরিস্কার নয়। এটা যদি যুক্ত অভ্র-মিশন সরবরাহকারিদের মূল্যের ওপর বাড়তি খরচ হিসাবে যে ভাতা দিচ্ছে, সে বিষয় হয় তো আমি মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই, এই ভাতা বন্টনটা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যেকার ব্যাপার।

(খ) কারখানা আইন ও মজুরি আইন অভ্র কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মাননীয় সদস্য যে বে-আইনি কাজের বিষয় বলছেন, সেটাতে সরকারের দৃষ্টি রয়েছে। আমার ধারণা, সরকার অভ্রকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের আনার যে প্রস্তাব করেছে এবং অভ্র তদন্ত কমিটির সুপারিশ কার্যকারী হলে এগুলি বন্ধ হবে।

(গ) হ্যাঁ। বিষয়টি তদন্তাধীন।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৫৭।

৪৪১

*কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের কর্মচারীদের আত্মীয়দের কনট্রাকটর নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা

১৪১১. **বাবু রামনারায়ণ সিং** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, কোন পরিস্থিতিতে শ্রম দফতর এম.এস-২১ নং মেমো, তারিখ ১৪ নভেম্বর ১৯৪৪ জারি করে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের অধীন বিভাগগুলি কর্মচারীদের আত্মীয়দের কনট্রাকটর নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা বহাল হয়?

(খ) তিনি কি জানেন এই সার্কুলার অনেক প্রতিষ্ঠিত কনট্রাকটরদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে?

(গ) অন্য কোনও সরকারি দফতরে কি এক-ই ধরণের নির্দেশ জারি আছে? যদি হয়। তিনি কি তার একটি কপি সভার টেবিলে রাখবেন?

(ঘ) শ্রম দফতর এই নির্দেশ জারির পূর্বে ভারত সরকারের আইন বিভাগের সাথে কি এ নিয়ে কথা বলেছিল? যদি বলে থাকে, তাদের মতামত কি ছিল?

(ঙ) এক-ই বিভাগে কর্মরত কর্মচারীর আত্মীয় কনট্রাকটরের ক্ষেত্রে কর্মচারীকে অন্য বিভাগে বদলি করে এই নির্দেশের উদ্দেশ্য বজায় রাখা যায়? না হলে কেন?

(চ) এইসব নির্দেশ বাতিলের বাঞ্ছনীয়তা বিবেচনা করছেন কি? না করলে, তার কারণ কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক), (খ), (গ), (ঙ) ও (চ) বিষয়ে মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তারকাচিহ্নিত ২১ মার্চ, ১৯৪৬ তারিখের ১১৪৩ প্রশ্নের উত্তরের প্রতি।

(ঘ) না। এটা পুরোপুরি প্রশাসনিক ব্যাপার।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৫৮।

৪৪২

*সরকারি আবাসনের বন্টন-বিধি সংশোধন

১৪১২. বাবু রামনারায়ণ সিং : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন, যুদ্ধকালে নতুনদিল্লিতে সরকারি আবাসন বন্টনের যে নিয়ম ছিল, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এখন এক-ই পদ বা গোষ্ঠীর লোক বাড়ি পরিবর্তন করতে চাইলে, আইন বদল না করলে, সেই পুরানো আইনে কিভাবে তা সম্ভব?

(খ) তিনি কি জানেন, বর্তমানে অনেক গ্রাহক পছন্দমাফিক বাড়ি না পাওয়ায় পুরানো বাড়িতে থাকতে বাধ্য হচ্ছে?

(গ) তিনি কি এটাও জানেন যে, যারা সিমলা থেকে বদলি হয়ে এসেছে আবাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা নবীন অফিসারদের থেকে বেশি অসুবিধা ভোগ করছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) বর্তমান বন্টন-বিধি পরিবর্তনের বিষয় শীঘ্রই বিবেচিত হবে। তখনই আবাসন বদলের নিয়ম-কানুন পর্যালোচনা করা হবে।

(খ) এটা মতামতের বিষয়।

(গ) হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে প্রবীন অফিসাররা অসুবিধায় আছেন। কিন্তু এইসব আবাসনে যে বহু ব্যক্তি আছে তাদের বিরক্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়।

□ □ □

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃঃ ৩১৫৮।

৪৪৩

*উচ্চবেতনভোগী কর্মচারীদের নিম্নশ্রেণীর আবাসন বন্টনে রাজস্ব ক্ষতি

১৪১৩. বাবু রামনারায়ণ সিং : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন। নতুনদিল্লির কতজন অফিসার কেরানিদের আবাসনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, যদিও তারা (i) ৬০০ টাকা বেতনভোগী অফিসারদের প্রাপ্য বাংলো পেতে পারেন, (ii) ৬০০ টাকার কম বেতনভোগী অফিসারদের প্রাপ্য ক ও খ শ্রেণীর আবাসন পেতে পারেন?

(খ) তিনি কি জানেন, এই অফিসারদের যথাযথ বাড়ি না দেওয়ায় বাড়ি ভাড়া হিসাবে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে?

(গ) এই রাজস্ব ক্ষতি এড়ানোর জন্য কি তিনি কি ব্যবস্থা নিতে চান এবং উচ্চতর শ্রেণীর জন্য আরও নতুন আবাসন তৈরির প্রস্তাব আছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) (i) ৯৮ (ii) ৫৭ (iii) ১৩৮।

(খ) সরকারের ক্ষতি হচ্ছে না। নিম্নশ্রেণীর আবাসনবাসী অফিসাররা সর্বোচ্চ ভাড়া দিচ্ছেন কোনও বাড়ি খালি নেই।

(গ) প্রথম অংশ : প্রশ্ন ওঠে না।

দ্বিতীয় অংশ : অফিসারদের জন্য বেশি আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য সাধারণ প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন আছে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৫৯।

৪৪৪

*নতুনদিল্লির মিন্টো রোড ও ডি. আই. জেড আবাসনে অপরিশ্রুত জল সরবরাহ

১৪১৫. বাবু রামনারায়ণ সিং : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন, নতুনদিল্লির ডি.আই.জেড ও মিন্টো রোড এলাকার আবাসনে অপরিশ্রুত জল সরবরাহের জন্য পাইপ বসাবার প্রস্তাব রয়েছে কি?

(খ) তিনি কি এই ঘটনা জানেন যে, সব আবাসনে মেঝে ধোওয়া, ফুলে জল দেওয়া, গাছ বা সব্জিতে জল দেওয়ার এবং গ্রীষ্মকালে খস খস-এ জল ছিটোতে গ্যালন গ্যালন পরিশ্রুত জল অপচয় হয়?

(গ) গ্রীষ্মকাল আসন্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কি অর্থনীতি ও পরিষেবার স্বার্থে আবাসনে অপরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) না। প্রত্যেক গ্রীষ্মের শুরুতে ঐসব আবাসনের কাছে সুবিধামতো জায়গার হাইড্রেন-এ বাঁকা ও ঘোরানো কক বসানো হয়, যাতে আবাসনবাসীরা অপরিশ্রুত জল নিতে পারে, এবং আমি মনে করি না বছরের অন্য সময়ে ঐসব কাজে পরিশ্রুত জলের ব্যবহার বেশি।

(গ) সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাব বিবেচনা করেছে, অত্যধিক ব্যয়ের জন্য তা বাতিল হয়েছে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৫৯।

৪৪৫

*সাব ডিভিশন অফিসার ও ওভারসিয়র হিসাবে কর্মরত দক্ষ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়রদের প্রমোশন রদ

১৪১৬. **বাবু রামনারায়ণ সিং** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য বলবেন কি, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের পথ নির্মাণ বিদ্যুৎ বিভাগে নির্বাহি বাস্তুকার ও অধীক্ষক বাস্তুকারের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না?

(খ) তিনি কি জানেন, বহু বিদেশি শিক্ষিত যোগ্য বাস্তুকার সাব ডিভিসনাল অফিসার ও ওভারসিয়র হয়ে কাজ করছেন এবং তাদের ডিভিসন বা উচ্চতর দায়িত্বে প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না, কারণ এখনও তারা অযোগ্য নিম্নতম সাব ডিভিসনাল অফিসারের অধস্তন হিসাবে কাজ করছেন?

(গ) তিনি কি জানেন যে, সরকার বিদেশি শিক্ষাপ্রাপ্তদের দিয়ে উচ্চপদ পূরণের জন্য বহু ছাত্রকে বিদেশে পাঠাচ্ছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে কিছু বিদেশি শিক্ষাপ্রাপ্ত বাস্তুকার কাজ করছেন যারা প্রমোশন পান নি, কারণ দফতরের অন্য যোগ্য বাস্তুকারদের চেয়ে তারা নবীন অথবা তাদের যোগ্যতা নেই।

(গ) হ্যাঁ।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৬০।

৪৪৬

*নির্বাহি বাস্তুকাররা প্রমোশন বঞ্চিত হয়ে সাব ডিভিসনাল অফিসার ও ওভারসিয়র হিসাবে কর্মরত

১৪১৭. **বাবু রামনারায়ণ সিং :** (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে সভার সামনে বিদেশে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সাব ডিভিশনাল অফিসারদের একটা তালিকা পেশ করবেন? তাঁদের প্রত্যেকের মোট অভিজ্ঞতা কাজের মেয়াদ ও কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে নিয়োগের তারিখসহ?

(খ) ১৯৪০ থেকে কতজন সরকারি নির্বাহি বাস্তুকার বা সুপারইনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়র হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন?

(গ) নিয়োগের উল্লেখকালে প্রত্যেকের (ক)-এর সংক্রান্ত বিবরণ দিয়ে নিয়োগের শর্ত কি ছিল জানাবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) একটা বিবরণ সভায় রাখা হল।

(খ) সুপারইনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়র-০। নির্বাহি বাস্তুকার-২৮

(গ) নিচের ব্যতিক্রম ব্যক্তি ছাড়া সবার বিষয় বিবেচিত হয়েছিল।

১. বি.এস.কৃষ্ণস্বামী : ইনি অস্থায়ীভাবে অধীনস্থ, অন্য সবাই যাঁরা পদোন্নতি পেয়ে নির্বাহি বাস্তুকার হয়েছেন তারা হয় স্থায়ী অধীনস্থ বা গেজেটেড অস্থায়ী বাস্তুকার।

২. সর্বশ্রী এ.কে. সেন ও নাসির হোসেন : এঁদের বিষয় বিবেচনার জন্য আসে নি যেহেতু তারা ততটা উচ্চপদস্থ নয় প্রবীনতার ভিত্তিতে, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র হিসাবে প্রদোন্নত সবাই এঁদের চেয়ে প্রবীন।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৬০।

(খ) এরকম অঙ্গীকার দেওয়া যাবে না। কারণ (ক)-এ উল্লিখিত অফিসাররা হয় অনভিজ্ঞ অথবা ডিভিসনের দায়িত্ব নেওয়ার অনুপযুক্ত।

কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে বিদেশে শিক্ষিত সাব-ডিভিসনাল অফিসারদের তালিকা

I. বাস্তুকার

নাম	নিয়োগের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	আগের অভিজ্ঞতা
১. এন. কে. মেহ্তা	১৭.৯.১৯৩৫	বি.এ., বি.এস.সি (ইং) শেফিল্ড এ.এম. আই.ই.	....
২. গুরবচন সিং	৫.৩.১৯৪২	বি.এস.সি (সিভিল) ১৫ মাস শিক্ষানবিশ, ১২ বছর সুপারইন-টেন্ডেন্ট পূর্ত দফতর। কেওরী রাজ।	কেন্দ্রীয় পূর্তদফতরে এডিনবার্গ
৩. এম.এম.টোমার	১৮.৫.১৯৪২	ডিপ্লোমা, লন্ডনের বেটার সি. পলিটেকনিক	....
৪. বি.এস.কৃষ্ণস্বামী	১৩.৪.১৯৪২	বি.এস.সি.(ইং), রেঙ্গুন	....
৫. এস.ভি.সুব্বারাও	২০.৭.১৯৪২	বি.এ., বি.এস.সি(অনার্স) সিভিল ইঞ্জি: (এডিন)	১ বছরের পূর্ব অভিজ্ঞতা
৬. এ.কে. দাস	১.১.১৯৪৩	বি.এস.সি. সিভিল ইঞ্জি: (এডিন)	....
৭. এম. রহমান	১৯.৪.১৯৪৩	বি.এস.সি(দিল্লি) বি.এস.সি (সিভিল) ডারহাম	ইংলণ্ডে এক সংস্থায় কিছু অভিজ্ঞতা
৮. আবদুল গফর	১১.২.১৯৪২	বি.এস.সি (সিভিল) এডিন	....
৯. মহ: সফি	১৫.৩.১৯৪৪	সি.আই(ব্রিস্টল)	....
১০. নিরঞ্জন সিং বিসারখি	৪.৪.১৯৪৪	বি.এস.সি (সিভিল) গ্লাসগো (এডিন)	এম.ই.এস-এ ১৫ বছর।

নাম	নিয়োগের তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	আগের অভিজ্ঞতা
১১. এস.এ.হাকিম	৩০.৮.১৯৪৪	অস্থায়ী ওভারসিয়র সি.ই (শেফিল্ড), এ.এম. আই.ই.(ভারত), সি.আই. এস.ই. (লণ্ডন)	পাঞ্জাব পূর্ত দপ্তরে ১৫ বছর বোর্ডে ৮ বছর।
		II. ইলেকট্রিকাল	
১২. বি.কে.মজুমদার	৪.৫.১৯৪২	ইলেকট্রিকাল ও মেকানিকল ইঞ্জিনিয়রিং ডিপ্লোমা, ফ্যারাডে হাউস, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়রিং কলেজ, লন্ডন	ক্রসলি ব্রাদাস, লণ্ডন-এ শিক্ষানবীশ ইঞ্জিনিয়র ম্যাঞ্চেস্টার ও সাউদার্ন ইলেকট্রিক বিল্ডিং, লন্ডন-এ ২ বছর, ক্যালকাটা সাপ্লাই কর্পোরেশনে ৩ বছর।
১৩. এম.এন.দত্ত	২৩.৯.১৯৪২	বি.এস.সি(গ্লাসগো)	পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে, বিস্তারিত তথ্য নেই।
১৪. এ.কে.সেন	১৩.৩.১৯৪৩	ঐ	....
১৫. নাসির হোসেন	১.৫.১৯৪৫	বি.এস.সি.এ.এম. আই.ই(লন্ডন)	....

□ □ □

৪৪৭

*বড়লাটের প্রাসাদে সুপারইনটেনডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রকের কর্মচারীদের চাকরি শর্ত ও নিয়মাবলী

১৪১৯. সর্দার মঙ্গল সিং : মাননীয় শ্রমিক সদস্য, সিমলা ও দিল্লিতে বড়লাটের প্রাসাদে ১৪ জুলাই ১৯০৬-এর আগে সুপারইনটেনডেন্ট মন্ত্রকের যেসব কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন, তাদের চাকরি শর্ত ও নিয়মাবলীর একটা কপি কি সভার সামনে পেশ করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কর্মচারীদের নিয়োগপত্র পাঠাবার সময় কোনও নির্দিষ্ট ধাঁচ ছিল না। নিয়োগপত্রের একটা কপি সভার সামনে রাখা হচ্ছে।

মাননীয় বড়লাটের সচিব বড়লাটের প্রাসাদের সুপারইনটেনডেন্টের কাছে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২০, ১০৩১-এম যে চিঠি দেন তার কপি। আপনার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২০নং ২৭৯-এম চিঠির উত্তরে।

সিমলার বড়লাটের প্রাসাদে আমি লালা দেওয়ান চাঁদকে গুদামরক্ষক নিয়োগ করছি ৬ মাস শিক্ষানবীশ কাল হিসাবে ১ জানুয়ারি ১৯২০ থেকে, ৫০-৫-৭০ বেতনহারে। পদত্যাগকারী এস. আমিরচাঁদের থেকে জামানতের ৩৫০ টাকা মাসিক ১০ টাকা করে উদ্ধার করবে।

চুক্তিপত্র এর সাথে ফেরত দেওয়া হচ্ছে।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৬২।

*সরকারি আবাসন বন্টনের নিয়ম সংশোধন

১৪২০. **সর্দার মঙ্গল সিং** : (ক) মাননীয় সদস্য কি জানাবেন, কোনও অফিসার এপ্রিল ১৯৪৫-এর পূর্বে দিল্লি থেকে সিমলা বা কলকাতার সচিবালয়ে বদলি হয়ে পরে আবার দিল্লি প্রত্যাবর্তন করলে, আগের চাকরির অভিজ্ঞতার সুযোগ পান না এবং আবাসন বন্টনের ক্ষেত্রে তাকে আবার নতুন করে সিনিয়রিটি অর্জন করতে হয়?

(খ) পরিষেবার স্বার্থেই যখন বদলি, সেক্ষেত্রে এইসব অফিসারদের দিল্লির অফিসারদের মতো পদে যোগ দেওয়ার সময় থেকে অভিজ্ঞতা না ধরার মধ্যে কি উদ্দেশ্য আছে?

(গ) বসবাসের বাড়ির সঙ্কট যখন তীব্র এবং এর শিকার কর্মচারীরা যেহেতু বহু বছর সরকারি চাকরিতে রয়েছেন ও বড় পরিবার রয়েছে, মাননীয় সদস্য কি এই নিয়ম সংশোধনের কথা ভাববেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) এই আপত্তির উদ্দেশ্য ছিল, দিল্লিতে যাঁরা একনাগাড়ে অনেকদিন আছেন তাঁদের সুবিধা দেওয়া এবং এরা সিমলা বা দিল্লিস্থিত অফিসারদের চেয়ে গৃহসঙ্কটে বেশি দুর্ভোগ সহ্য করেছেন।

(গ) বন্টন-বিধি পরিবর্তনের সময়ে এই নিয়মের পর্যালোচনা করা হবে।

□ □ □

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৬২।

৪৪৯

*বোম্বাই প্রদেশের সেচযুক্ত দাক্ষিনাত্য এলাকায় চিনির কারখানা স্থাপনের অনুমতি

১৪২১. **এস.বি.হিরে** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) এটা কি ঠিক, সরকার বোম্বাই প্রদেশের দাক্ষিনাত্য এলাকায় সংরক্ষিত উদ্দেশ্যে খাল তৈরি করেছে?

(খ) এই উদ্দেশ্য স্বার্থক হোক বা না হোক, সরকার আখ চাষ উৎপাদন এলাকায়, চিনির কারখানা গড়ে তুলতে চান,

(গ) এই এলাকায় খালের জলে কত একর জমিতে সেচ হয় এবং এর কতটা চিনি কারখানায় কাজে লাগে?

(ঘ) সরকার এই এলাকায় আরও চিনির কারখানার অনুমতি দেওয়ার কথা ভাবছে কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বোম্বাই সরকারের কাছে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা সভার সামনে পেশ করা হবে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৬৩।

৪৫০

*সিমলার বড়লাট প্রাসাদের কর্মচারীদের মতো সিমলার কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের কর্মচারীদের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব

১৬৫. সরদার মঙ্গল সিং : তারকাহীন প্রশ্ন নম্বর ১৩৬-এর (খ) অংশের উত্তরে সিমলার বড়লাট প্রাসাদের কর্মচারীরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন তা কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের মন্ত্রক ও নিম্নতম কর্মচারীদের দেওয়ার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি না মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন কি? যদি হয় সেই নির্দেশের কপি কি সভার সামনে পেশ করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এ-ব্যাপারে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশের কপি পেশ করা হল।

চিঠি নং ই-৬ তাং ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৫ এর কপি, ভারত সরকারের শ্রম দফতরের সহ-সচিব প্রেরিত অতিরিক্ত মুখ্য বাস্তুকার। কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর পশ্চিমাঞ্চল, নতুনদিল্লি, চিঠি।

বিষয় : সিমলার কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের রেন্ট কন্ট্রোল অফিস ও সিমলা কেন্দ্রীয় ডিভিসন কর্মচারীদের জন্য ক্ষতিপূরণ ভাতা মঞ্জুর।

আপনার ৭ জুন, ১৯৪৪ তারিখের ০১১৭১-ই নম্বর চিঠি। গভর্নর জেনারেল সিমলার কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর ও রেন্ট কন্ট্রোল অফিসের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ ভাতা নিম্নহারে মঞ্জুর করেছেন :—

(ক) মন্ত্রক ও টেকনিক্যাল নন গেজেটেড কর্মচারী, নিম্নপদস্ত কর্মচারী ছাড়া ১৫% হারে, সর্বনিম্ন ১৫ টাকা ও সর্বৈব ৩৫ টাকা প্রতি মাসে।

(খ) নিম্নপদস্থ কর্মচারী - ২ টাকা প্রতি মাসে।

২. এই নির্দেশ ১ জুলাই ১৯৪৫ থেকে কার্যকর হবে।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৯ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ৩১৬৫।

৪৫১

*দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প

২৫০৩. রামনারায়ণ সিং : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন :

(ক) দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা কি;

(খ) প্রাথমিক সমীক্ষা কি শেষ হয়েছে?

(গ) সংশ্লিষ্ট সব জেলায় কৃষি জমি কতটা অধিগৃহীত হয়েছে, আরও কত হবে?

(ঘ) সব জেলার কতকগুলি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্থ হবে?

(ঙ) (i) গৃহচ্যুত হবে এমন মানুষের সংখ্যা কত, (ii) জমি থেকে উৎখাত হবে কতজন? (iii) জমি ও বাড়ি থেকে উৎখাত হবে কতজন?

(চ) উৎখাত মানুষদের পুনর্বাসনের কোনও প্রকল্প আছে?

(ছ) এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের আবেগ সম্বন্ধে সরকার অবহিত কি না, বিহার প্রদেশ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রকল্প সম্পর্কে যে প্রস্তাব নিয়েছে, সরকার তা জানে কি না?

(জ) কেন্দ্রে ও প্রদেশে জনপ্রিয় সরকার দায়িত্ব নেওয়া পর্যন্ত কি প্রকল্পের কাজ শুরু স্থগিত রাখা হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) প্রাথমিক অনুসন্ধান চলছে।

(খ) না। (গ), (ঘ) ও (ঙ); এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

(চ) কোনও প্রকল্প এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে সরকার বিষয়টি পর্যালোচনা করছে। এবং আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই যে, সরকার উৎখাত হওয়া মানুষদের যথাযথ পুনর্বাসনের কথা মনে রাখবে।

(ছ) এই বিষয়ে কিছু সংবাদ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৩ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৪২২।

(জ) প্রাথমিক তদন্ত সবে শেষ হয়েছে। সরকার এখন-ই প্রকল্প স্থগিত রাখার কথা ভাবছে না। প্রয়োজন দেখা দিলে ভাবা হবে।

রাম নারায়ণ সিং : পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া কি হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এ বিষয়ে এখন-ই নিশ্চিত কিছু বলতে পারব না।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : মাননীয় সদস্য ভূমিচ্যুত মানুষদের জন্য বিকল্প কৃষি জমি মঞ্জুরের কথা ভাববেন কি যেখানে তারা চাষ করবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা নিশ্চয়-ই মনে রাখব।

রাম নারায়ণ সিং : অধিগৃহীত এলাকার মানুষদের বাড়ি ছাড়ার জন্য দুই বা তিন বছর আগে নোটিশ দেওয়া হবে কি না যাতে তারা নতুন জায়গায় বাড়ি তৈরি করতে পারে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নির্দিষ্ট সময়ের অঙ্গীকার করতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি, তাদের যথেষ্ট সময় দেওয়া হবে।

রাম নারায়ণ সিং : মহাশয় আমি কি জানতে পারি, দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসাবে সাঁওতাল পরগনার নদীগুলিতে বড় বাঁধ নির্মাণ করা হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই পর্যায়ে সেটা বলতে পারছি না।

মৌলানা জাফর আলি খান : প্রশ্নের (গ) অংশ থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন রূপে জানতে পারি, অসমের বহু গ্রামবাসী এরমধ্যে গৃহ থেকে উৎখাত হয়েছে, তাদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া, জমিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা শোচনীয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বুঝতে পারছি না। এই প্রশ্ন থেকে এসব কথা আসে কিভাবে।

সভাপতি মহাশয় : উনি প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ে বলছেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এতে অসমকে স্পর্শ করা হচ্ছে না।

রাম নারায়ণ সিং : আমি কি জানতে পারি, প্রকল্প চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছে কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ। মহাশয়।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : এটা বহুমুখী প্রকল্প নয় কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ। মহাশয়।

□ □ □

৪৫২

*ধানবাদের ভারতীয় খনি বিদ্যালয় ধর্মঘট

১৫০৪. **রাম নারায়ণ সিং** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, ধানবাদের ভারতীয় খনি বিদ্যালয়ে ধর্মঘট হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে কেন, এবং ধর্মঘট কি শেষ হয়েছে। যদি হয় কিভাবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন ১২৬৫, তারিখ ২৬ মার্চ ১৯৪৬-এর উত্তরের প্রতি।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : ডিপ্লোমার স্বীকৃতি বিষয়ে ছাত্ররা যে অভিযোগ করছিল, সেবিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিষয়টি বিবেচনাধীন।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৩ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৪২৯।

৪৫৩

*আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার দফতরে ভারতীয় কর্মচারীদের সংখ্যা

১৫১১. অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কতজন ভারতীয়কে সদর দফতরে নিয়োগ করেছে?

(খ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ভারতীয় কর্মচারীদের জন্য মোট কত ব্যয় করেছে এবং ভারত সরকার ঐ সংস্থাকে কত টাকা দিয়েছে?

(গ) ভারতে এই সংস্থার দফতর শক্তিশালী করা এবং সব প্রদেশের রাজধানীতে শাখা খোলার প্রস্তাব আছে কি না?

(ঘ) সরকার কি শ্রম সংস্থার সদর দফতরে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে? করে থাকলে তার ফল কি?

(ঙ) সরকার কি শ্রম সংস্থার সদর দফতরে সচিবালয়ের কিছু সদস্যকে কয়েক মাসের জন্য পাঠিয়ে শ্রম আইন পর্যালোচনা ও বিভিন্ন দেশে এর প্রয়োগ, শ্রম সংস্থার কার্যকলাপ বোঝার কথা ভেবেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) এটা জানা আছে যে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদর দফতরে তিনজন ভারতীয় নিযুক্ত আছেন। সংস্থার ভারতীয় শাখা অফিসে সবাই ভারতীয়, ১৯৪৬-এ সাতজন কর্মীর মধ্যে একজন প্রবীণ অফিসার আছেন।

(খ) ১৯৪৬ সালে বিভিন্ন দফতরে ভারতীয় সদস্যদের জন্য সংস্থার খরচ এইরকম:

সদর কার্যালয় - ৬০,০০০ সুইস ফ্রাঁ বা ৪৫,৯০০ টাকা (আনুমানিক

ভারতীয় শাখাসমূহ - ৪৪,৬৪০ টাকা

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৩ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৪২৯।

ভারত সরাসরি সংস্থা তহবিলে টাকা দেয় না, তবে জাতিসঙ্ঘকে দেওয়া ভারতের টাকার একাংশ শ্রম সংস্থা পায়। এর বিশদ বিবরণ এইরকম :

বছর	রাষ্ট্রপুঞ্জকে দেওয়া মোট (স্বর্ণ ফ্রাঁ)	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রাপ্য অংশ (ফ্রাঁ)
১৯৪৩	৮,৯৩,০৪৪,২৪	৩০০,৭৩১,৮৮
১৯৪৪	৮,১৫,০২৪,৬৪	৩০০,৯৬০,১৮
১৯৪৫	১,৯৯,০৩৩,৩৯	৮,৯৫,২০০(সুইস ফ্রাঁ)
১৯৪৬	১৩,০২,৯৩৮,৬৭	জানা নেই

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ভারতীয় শাখার ডাইরেক্টর থেকে প্রাপ্ত তথ্য

বিনিময় হার : স্বর্ণ ফ্রাঁ ১ = ১ টাকা ১ আনা ৫ পাই

সুইস ফ্রাঁ ১ = ১২ আনা ৪ পাই

(গ) সরকারের কাছে কোনও তথ্য নেই।

(ঘ) হ্যাঁ! (i) ভারতীয় জন-কৃত্যক কিছু যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করেছেন মনট্রিল-এ শ্রম সংস্থার মন্ত্রকের জন্য।

(ii) উচ্চতম পদের ক্ষেত্রে একজন ভারতীয়কে সহ-নিদেশক করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

(ঙ) বিষয়টি বিবেচনাধীন।

মোহন লাল সাকসেনা : স্বর্ণ ফ্রাঁর টাকার মূল্য কত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ১ টাকা ১ আনা ৫ পাই। এই তথ্য শ্রম সংস্থা দিয়েছে। এর পক্ষে কিছু বলব না।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : (গ)-এর ব্যাপারে সরকার কি শ্রম সংস্থা সব প্রদেশের সরকারের সাথে যোগাযোগের জন্য রাজ্য রাজধানীগুলিতে শাখা খোলার প্রস্তাব দেবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি ব্যাপারটা দেখব।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : এটা কি ঘটনা নয় যে, আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীতে এশীয় এবং কালো মানুষের দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব কম রয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা একটা সাধারণ ধারণা, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তা আমি বলতে পারব না।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : শ্রম সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীতে ভারত ও কালো মানুষের দেশগুলির যথাযথ প্রতিনিধিত্বের জন্য সরকার কি করবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমরা সব সময়ে ভারতের দাবির নিয়ে চাপ দিচ্ছি।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : কি ফল হয়েছে? একটু উন্নতি হয়েছে অবস্থার?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমরা আশা করি, একদিন সফল হব।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : এটা কি ঘটনা নয় যে, এখনকার পরিচালকমণ্ডলীতে আমাদের অবস্থা তিন বছর আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে?

মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর স্যার এ.রামস্বামী মুদালিয়র : আমি প্রশ্নটার উত্তর দেব? আমার মনে আছে, সরকার এবং শ্রমিক দুই তরফেই ভারতের প্রতিনিধিত্ব কয়েক বছর ধরে করেছে। এই সভার প্রয়াত সদস্য শ্রী যোশি পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন ১০-১২ বছর। সরকারের পক্ষে স্যার অতুল চ্যাটার্জি সদস্য ছিলেন। একবার পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতিও ছিলেন। বর্তমান হাই কমিশনার স্যার স্যামুয়েল রঙ্গনাথন পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য আছেন এবং গত শ্রমিক সম্মেলনে সংবিধান রচনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। আমার মনে হয়, এখন গত এক বছর যোশির সদস্যপদ যাওয়ার পর ভারতের কর্মচারীদের পক্ষের প্রতিনিধি নেই। এটাই একমাত্র অবনতি, যদি একে অবনতি বলা যায়। সরকারের পক্ষে বলা যায়, হাই কমিশনার পরিচালকমণ্ডলীতে রয়েছেন। অন্যান্য কালো মানুষের দেশ সম্বন্ধে আমি বলতে পারব না। তবে ভারত সরকার-ই পরিচালকমণ্ডলীতে রয়েছে সরকার ও শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে।

শ্রীযুক্ত এন.ভি. গ্যাডগিল : এটা কি ঘটনা নয় যে, পরিচালকমণ্ডলীর গঠন বিন্যাসে কিছু রদবদলের প্রস্তাব এসেছে এবং সভার সামনে তা রয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই বিষয়টি আমার উত্থাপিত প্রস্তাবের সময়ে আমি আলোচনা করব।

দেওয়ান চমন লাল : মাননীয় সদস্য কখন এটা উত্থাপন করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই অধিবেশনেই।

এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : এখন তো রাষ্ট্রপুঞ্জ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব উঠছে। ভারতীয় কোষাগার থেকে সরাসরি শ্রম সংস্থাকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব আছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বলতে পারব না। সেটা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাই সিদ্ধান্ত নেবে।

৪৫৪

*কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি প্রেসে ধর্মঘট

১৫২৬. **অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন :

(ক) নতুন দিল্লিতে ভারত সরকারের প্রেসে কতদিন ধরে চলছে?

(খ) শ্রমিকদের দাবিদাওয়া ও ক্ষোভ সরকারের কাছে জানানো হয়েছে?

(গ) এইসব দাবি সরকারের কাছে কখন জানানো হয় এবং সরকারের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া মেটাতে কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

(ঘ) ধর্মঘটে কত সংখ্যক শ্রমিক যোগ দিয়েছে?

(ঙ) এটা কি ঘটনা যে, ধর্মঘট এখন অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রেসগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে?

(চ) এটা ঘটনা কি না যে, বোম্বাইতে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে ২১ মার্চ? হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকার ৪ পৃষ্ঠায় এটা বেরিয়েছে।

(ছ) শ্রমিকদের সাথে মীমাংসায় আসার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ধর্মঘট ১৯ দিন চলেছে। ৬ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ, ১৯৪৬।

(খ) দাবিগুলি ছিল এই :

(১) মাসিক ৫০ টাকার কম নয়, এই হারে জীবনধারণ যোগ্য বেতন হার নির্দ্ধারণ।

(২) ভারত সরকারের সব প্রেসের সাথে এক-ই হারে বর্তমান বেতনহার পরিবর্তন।

(৩) রাজ্য রেল প্রভিডেন্ড ফান্ড ও অবসরকালে বা মৃত্যুর গ্র্যাচুয়িটি আইনের সাথে সমতা আনার জন্য কর্মচারীদের দেয় টাকা সংক্রান্ত বিধির পরিবর্তন।

(৪) মাগ্‌গী ভাতা ও যুদ্ধ ভাতা বৃদ্ধি।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৩ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৪৪৩।

(৫) ছুটির নিয়ম পরিবর্তন।

(৬) কাজের সময় সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা থেকে কমিয়ে ৪০ ঘন্টা করা।

(৭) রাতের শিফট-এ কর্মরতদের ভাতা দান।

(৮) ফুরনে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি।

(৯) ফুরনের কর্মীদের জন্য সবেতন ছুটি।

(১০) অস্থায়ী শ্রমিকদের বহাল রাখা।

(ঘ) ও (ছ) : দাবিদাওয়া গুলি সরকারের সামনে পেশ হয় গত ফেব্রুয়ারিতে। শেষের পাঁচটি দাবি আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে, দেয় সুবিধাগুলি ঘোষিত হয়েছে। প্রথম পাঁচটি দাবি সাধারণ ধাঁচের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সব শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য, সেজন্য বিচার বিবেচনা ছাড়া মঞ্জুর করা সম্ভব নয় এবং বেতনভোগীদের অপেক্ষা করতে হবে বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যন্ত। প্রেসকর্মীদের জন্য সরকার নিম্নোক্ত অতিরিক্ত সুবিধা ঘোষণা করেছে :

(i) বর্ধিত মাগ্‌গী ভাতা ও যুদ্ধ ভাতা লাগু হবে গত ১ জানুয়ারি ১৯৪৬-এর বদলে ১ জুলাই, ১৯৪৪ থেকে।

(ii) সব শ্রমিক কর্মচারীদের পেনসন ধার্যের ক্ষেত্রে মাগ্‌গীভাতার অর্দ্ধেক বেতন হিসাবে গণ্য হবে।

(iii) নিম্ন পর্যায়ভুক্তরা গড় বেতনের অর্দ্ধেক পেনসন পাবেন। বর্তমান বেতনহারের গলদ ও ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রেসের কর্মচারীদের চাকরির শর্ত ঠিক করার জন্য একজন অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি নিযুক্ত করার কথা হচ্ছে।

(ঘ) ৭৭৫ জন শিল্প শ্রমিক ধর্মঘটে যুক্ত ছিল।

(ঙ) হ্যাঁ। আলিগড়ের গভর্নমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া ফর্মস প্রেস-এর কর্মীরা ১৫ মার্চ ১৯৪৬ থেকে ধর্মঘট করছে। কলকাতার ভারত সরকার প্রেস ও ফর্মস প্রেসের শিল্প শ্রমিকেরা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছিল। তবে এখনও ধর্মঘট হয়নি।

(চ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের বাইরে সরকার কিছু জানে না। সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রটি প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

□ □ □

৪৫৫

*নতুনদিল্লির আবাসন সম্পত্তি অধিগ্রহণ

১৫৩০. **দেওয়ান চমন লাল** : (ক) ১৩ মার্চ, ১৯৪৬ তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন ৯২৪-এর উত্তরে এই সভায় ব্যক্তিগত আবাসন সম্পত্তি যথাসত্বর ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপার সময় বিভাগ যে ঘোষণা করেছিল, মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, শ্রম দফতর কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসারদের বসবাসের জন্য নতুনদিল্লির বাড়ি অধিগ্রহণ করা থেকে বিরত হবে কিনা?

(খ) সরকার কি আগে অধিগ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু দখল নেওয়া হয় নি নতুনদিল্লিতে এমন আবাসন সম্পত্তি (যেমন ৪, রটেনডন রোড) দখল করতে ইচ্ছুক? যদি এইসব অধিগৃহীত সম্পত্তি দখল নেওয়া প্রয়োজন মনে হয়, তবে তার কারণ কি?

(গ) সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়ার সাধারণ কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি (খ)-এ উল্লেখিত বাড়ির বর্তমান ভাড়াটেদের এখনও থাকার জন্য বলবে? তাই যদি হয়, সরকার কি সেই অনুযায়ী নির্দেশ জারি করবে? যদি না করে, তবে কেন করবে না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) জাপানের সাথে শত্রুতার অবসানের পর শ্রম দফতর কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসারদের থাকার জন্য নতুন করে বাড়ি অধিগ্রহণ করবে না।

(খ) কোনও সাধারণ আইন বেধে দেওয়া সম্ভব নয়। যেক্ষেত্রে সরকার কর্মচারীদের অধিগৃহীত বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। সেই অধিগৃহীত বাড়িতে সরকারের অধিকার আছে নিশ্চয়-ই। ৪নং রটেনডন রোড এরকম দৃষ্টান্ত। সরকারি কাজের জন্য অধিগৃহীত সম্পত্তি পুরো ব্যবহারের সুযোগ থাকা দরকার।

(গ) সব কটি ব্যাপার এই ব্যবহারের জন্য বিশেষ গুনানুসারে বিবেচিত হবে।

□ □ □

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৩ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৪৪৫।

৪৫৬

*অভ্র খনি-শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, অভ্র খনি শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করার জন্য তহবিল গঠনে আমি একটা বিল পেশ করার জন্য বিরতি চাইছি।

সভাপতি : প্রশ্ন হল : "অভ্র খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণে আর্থিক ব্যবস্থার জন্য তহবিল গঠনের বিধেয়ক আনার জন্য বিরতি মঞ্জুর করা হোক।" প্রস্তাব গৃহীত হল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহাশয়, আমি বিধেয়ক পেশ করলাম।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৩ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৪৫৭।

৪৫৭

কারখানা (সংশোধন) বিল

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, আমি পেশ করছি :

'প্রবর সমিতির রিপোর্ট অনুযায়ী কারখানা আইন, ১৯৩৪ আরও সংশোধনার্থে বিধেয়ক অনুমোদনের জন্য বিবেচিত হোক।"

যেহেতু প্রবর সমিতি থেকে এসেছে সেজন্য এই বিধেয়ক নিয়ে এই পর্যায়ে আমার দীর্ঘ কিছু বলার দরকার নেই। মূল বিধেয়ক সাতটি ধারা ছিল। সাতটির মধ্যে চারটিতে প্রবর সমিতি কিছু সংশোধন করেছেন। এই সংশোধন মূলত শ্রমিকদের পক্ষে মূল বিধেয়ক যা ছিল আরও উদার করার লক্ষ্যে রচিত। যদিও আমি দেখছি, প্রবর সমিতি মূল বিধেয়ক এমন কিছু সংশোধন করা হয়েছে যা সরকারের লক্ষ্যসীমার বাইরে। কিন্তু প্রবর সমিতি থেকে এসেছে বলে আমি কোনও আপত্তি তুলছি না। এখন যে-ভাবে আছে সে-ভাবেই আমি তা গ্রহণ করতে রাজি। মহাশয়, আমি পেশ করছি।

উপাধ্যক্ষ : প্রস্তাব পেশ হল।

"প্রবর সমিতি যেভাবে রিপোর্ট করেছে সেই অনুযায়ী কারখানা আইন ১৯৩৪ আরও সংশোধন করা হোক।"

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৩ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৪৫৭।

৪৫৮

*ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবারকে মাসিক অনুদান

১৬৩২. সত্যনারায়ণ সিংহ : (ক) ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার-কে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্যে মাসে ১৩,০০০ টাকা অনুদান সংক্রান্ত যে-সব তথ্য 'ন্যাশনাল কল' পত্রিকার ২৪ মার্চ রবিবারের প্রভাত সংস্করণে বেরিয়েছে, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে কিনা, মাননীয় শ্রমিক সদস্য জানাবেন?

(খ) এটা কি ঘটনা যে, প্রচারকদের বেতন হ্রাসের পর সংবাদ প্রচারের খরচ বেড়েছে?

(গ) এটা কি সত্য, মহা-নিরীক্ষক হিসাব পত্র ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট নন, এবং তিনি এর তীব্র সমালোচনা করেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার-এর যে হিসাবপত্র ১৯ মার্চ, ১৯৪৬ সভার সামনে পেশ করা হয় তাতে প্রচারকদের বেতন খাতে খরচ কম হয়েছে এবং 'সংবাদ প্রচার' খাতে খরচ বেড়েছে মে, জুন, জুলাই, ১৯৪৫। এই পার্থক্য ব্যয় খাতের পরিবর্তনজনিত। এপ্রিল ১৯৪৫-এ এটা চালু হয় মূলত শ্রমিক প্রচার প্রকল্পটি তথ্য ও বেতার থেকে শ্রম দফতরে স্থানান্তরিত হওয়ার দরুন। এর পরই শ্রমিক কেন্দ্র, শ্রমিক ক্লাব ও অন্যান্য কেন্দ্রের প্রচারকদের ভাতার বাবদ ব্যয়, যা 'পরিচালনার ব্যয়' নামে চিহ্নিত, যে ১৯৪৫ এর পর থেকে একে দেখানো হয় 'সংবাদ প্রচারে বেতন' বাবদ খরচ। 'প্রচারকদের বেতন' শিরোনামে সামগ্রিক ব্যয় এই কয়মাসে আগের মাসগুলির মতো প্রায় এক-ই ছিল।

(গ) লালচাঁদ নওলরাই ২ নভেম্বর ১৯৪৫ প্রশ্ন নং (৩১)-এর খ ও গ অংশের উত্তরের প্রতি এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (১৯৪৩-৪৪) রিপোর্টের ৬৮ নম্বর অনুচ্ছেদের প্রতি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৮ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৬৪৫।

সত্যনারায়ণ সিংহ : তারপর কি হল? মাননীয় সদস্য কি দয়া করে এইসব হিসাব পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সামনে পেশ করবেন? আমার বিশ্বাস এটা সাধারণ মানুষের টাকা অপচয় করা হচ্ছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এটা বিবেচনা করেছে, এবং আমার উত্তরে আগেই বলেছি, ১৯৪৩-৪৪ কমিটির রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ৬৮ প্রতি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেওয়ান চমন লাল : মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, ১৯৪৫-এরপর অবস্থাটা কি এবং অনুদান এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা বন্ধ করা হয়েছে।

দেওয়ান চমন লাল : ১৯৪৫ বন্ধ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থা কি ছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার কাছে তথ্য নেই। তবে মাননীয় যদি প্রশ্নের আকারে দেন তো উত্তর দিতে পারি।

দেওয়ান চমন লাল : এটা কি ঘটনা যে হিসাবটা পেশ করা হয় অনুদান বন্ধের পর?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর জন্য নোটিশ চাই।

দেওয়ান চমন লাল : মাননীয় বন্ধু জানেনা এটা তারপর পেশ হয়েছিল কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আপনাকে বলতে পারব না।

সত্যনারায়ণ সিংহ : মাননীয় সদস্য কি পুরো ব্যাপারটা দেখবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি দেখেছি। এর বেশি কি করতে পারি?

মনু সুবেদার : ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারের জন্য বর্তমান খরচ কত?

মাননীয় ড. আম্বেদকর : আমি তো বলেছি, অনুদান বন্ধ করা হয়েছে।

মোহনলাল সাকসেনা : কখন বন্ধ করা হয়েছে জানতে পারি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার যদি ভুল না হয়। গত বছর।

মিস মনিবেন কারা : এটা কি সত্য নয় যে, তথ্য ও বেতার দফতর অনুদান মঞ্জুরের সময়ে যে পদ্ধতি ঠিক করে দেয় সেই অনুযায়ী ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন হিসাব পেশ করে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার বিশ্বাস তাই।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : এটা কি ঘটনা নয় যে, অনুদান দেওয়ার পরও বহুদিন ইন্ডিয়ান ফেডারেশন তাদের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেনি এবং মহা-নিরীক্ষকের দফতরের অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : উত্তরের সময়েই বলেছি, এই অনুদান আসলে তথ্য ও বেতার দফতর কার্যকরী করেছে। এর শেষ পর্বে শ্রম দফতরের হাতে পরিচালনা ভার যায়।

দেওয়ান চমন লাল : কেন?

মিস মনিবেন কারা : এটা কি ঘটনা যে, ১৯৪৪-এর মে মাসের আগে ফেডারেশনকে রসিদপত্র পেশ করতে বলা হয়েছিল, এবং তাদের শুধু হিসাব দাখিল করতে বলা হয়। এবং ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী তা করেছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বলতে অক্ষম। বিষয়টি অন্য দফতরের এক্তিয়ারাধীন।

মিস মনিবেন কারা : এটা কি ঠিক যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার ফলে অনুদান বন্ধ করা হয়েছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, আমি তো তাই বলেছি।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : যারা আগে সংবাদ প্রচারের জন্য প্রচারকের কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে কতজনকে তথ্য ও বেতার দফতরে চাকরি দেওয়া হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যের উচিত তথ্য ও বেতার দপ্তরে মাননীয় সদস্যকে এই প্রশ্ন করা।

মোহনলাল সাকসেনা : আমি কি জানতে পারি, অনুদান যুদ্ধ শেষের আগে না পরে বন্ধ হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সঠিক বলতে পারব না।

মোহনলাল সাকসেনা : গত এপ্রিল, ১৯৪৫-এ কি বন্ধ করা হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ।

দেওয়ান চমন লাল : মাননীয় সদস্যের কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, যে হিসাব পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির কাছে দাখিল করা হয়েছে কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তা যথা সময়ে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির কাছে দাখিল করা হবে বলে আশা করি।

আমেদ ই.এইচ.জাফর : এটা কি সত্যি নয় যে, ৩০,০০০ টাকা অপব্যবহার করা হয়েছে? সরকার যে উদ্দেশ্যে টাকা বরাদ্দ করেছিল, সেই কাজে তা ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে মাননীয় সদস্যের পার্টির প্রচারে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আপনাকে এই মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।

অধ্যক্ষ : শান্তি, শান্তি।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : উনি তা বলেন নি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, বলেছেন।

আমেদ ই.এইচ.জাফর : মাননীয় সদস্য সভার সামনে তা অস্বীকার করুন। মেজাজ শান্ত করুন।

অধ্যক্ষ : শান্তি, শান্তি। মাননীয় সদস্য কি আসন গ্রহণ করবেন। মাননীয় সদস্য এভাবে অন্য মাননীয় সদস্যকে বলতে পারেন না উনি মেজাজ হারাচ্ছেন।

আমেদ ই.এইচ.জাফর : আমি কি জানতে পারি মাননীয় সদস্য সভায় যেভাবে প্রায়ই মেজাজ হারান, তা তিনি করতে পারেন?

ডা: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তিনি এ ধরণের প্রশ্নের তীব্র প্রতিবাদ করছেন। এটা কি সংসদীয় কথা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় বন্ধু বলেছেন যে টাকাটা আমি যে পার্টিতে আছি তার প্রচারে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি তার প্রতিবাদ করেছি। আমি ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবারের লোক নই।

অধ্যক্ষ : শ্রী জিয়া উদ্দিনের আপত্তি কি আমি বুঝতে পারছি না।

ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : মাননীয় সদস্য কি বলতে পারেন : 'আমি বিশেষ প্রশ্নের তীব্র প্রতিবাদ করছি?'

দেওয়ান চমন লাল : আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, এটা ঘটনা কি না যে এই টাকা ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবারের প্রচারে ব্যবহৃত হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বলতে পারব না। সরকারের যে তথ্য আছে তাতে, রয়েছে যে উদ্দেশ্যে টাকা মঞ্জুর হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যয় হয়েছে।

দেওয়ান চমন লাল : আমি কি মাননীয় সদস্যের কাছে জানতে পারি, এ.আই.টি.ইউ.সির মতো সৎ সংগঠন এই টাকা স্পর্শ করতে অস্বীকার করেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমরা সব সংগঠনের কাছে বলেছি।, এটা একটা সাধারণ সার্কুলার। সব সংস্থার উদ্দেশ্যে লিখে জানতে চাওয়া হয়। তারা শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার প্রকল্পে যোগ দিলে ভারত সরকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। ভারত সরকার কোনও বিশেষ সংগঠনকে এই প্রকল্পে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেনি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ।

আহমেদ ই.এইচ.জাফর : মাননীয় সদস্য, বহু অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তরের এই আলোচনার পর এখন সন্তুষ্ট তো যে এই টাকা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় নি এবং একটা সন্দেহ থেকে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য একজন বেসরকারি অডিটর বসাবেন কি হিসাব পরীক্ষার জন্য?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর দরকার আছে বলে মনে করি না। সভা কর্তৃক নিযুক্ত পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সামনেই তো বিষয়টি আসবে।

দেওয়ান চমন লাল : আমি কি জানতে পারি, মাননীয় সদস্য পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির কাছে এই বিষয়টি পেশ করতে দেরি করলেন কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : দেরি করা হয় নি। এটা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে পেশ করা হয়েছে।

দেওয়ান চমন লাল : এতদিন পেশ করা হয়নি কেন?

অধ্যক্ষ : পরের প্রশ্ন!

□ □ □

৪৫৯

*সরকারি প্রেসে জুনিয়র রিডার

১৬৩৫. **হাজি চৌধুরি মহম্মদ ইসমাইল খান :** (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি বলবেন, কিসের ভিত্তিতে ভারত সরকারের প্রেসগুলিতে জুনিয়র রিডারদের স্থায়ী পদ ঠিক করা হয়?

(খ) এটা কি ঠিক যে কপি হোল্ডারদের কাজ জুনিয়র রিডারদের থেকে আলাদা?

(গ) এটা কি ঘটনা, অস্থায়ী হিসাবে কর্মরত জুনিয়র রিডারের বেতনহারে পৌঁছে গেছে এমন অনেকে কপিহোল্ডারদের অধস্তন হিসাবে কাজ করছেন? যদিও এইসব কপি হোল্ডার রিডারশিপ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে পাশ করতে পারে নি?

(ঘ) এটা কি সত্যি যে, যোগ্য কপি হোল্ডাররা সরকারি নির্দেশবলে একবার জুনিয়র রিডার পদে কাজ করার সুযোগ পেয়ে সন্তোষজনকভাবে দক্ষতা প্রমাণ করার পর তাদের পদ বদল হতে পারে?

(ঙ) সরকার কি স্থায়ী জুনিয়র রিডার পদে তাদের-ই অগ্রাধিকার দিতে চাইছে যারা যোগ্য কপি হোল্ডার হিসাবে ঐ পদে বেশি সময় চাকরি করেছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) কপিহোল্ডার পদে বেশিদিন কাজ করার ভিত্তিতে স্থায়ী করা হয়। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে যারা রিডার-এর পরীক্ষায় তৃতীয় সুযোগে পাশ করেছেন তাদের জন্য কিছু সংরক্ষণ দেওয়া হয়।

(খ) হ্যাঁ। (গ) হ্যাঁ।

(ঘ) হ্যাঁ, জুনিয়র কপিহোল্ডাররা আগেই যদি স্থায়ী হয়ে যান তো আলাদা কথা।

(ঙ) না। সব বিচার করে বর্তমান আইন করা হয়েছে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৮ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৬৪৯-৫০।

১৬৩৬. হাজি চৌধুরি মহম্মদ ইসমাইল খান : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, ভারত সরকারের প্রেসে জুনিয়র নতুন রিডারদের বেতন হার ৫৫-৩-৮৫ টাকা এবং কপিহোল্ডারদের বেতনহার ৪৫-৪-৬০ ইবি-৮০ (যুক্ত হারে গ স্তরে) টাকা কিনা?

(খ) এটা কি ঠিক যে, জুনিয়র রিডার ও স্থায়ী কপিহোল্ডারদের বেতনহারের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে? কারণ একজন স্থায়ী জুনিয়র রিডার ৪-৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ৬৪ টাকা বেতন পাচ্ছে যেখানে একজন অস্থায়ী কপিহোল্ডার পায় ৬৭ টাকা?

(গ) এটা কি ঠিক যে মাননীয় সদস্য এই অসঙ্গতি দূর করতে জুনিয়র রিডারদের জন্য 'খ' গ্রেড নির্দ্ধারণ করেছেন? যদি না হয়, কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) অস্থায়ী জুনিয়র রিডার পরিবর্ধিত হারে ৬৪ টাকা মাসিক বেতন পাবে ৪ বছরের অভিজ্ঞতার পর এবং ৫ বছর পর পাবে ৬৭ টাকা। কিছু ক্ষেত্রে অস্থায়ী কপি হোল্ডার ঐক্যবদ্ধ বেতন হারে পাবে ৬৭ টাকা।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) এই ঐক্যবদ্ধ হার অস্থায়ী এবং ভারত সরকারের কেরানি কর্মচারীদের জন্য নির্দ্ধারিত। ভারত সরকারের প্রেসগুলির কপি হোল্ডার ও জুনিয়র রিভাইসারদের জন্য বিশেষ করে এটি করা হয়। বি গ্রেডের বেতনহার কার্যকরী করলে আরও অসঙ্গতি ও জটিলতা বাড়বে কারণ ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রেসে বিভিন্ন স্তরের রিডার রয়েছে।

□ □ □

৪৬০

*থোরিয়ামের ব্যবহার

১৬৪২. **এম.কে. জিনাচন্দ্রন** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি বলবেন, থোরিয়াম কীভাবে সামরিকভাবে ব্যবহার করা যায়? অসামরিক কাজে এর ব্যবহার চলে? যদি হয় কিভাবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী মনে হচ্ছে, এর ক্রমানুগতিক প্রতিক্রিয়ায় আনবিক শক্তির বিকীরণে ইউরেনিয়ামের জায়গায় থোরিয়াম ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘষা গ্যাসের আলো, রেডিও ভাল্ব, গ্যাসের দণ্ড উৎপাদনে থোরিয়াম ব্যবহৃত হতে পারে।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : ভারতের কোথায় এটা পাওয়া যায়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ত্রিবাঙ্কুর।

এ.করুনাকর মেনন : শুধু ত্রিবাঙ্কুর? না ভারতের অন্য আরও কোনও স্থানে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর জন্য নোটিশ চাই।

মনু সুবেদার : থোরিয়াম নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজকীয় সরকার বা বাইরের কোনও সরকার কি ভারত সরকারের কাছে আর্জি করেছে এবং সরকার কি কোনও বিশেষ দেশের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সে-রকম কোনও প্রস্তাবের কথা আমার জানা নেই।

অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : সরকার কি ভূ-তত্ত্বের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এটা পরীক্ষা করাচ্ছে?

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ৮ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৬৫৫।

এ.করুনাকর মেনন : তারা কি এই উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি করছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার কাছে কোনও খবর নেই। মাননীয় সদস্য এ ব্যাপারে তথ্য জানতে চাইলে তিনি আমায় যথাযথ নোটিশ দিন। অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ : এটা কি রপ্তানি হয়েছে? যদি হয়, জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য এর রপ্তানি বন্ধ করা দরকার।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি অনুসন্ধান করব।

□ □ □

৪৬১

*কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে মুসলমান

১৬৪৬. **মহম্মদ রহমত-উল্লাহ** : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের নিম্নোক্ত বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর অনুপাত কত : (i) সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (ii) একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র (iii) অ্যাসিস্টেন্ট: একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র (iv) সাব ডিভিশনাল অফিসার (v) সাব-অর্ডিনেটস, (vi) হেড ক্লার্ক, (vii) ডিভিসনাল অ্যাকাউন্টটেন্ট?

(খ) গেজেটেড পদগুলিতে মুসলমান সংখ্যা কম কেন?

(গ) নিযুক্তি যখন সম্প্রদায়ভিত্তিক, পদোন্নতি সম্প্রদায়ভিত্তিক করা হচ্ছে না কেন, মুসলমানদের অনুপাত যেখানে মাত্র ৮%?

(ঘ) অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় পূর্তদফতরে চাকরি স্থায়ীর ব্যাপারে নীতি কি হবে? সব পদে অনুপাত সুষম করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

(ঙ) সাব-ডিভিসন অফিসার ও সাব অর্ডিনেটদের মধ্যে নির্মান কার্য ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বন্টন করা হয় কিসের ভিত্তিতে? ঐসব কাজে মুসলমানরা বঞ্চিত হলে এবং চিফ ইঞ্জিনিয়র বা সুপারইনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়রদের কাছে অভিযোগ করলে তারা সাম্প্রদায়িকতা রোধে কি ব্যবস্থা নেন?

(চ) এটা কি ঘটনা যে, স্টোর বা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট বুক্‌স-এর কাজ মুসলমান সাব-অর্ডিনেটদের দেওয়া হয়? এটা কি ঠিক যে, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে দিল্লি বা বাইরে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ মুসলমানদের দেওয়া হয় না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) (i) সুপারইনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়র-৬% (ii) একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র-১৭% (iii) অ্যাসিস্টেট : একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র-১৪% (iv) সাব ডিভিসনাল অফিসার-১৭% (v) সাব অর্ডিনেট-২২% (vi) হেড ক্লার্ক-২৪% (vii) সংখ্যা এখন নেই।

(খ) সুপারইনটেন্ডিং ও একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়রদের পদ পুরণ পদোন্নতিক্রমে হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নিয়োগে সংরক্ষণের নিয়ম পদোন্নতির

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ৮ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৬৫৬।

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেজন্য ঐসব পদে ২৪% মুসলমান নিয়োগ সম্ভব নয়। অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ররা সরাসরি বা পদোন্নতিক্রমে নিযুক্ত, মুসলমানদের কম সংখ্যার জন্য দায়ী সম্প্রতি জনৈক মুসলমান ব্যক্তির এই পদ গ্রহণে অসম্মতি।

(গ) আগেই বলা হয়েছে, পদোন্নতি সম্প্রদায় ভিত্তিতে হয় না।

(ঘ) সরকারের অধীন সব অস্থায়ী পদের ও সরাসরি নিযুক্তি পদের স্থায়ীকরণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিয়োগ সংক্রান্ত সংরক্ষণের নির্দেশ অনুযায়ী করা হবে। পদোন্নতির নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুপাতের ভারসাম্য আনা সম্ভব নয়। তবে ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

(ঙ) নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সাব-ডিভিসনাল অফিসার এবং অধীনস্থদের দেওয়া হয় সম্প্রদায় ভিত্তিতে নয়।

(চ) না।

ড: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : সুপারইনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ সম্পর্কে আমি কি জানতে পারি, মাননীয় সদস্য সভায় বলেছিলেন একটা পদ খালি রয়েছে এবং এমন একজনকে নিয়োগ করেন যার সুপারইনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়র হিসাবে কাজ করার যোগ্যতা নেই। অথচ একজন মুসলমান প্রার্থী যোগ্যতা সত্ত্বেও নিযুক্ত হন নি? আমি সভায় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম, অধিবেশন শেষ হওয়ার পর নিযুক্তি হবে এবং আমরা সভা স্থগিত করার নোটিশ নিয়ে আসব।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় বন্ধু ভুল করছেন। আমি বলেছি, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকা হয়েছিল দফতরের কাজ চালু রাখার জন্য। কোনও নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

মাননীয় ড: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : আপনি বলেছেন, তিনি সুপারইনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়রের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। আমি বুঝি না। এই ব্যক্তি যখন এক বা দু'দিনও কাজ চালাতে পারেন না, তখন তিনি কিভাবে কাজ চালাবেন? এই দফতরের দক্ষতা এইরকম?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় বন্ধু তার মতামত পোষণ করতে পারেন।

ড: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : আমাদের মত হল, পুরো দফতর অপদার্থ। অন্য একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়রদের নিয়োগের যে তালিকা তিনি পেশ করেছেন, তাতে একজন মুসলমানও নেই।

অধ্যক্ষ : শান্তি, শান্তি। মাননীয় সদস্য কি তাঁর প্রশ্ন পেশ করবেন?

ডা: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : আমি প্রশ্ন রাখছি, এটা কি ঘটনা যে, এখন তৈরি করা তালিকায় একজন মুসলমানকেও নিয়োগ করা হয়নি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় বন্ধু সেটা জানলেন কিভাবে? তালিকা আমার কাছে আসেনি তো!

ডা: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : পরিনাম হল একজন প্রার্থিও মুসলমান নন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বুঝছি না। কিভাবে মাননীয় বন্ধু এই মন্তব্য করলেন। সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয় নি।

অধ্যক্ষ : শৃঙ্খলা আনুন।

ডা: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : মাননীয় সদস্য কি অস্বীকার করতে পারেন, তাঁর মনোনীত সুপারইনটেনডিং ইঞ্জিনিয়রদের তালিকায় একজন মুসলমানও নেই?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি তো বলেছি, আমার কাছে তালিকা নেই। আমার কাছে পাঠানো হয়নি। সমালোচনা করার আগে মাননীয় বন্ধুর উচিত দফতরের ব্যবস্থা নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

ড: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

অধ্যক্ষ : শান্তি, শান্তি।

আহমেদ ই.এইচ.জাফর : মাননীয় সদস্য কি স্বীকার করতে রাজি যে, সুপারইনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়র ও অন্যান্য পদে মুসলমানদের হার স্বরাষ্ট্র দফতরের জি.আর ১৯৩৪ মুসলমানদের জন্য নির্দ্ধারিত সংরক্ষণ-এর ২৫% এর চেয়ে কম? যদি তাই হয়, মাননীয় সদস্য কি কোটা রক্ষায় ব্যবস্থা নেবেন?

অধ্যক্ষ : মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের উত্তর কি দিয়ে দেন নি?

আহমেদ ই.এইচ.জাফর : না, মহাশয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : পরিসংখ্যান স্পষ্ট নয়।

আহমেদ ই.এইচ.জাফর : এর অর্থ, মাননীয় সদস্য মেনে নিচ্ছেন যে, মুসলমানদের কোটা ২৫% এর নিচে রয়েছে। আমি কি জানতে পারি, মাননীয় সদস্য এই কোটা পুরণে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণে রাজি কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রশ্নের (গ) অংশের উত্তরের প্রতি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ড: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : এই অবস্থা স্বীকার মানে কোনও মুসলমান নিয়োগ হবে না। মাননীয় সদস্য কাজ চালাবার জন্য অন্য কাউকে বলবেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আসল অভিযোগ স্বরাষ্ট্রদফতরের নির্দেশনামার বিরুদ্ধে। শ্রমিক দফতরের বিরুদ্ধে নয়।

৪৬২

*শিল্প নিযুক্তি (স্থায়ী-আদেশ) বিল

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : শিল্প সংস্থার মালিকদের প্রথাগতভাবে তাদের অধীনে চাকরির শর্তাবলী নির্দ্ধারণ করার জন্য আমি একটা বিধেয়ক উত্থাপনের জন্য বিরতি চাই।

দেওয়ান চমন লাল (প: পাঞ্জাব : অ-মুসলমান) : আমি কি এই মর্মে বৈধতার প্রশ্ন তুলতে পারি, যখন অন্য একটি বিধেয়ক নিয়ে আলোচনা চলছে তখন আর একটা বিধেয়ক পেশ হয় কিভাবে? অন্য বিধেয়কের আলোচনা শেষ হওয়ার পর এই বিধেয়ক আনলে যথার্থ হত না?

অধ্যক্ষ মহাশয় : আমরা সভায় মুলতুবি থাকা বিধেয়কের আলোচনা শুরু করি নি। এটা পুরোপুরি আইনি বিষয়। এটাই বেশি সুবিধাজনক, এবং আমার যতদূর ধারণা পূর্বের দৃষ্টান্ত রয়েছে, যখন সভার মুলতুবি বিষয় স্থগিত রেখে নতুন বিষয় আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে। এটা পুরোপুরি পদ্ধতিগত ও বোঝাপড়ার ব্যাপার। প্রশ্ন হচ্ছে :

"শিল্প সংস্থার মালিকদের কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত শর্তাবলী বিধিবদ্ধ করার বিধেয়ক পেশের জন্য বিরতি মঞ্জুর হল।"

প্রস্তাব গৃহীত হল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহাশয়, আমি বিধেয়ক পেশ করছি।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ৮ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৬৬৭।

৪৬৩

*শ্রমিক বিষয়ক সমীক্ষা কমিটির রিপোর্ট সভার টেবিলে পেশ

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, শ্রমিক সমীক্ষা কমিটির নিম্নোক্ত রিপোর্টের কপি সভার টেবিলে রাখলাম :—

১. ভারতের সিল্ক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের রিপোর্ট।

২. ভারতের সিমেন্ট শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান রিপোর্ট।

৩. কার্পেট বয়ন শ্রমিকদের সম্বন্ধে রিপোর্ট।

৪. লৌহ আকর শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে রিপোর্ট।

৫. দড়ি ও মাদুর শিল্পের শ্রমিক সম্বন্ধে রিপোর্ট।

৬. অভ্রখনি ও অভ্র তৈরি কারখানার শ্রমিক সম্বন্ধে রিপোর্ট

৭. ভারতের ডকগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্বন্ধে রিপোর্ট।

৮. গালা শিল্পের শ্রমিক সম্বন্ধে রিপোর্ট।

৯. রিক্সা চালকদের সম্বন্ধে রিপোর্ট।

১০. চাল মিলের শ্রমিক সম্বন্ধে রিপোর্ট।

১১. কাচ শিল্প শ্রমিক রিপোর্ট।

১২. বিড়ি, সিগারেট শিল্পের শ্রমিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান রিপোর্ট।

১৩. ভারতের বাগান শিল্প-শ্রমিক বিষয়ে অনুসন্ধান রিপোর্ট।

১৪. স্বর্ণখনি শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান রিপোর্ট।

১৫. কুমোর শিল্প শ্রমিক রিপোর্ট।

১৬. রাসায়নিক শিল্প শ্রমিক রিপোর্ট।

১৭. ম্যাঙ্গানিজখনি শিল্প শ্রমিক রিপোর্ট।

১৮. তৈলখনি শিল্প শ্রমিক রিপোর্ট।

১৯. উল ও বস্ত্র শিল্প শ্রমিক সম্বন্ধে রিপোর্ট।

২০. কাগজ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান রিপোর্ট।

এন.ভি.গ্যাডগিল (বোম্বাই, মধ্য ডিভিসন : অ-মুসলমান, গ্রামীন) : এই সব কাগজ প্রচারিত হয়নি। মাননীয় সদস্য কি আবেদনকারীদের এই কাগজপত্র সরবরাহ করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নিশ্চয় বিবেচনা করব। আমাদের হাতে যথেষ্ট সংখ্যক কপি নেই।

অধ্যক্ষ মহাশয় : বর্তমান অনুরোধ, শুধুমাত্র যাঁরা আবেদন করবেন তাঁদেরই সরবরাহ করার।

□ □ □

৪৬৪

*ন্যূনতম মজুরি বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, কিছু চাকরির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তনের একটা বিধেয়ক পেশ করছি।

অধ্যক্ষ : প্রশ্ন হল : কিছু চাকরির ন্যূনতম মজুরি নির্দ্ধারণের বিধেয়ক উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হল।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিধেয়ক পেশ করছি।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১১ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৮৪২।

৪৬৫

*অভ্রখনি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধেয়ক প্রবর সমিতির প্রতিবেদন পেশ

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয় অভ্রখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণ-তহবিল গঠনে বিধেয়ক বিষয়ে প্রবর সমিতির প্রতিবেদন আমি পেশ করতে চাই।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১১ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৮৭১।

৪৬৬

@ মজুত থোরিয়ম

১৭৪৩. আহমেদ ই. এইচ. জাফর : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন, আনবিক শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় থোরিয়ম ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গেছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ২৬ মার্চ ১৯৪৬-এ তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন ১২৭৬-এর উত্তরের প্রতি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আহমেদ ই. এইচ. জাফর : এটা কি ঘটনা যে, মজুত থোরিয়মের সন্ধান পাওয়া গেছে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। যদি তাই হয়, সরকার এর বণ্টন নিয়ন্ত্রণ কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা একটি দেশীয় রাজ্য এবং ভারত সরকারের অধিকার নেই সেখানে হস্তক্ষেপ করার।

১৭৪৩. সর্দার মঙ্গল সিং : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) দিল্লি, নতুনদিল্লির বাসস্থানগুলির জন্য সরকার কত সংখ্যক রেফ্রিজারেটর কিনেছে?

(খ) ঐসব বাড়ির ভাড়াটেদের কী শর্তে এগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছে ;

(গ) তালুক দফতর ও পূর্ত দফতরে পদাধিকারি যারা স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসস্থান পেয়েছেন তার বিবরণ ;

(ঘ) সভা বা কমিটির অধিবেশনের সময়ে আইনসভা সদস্যরা ঐসব বাড়িতে অবস্থানকালে এগুলি পেতেন কি না ;

(ঙ) এটা ঘটনা কি না যে, দফতর ও বিভাগের বেশির ভাগ কর্মচারী এইসব বাড়ি পেলেও সেখানে থাকে না ;

(চ) দফতর ও বিভাগের কর্মচারীদের থেকে নিয়ে ঐসব বাসস্থান আইনসভা সদস্যদের থাকার জন্য সরকার বিবেচনা করছে কি না ; যদি না করেন কেন?

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৮৭৩।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ৩৩৪,

(খ) দিল্লি, নতুনদিল্লিতে রেফ্রিজারেটর বিলি সংক্রান্ত বিধি এই সভার টেবিলে রাখা আছে।

(গ) মাত্র একজন অফিসার, অতিরিক্ত মুখ্য বাস্তুকার, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর ১৯৪৬ গ্রীষ্মকালে রেফ্রিজারেটর পান।

(ঘ) না, (ঙ) না। (চ) প্রশ্ন ওঠে না।

দেওয়ান চমন লাল : (খ)-এর প্রশ্ন প্রসঙ্গে আমি কি জানতে পারি, এগুলি আইনসভা সদস্যরা পেতে পারেন কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিধি অনুযায়ী পারেন না।

মনু সুবেদার : আমি কি জানতে পারি, যুদ্ধের সময়ে সরকার যেসব রেফ্রিজারেটর ব্যক্তিগত মানুষদের থেকে অধিগ্রহণ করেছে, তা কোথায় গেল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি নোটিশ চাই।

৪৬৭

* নতুন দিল্লির ৪২বি হনুমন্ত লেন অধিগ্রহণ

১৭৫৬. পি. বি. গোলে : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি বলবেন, সরকার অধিগৃহীত নতুন দিল্লির ৪২-বি হনুমন্ত লেন, বহুদিন খালি পড়ে আছে কি না? সরকার কি বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলেছে?

(খ) সরকার অধিগ্রহণ করার আগে বাড়িটি অধিকার করে ছিলেন মনোহরলাল তুলি, এটা কি ঘটনা?

(গ) এটা কি ঠিক যে, শ্রী তুলি বাড়ি খালি করার পর তা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ছিল এবং কেউ সেটায় থাকতে চায় নি?

(ঘ) এটা কি ঠিক, সরকার এখন বাড়িটা ছেড়ে দিতে চাইছে? আগে কেউ যখন থাকতে চাইছিল না তখন এটা ছেড়ে দেওয়া হয় নি কেন?

(ঙ) মোটামুটি কোন তারিখে সরকার বাড়িটা ছেড়ে দেবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) বাড়িটা এক অফিসারকে দেওয়া হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫। কিন্তু যেহেতু তিনি দখল নেন নি তখন থেকেই বাড়িটা খালি পড়ে আছে। খালি সময়ের ভাড়া সরকার দিয়ে যাচ্ছে।

(খ) হ্যাঁ, (গ) না,

(ঘ) হ্যাঁ। গ-এর উত্তরের প্রেক্ষিতে বিষয়টি ওঠে না।

(ঙ) ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৬

□ □ □

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৮৮৬।

৪৬৮

*মার্চেন্ট নেভি অফিসারদের ক্ষেত্রে জাতীয় শ্রম ট্রাইবুনাল অধ্যাদেশ প্রয়োগ

১৭৫৭. মিস মনিবেন কারা : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) ডিসেম্বর ১৯৪৬-এ জাতীয় শ্রম ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশ ভারতীয় জাহাজের অফিসাদের ওপর প্রয়োগ কি জরুরি ব্যবস্থা ছিল ?

(খ) সরকার কি মনে করে, এক-ই জরুরি অবস্থা এখনও চালু ? যদি হয় কেন? এবং

(গ) জাহাজের কর্মীদের স্বাধীনতা খর্বকারী অধ্যাদেশ কি সরকার যথাসম্ভব প্রত্যাহার করবে, অন্তত: মার্চেন্ট নেভির ক্ষেত্রে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ, (খ) না

(গ) ন্যাশনাল সারভিস (টেকনিকাল পারসোনেল) অধ্যাদেশ ১৯৪০ ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ থেকে শিথিল করা হয়েছে, জাতীয় চাকরির ক্ষেত্রে টেকনিকাল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত ছাড়া সব টেকনিকাল স্টাফের ক্ষেত্রে তা শিথিল করা হয়েছে। জাহাজের পাইলটদের ক্ষেত্রে অর্ডিনানসের বিধি লাগু থাকবে এপ্রিল ১৯৪৬ অবধি, এর মধ্যে তা প্রত্যাহারের আশা করা যায়, যদি না দেখা যায় আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য ডক থেকে তাড়াতাড়ি খালাসের জন্য এটা প্রয়োজন। এপ্রিল ১৯৪৬-এর মধ্যে সব টেকনিকাল কর্মীদের এর থেকে রেহাই দেওয়া হবে।

মিস মনিবেন কারা : মাননীয় সদস্য কি জানেন যে, এই অধ্যাদেশ ভারতীয় মার্চেন্ট নাভাল অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে ভারতীয় কোম্পানিগুলি? এই অর্ডিনানস-এর ভয় দেখিয়ে অফিসারদের হয়রানি করা হচ্ছে? আমি ইন্ডিয়ান মারচেন্ট নেভির পাইলটদের কথা বলছি না।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৮৮৭।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা আমার জানা নেই, তবে বিশেষ ঘটনা আমায় জানালে আমি দেখব বিষয়টি।

মিস মনিবেন কারা : এটা কি ঘটনা নয় যে, মেরি টাইম ইউনিয়ন, সিন্ধিয়া কোম্পানি কর্তৃক এই অধ্যাদেশ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মনে হচ্ছে, এর নোটিশ চাই।

অধ্যক্ষ : উনি নোটিশ চাইছেন।

□ □ □

৪৬৯

*দিল্লি, নতুনদিল্লি, বোম্বাই, কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের হার

১৭৭১. পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) দিল্লি, নতুনদিল্লিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হার বোম্বাই ও কলকাতার তুলনায় কত?

(খ) দিল্লি, নতুনদিল্লির হার কলকাতা ও বোম্বাইয়ের সমান আনা যাচ্ছে না কেন?

(গ) দিল্লিতে অদূর ভবিষ্যতে হার কমার আশা আছে কি না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) এই বিষয়ে বিবরণ সভার টেবিলে রয়েছে।

(খ) পাখা ও আলোর হার দিল্লি ও নতুনদিল্লির এখন সমান। বিদ্যুতের হারের সামান্য তারতম্য দূর করার কথা ভারা হচ্ছে। দিল্লি-নতুনদিল্লি এবং বোম্বাই কলকাতার মধ্যে ভিন্ন হারের কারণ, বিদ্যুৎ সরবরাহের সংস্থা বোম্বাই কলকাতায় গৃহের ও শিল্পের ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রে বিরাট চাপ থাকার দরুন এগিয়ে থাকতে সক্ষম। দিল্লি-নতুনদিল্লির ছোট সংস্থা সেদিক থেকে পিছিয়ে। এ ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে অবস্থা ভিন্ন হয়, এবং অনেকটা নির্ভর করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনকারী প্রকল্পের ধরনে এবং সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধার ওপর।

(গ) এখন এই বিষয়ে কোনও বক্তব্য রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিতে পারি যে বিষয়টি আমাদের পর্যবেক্ষণাধীন।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৮৯৭।

৪৭০

*দিল্লির কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ শক্তি সংস্থার গঠনতন্ত্র

১৭৭২. পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে জানাবেন :

(ক) দিল্লির কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ শক্তি সংস্থা লিমিটেড-এর গঠনতন্ত্র?

(খ) এটা কি ঘটনা যে, বোর্ডের একজন ভারতীয় ছাড়া সব সদস্য ইউরোপীয় ;

(গ) এটা কি ঘটনা যে, দিল্লি মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি রয়েছে বোর্ডে :

(ঘ) এটা কি ঠিক যে, মিউনিসিপ্যালিটি একজনের পরিবর্তে দু'জন প্রতিনিধি চাইছে ;

(ঙ) সরকার কি দিল্লি বিদ্যুৎ ও ট্রাকশন কোং লি: অধিগ্রহণ করতে চায়? এই কোম্পানির একজন প্রতিনিধি রয়েছে দিল্লি কেন্দ্রীয় বিদ্যুত শক্তি সংস্থায় ?

(চ) বিদ্যুৎ ও ট্রাকশন কোং অধিগ্রহণের পর দিল্লি বিদ্যুৎ-শক্তি সংস্থার একজন বাড়তি প্রতিনিধি দেওয়ায় সরকারের আপত্তি আছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) মাননীয় সদস্য বোধহয় দিল্লি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-শক্তি সংস্থার কথা বলেছেন, এর সদস্যপদ নিম্নরূপ :

১. গভর্নর জেনারেল ; (২) দিল্লি ফ্যাকক্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ;

৩. কমান্ডার, দিল্লি ইন্ডিপেনডেন্ট ব্রিগেড এরিয়া ;

৪. পাঞ্জাব চেম্বার অব্ কমার্স ; (৫) দিল্লি ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রাকশন কোং লি:,

৬. নতুন দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কমিটি

(খ) হ্যাঁ, (গ) না।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৮৯৯।

(ঘ) ১৯৩৮ সালে দিল্লির কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-শক্তি সংস্থা পত্তনের সময় দিল্লি পুরসভা কমিটির এই অবস্থা ছিল।

(ঙ) হ্যাঁ, (চ) দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কমিটি, দিল্লি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-শক্তি সংস্থার সদস্য নয়, কাজেই তাদের বাড়তি প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার প্রশ্ন নেই।

□ □ □

৪৭১

*ড. কৃষ্ণানের সুপারিশ: বিষয়-ভারতের খনিজ সম্পদ

১৭৭৩. অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) ১৫ মার্চ হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত ১৪ মার্চ মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওলজি অ্যাসোসিয়েশনের সভায় ড. এম. এস. কৃষ্ণান যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়েছে কি না ?

(খ) তামা, রৌপ্য, সীসা, পারদ, প্লাটিনাম, চিন, পটাশ, গ্রাফাইট যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করে মজুতের কি ব্যবস্থা হয়েছে ?

(গ) যে-সব প্রদেশে কয়লা-খনি নেই, সেসব স্থানের শিল্প গড়ে তোলার জন্য জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?

(ঘ) বাতাস থেকে শক্তি উৎপাদনের জন্য বাতাস মিল করা হয়েছে কিনা, বা বাতাস মিল জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা?

(ঙ) বিভিন্ন খনিজের পরিমাণ ও গুণ বিচারের জন্য গবেষণাগার ঘোষণার জন্য ড. কৃষ্ণানের প্রস্তাব ও বাইরে থেকে আমদানির বদলে স্থানীয় খনিজ সম্পদ ব্যবহারে তাঁর সুপারিশ বিবেচনা করা হবে কিনা ?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ

(খ) যুদ্ধকালে সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্য মজুত করার কথা বিবেচনা করেছিল ; কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। সরকার খনি সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তনের কথা ভাবছে এবং ভারতে যেসব খনিজ দ্রব্য সহজলভ্য নয় তার ওপর জোর দেওয়ার কথা ভাবছে।

(গ) সাধারণভাবে জলবিদ্যুৎ শক্তি সম্পদ কাজে লাগাবার বিষয়টি প্রাদেশিক ও রাজ্য সরকারগুলি ব্যবস্থা নেয়, যেটুকু প্রযুক্তিগত মানবশক্তি আছে তার

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৮৯৯।

সদ্ব্যবহার করে। কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি সম্পদ পর্ষদ ইতিমধ্যেই কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে, যদি বর্তমানে লোকশক্তি সীমিত, দক্ষ লোক বাড়লে পর্ষদ আরও কাজ করবে। ভারত সরকার সারা দেশে জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন, বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে কয়লা খনি নেই সেইসব অঞ্চলে কিছু অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রযুক্তিবিদ যথেষ্ট না থাকলে তা করা মুশকিল, সেজন্য এখন বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের চুক্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে।

(ঘ) ভারত সরকার বাতাস থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন বা বাতাস মিল জনপ্রিয় করার ব্যাপারে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেয় নি। বিশেষ এলাকার আবহাওয়া অনুযায়ী সুবিধামতো জায়গায় তা স্থাপন করতে হয়, এগুলি কম শক্তি উৎপাদন সক্ষম এবং এটা সাময়িকভাবে হতে পারে।

(ঙ) ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞান পর্ষদ্ সম্প্রতি পুনর্গঠিত হয়েছে এবং এর পরীক্ষাকেন্দ্র-এর সুযোগ বেড়েছে। খনিজ দ্রব্য ও খনি সংক্রান্ত বিষয়ে বিনামূল্যে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শদানের জন্য এটা আরও বাড়ানো হচ্ছে। সম্প্রতি পরিকল্পিত ন্যাশনাল মেটালর্জিক্যাল অ্যান্ড ন্যাশনাল কেমিকাল ল্যাবরোটরিজ ভারতীয় খনিজ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শদানের উপযোগী হবে। কাঁচা খনিজ আমদানির পরিবর্তে স্থানীয় খনিজ দ্রব্য ব্যবহারের বিষয় সরকার বিবেচনা করছে। ১৯৪৪ থেকে গঠিত বিভিন্ন শিল্প বিষয়ক প্যানেল এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছে, নতুন খনিনীতি রূপায়নে তা কাজে লাগবে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : (গ)-এর ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্য বলছেন, জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বহু বিশেষজ্ঞ দরকার। সরকার দক্ষ ও অভিজ্ঞ ভারতীয়দের এক্ষেত্রে কাছে লাগাবার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বেশ কিছু ভারতীয়কে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : পণ্ডিতদের বিদেশে পাঠাবার এই নতুন প্রকল্পের অংশ হিসাবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এঁদের ছাড়া অন্যান্যদের পাঠানো হয়েছে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : (খ)-এর ব্যাপারে মাননীয় সদস্য বাতাসকে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহারের প্রস্তাবে জল ঢেলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটা কেবল অন্তর্বর্তীকালে বিদ্যুৎ দিতে পারে, আর কিছু নয়। হাজার হাজার কৃষক বাতাস মিল-এর ব্যাপারে উৎসাহী, সেজন্য সরকার কি এ বিষয়ে আর একটু

চিন্তাভাবনা করে কৃষকদের সাহায্য করার পথ দেখবে এবং বাতাস থেকে যতটা সম্ভব বিদ্যুৎ উৎপাদনে সচেষ্ট হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি তো বলেছি বিশেষ এলাকায় বাতাস কি রকম আছে তার ওপর স্বনির্ভর করবে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : আবহাওয়াতত্ত্ববিদরা রয়েছেন, তারাই এ ব্যাপারে পরিকল্পনা রূপায়ন ও কিভাবে কোন অঞ্চলে কতটা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা যায় সেটা দেখতে পারেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, আমরা সেটা দেখছি।

□ □ □

৪৭২

*কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে সামরিক অফিসারদের নিয়োগ

২১৪. **শেঠ সুখদেব :** মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন, অবসৃত সামরিক অফিসারদের কতজনকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন দফতরে চাকরি দেওয়া হয়েছে গত ছয় মাসে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, প্রস্তুত হলে তা মাননীয় সদস্যকে জানানো হবে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ২৯০৪।

২৭৫

*কয়লা খনিতে নিয়োগের জন্য গোরখপুর শ্রমিক প্রবেশনের প্রকল্প

৪৬৪. শ্রী কে. সি নিয়োগি : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে কি গোরখপুর শ্রমিক প্রবেশন ও কয়লা খনিতে এবং নিয়োগের বিষয়ে বিবৃতি দেবেন?

(খ) এই পরিকল্পে মোট কতজন শ্রমিককে এই অবধি নিয়োগ করা হয়েছে? এর জন্য কত খরচ হয়েছে? এবং যে সমস্ত কয়লা খনিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে বা হবে তা থেকে কত আয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে?

(গ) এই সমস্ত শ্রমিকরা কী হারে মজুরি পায় ও কী সুযোগ সুবিধার অধিকারী? কীভাবে এদের অন্যান্য কয়লা খনির শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনা করা হবে? এই সমস্ত শ্রমিকদের কর্ম দক্ষতা ও বিভিন্ন খনিতে কর্ম অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়েছে কি?

(ঘ) এই পরিকল্পনা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পদের নাম ও কর্তব্য কী? এই কাজে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা কী? তাঁদের বেতন কত?

(ঙ) প্রাথমিক ভাবে কোন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নেওয়া হয়েছিল? মহা-নিরীক্ষকের অধীনে এই পরিকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত হিসাবের নিরীক্ষা নিয়মিত করা হয় কি? কোন তারিখ অবধি এই হিসাবের নিরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে? নিরীক্ষার ফলে কোনও অর্থকরী বা হিসাবের গরমিল প্রকাশ পেয়েছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) যুক্ত প্রদেশে বিভিন্ন সরকারী কাজ ও কয়লা খনির জন্য গোরখপুর শ্রমিক সরবরাহ ডিপো দ্বারা শ্রমিক নিয়োগ হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত তত্ত্বাবধায়ক কর্মিবর্গের অধীনে এটি দলে সংগঠিত করা হয়ে থাকে—

৫০ জন পুরুষের প্রতিটি দলের জন্য একজন সর্দার।

২৫০ জন পুরুষের বৃহত্তর প্রতিটি দলের জন্য একজন ইউনিট তত্ত্বাবধায়ক।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫, পৃ: ৬২৯

১০০০ জন পুরুষের প্রতিটি শিবিরের জন্য একজন শিবির তত্ত্বাবধায়ক।

অবস্থান অনুযায়ী এক বা একাধিক শিবিরের জন্য একজন মণ্ডলী আধিকারিক। এই সমস্ত শ্রমিক শিবিরগুলির সরাসরি দায়িত্বে থাকেন। অধিকর্তা, শ্রমিক সরবরাহ (কয়লা) যার প্রধান কার্যালয় ধানবাদে।

এই সমস্ত শ্রমিকদের ছয় মাস অথবা এক বছরে জন্য অথবা যতদিন প্রয়োজন এবং এর মধ্যে যেটি সবচেয়ে কম সে সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি শ্রমিককে পোশাক ও কম্বল দেওয়া হয়। প্রাথমিক খরচের জন্য তাদের অগ্রিম কিছু টাকাও দেওয়া হয়। তাছাড়া তাদের জন্য চিকিৎসা সাহায্য রান্নার-জ্বালানি, রেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সমস্ত শ্রমিককে নির্দিষ্ট বেতন-ক্রমে পারিশ্রমিক দেওয়া ছাড়াও ভাল কাজের জন্য বোনাস দেওয়া হয়ে থাকে।

(খ) খনিতে কাজের জন্য এখন পর্যন্ত নিয়োগ করা কর্মীর মোট সংখ্যা ৩৩,৫০০। বর্তমান কর্ম-সংখ্যাবল ১৫,০০০। জানুয়ারি ১৯৪৫ অবধি মোট খরচের পরিমাণ ৭৪,১৬,৫৮৪ টাকা। জানুয়ারি ১৯৪৫-এর মাঝামাঝি অবধি যদিও ১৪$\frac{১}{২}$ লাখ টাকার বিল করা হয়েছে, প্রকৃত আদায় হয়েছে ৫ লাখ টাকা।

(গ) কয়লা খনি অঞ্চলে কাজ করাকালীন গোরখপুর শ্রমিক নিম্নলিখিত বেতন ও সুখসুবিধা পেয়ে থাকে ঃ

মূল বেতন ১২ আনা প্রতিদিন।

উৎপাদন বোনাস ৪ আনা প্রতিদিন।

ভূ-গর্ভে কাজ করার জন্য অতিরিক্ত ভাতা প্রতিদিন ৪ আনা।

এছাড়াও শ্রমিকরা বিনামূল্যে সম্পূর্ণ খাদ্য পেয়ে থাকে, যার মূল্য প্রতিদিন ১৪ আনা। তারা বিনা খরচে আবাস ও চিকিৎসার সুযোগও পায়।

স্থানীয় শ্রমিক থেকে গোরখপুর থেকে আগত শ্রমিক বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

স্থানীয় শ্রমিক পায় ঃ

(১) যুদ্ধ-পূর্ববর্তী স্থানীয় শ্রমিকদের বেতন থেকে নগদ বেতন ৫০ শতাংশ বেড়েছে—যুদ্ধ পূর্ববর্তীকালে স্থানীয় শ্রমিকদের বেতন ছিল উপরিতলের জন্য ৮ আনা ও ভূ-তলের জন্য ১৪ আনা প্রতিদিন।

(২) খাদ্য-সুবিধা নিম্নরূপ ঃ

কাজ করার দিনগুলিতে ১/২ সের করে চাল।

এক টাকায় ৬ সের-এর সুবিধা হারে পর্যাপ্ত ভাল সরবরাহ। এছাড়া যদি চাল ও ডালের প্রয়োজন হয়, সুবিধা-মূল্যে তাই দেওয়া হয়।

বর্তমান সুবিধা মূল্য-র সুযোগ খনির শ্রমিক শুধুমাত্র নিজের জন্য পেয়ে থাকে, পরিবারকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য কিনতে হয়। এই সুবিধা গত মে মাস থেকে লাগু হয়েছে, পূর্বে এই সুবিধা মূল্য শ্রমিকের পরিবারও পেত। পরিবর্তে, কর্মীরা অবিবাহিত হলে, ২ আনা ও সন্তান সহ বিবাহিত হলে ৫ আনা অতিরিক্ত নগদ ভাতা পায়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া প্রতিবেদন, যার মধ্যে খনির মালিকরাও আছেন, বলে যে বিভিনন ধরনের কাজ যেমন বাস্তু শিবির নির্মাণ, মাটি ও পাথর সরানোর কাজ, ওয়াগনে কয়লা তোলার কাজ কয়লা কাটার কাজে গোরখপুর শ্রমিক নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, প্রতিবেদন আরও বলা হয়েছে গোরখপুর শ্রমিকরা হাজিরার ক্ষেত্রে নিয়মিত। এবং সঠিক তত্ত্বাবধানে এদের উৎপাদন ক্ষমতা যে কোনও অন্য শ্রমিক থেকে বেশি।

(ঘ) (১) মিঃ ওয়ালস্—উপ-অধিকর্তা, শ্রমিক সরবরাহ (কয়লা)।

বেতন ১,৯২৫ টাকা।

(২) মিঃ মরিস—সহায়ক অধিকর্তা (উৎপাদন)।

বেতন ১,২১৯ টাকা।

মিঃ ওয়ালস্ রেশন বেতন, বাসস্থান ও কল্যাণ সহ গোরখপুর শ্রমিকের সম্পূর্ণ কার্যভার এ আছেন। মিঃ মরিস-এর ১২ বছর কারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা। তিন বছর তিনি সেনা কর্মী আধিকারিক ছিলেন যাতে প্রশাসনিক ক্ষমতার দরকার হত। ৩নং ভারতীয় রিসার্ভ বেসে তিনি ১০ মাস শ্রমিক কর্মী আধিকারিক ছিলেন যাতে গোরখপুর শ্রমিকের মূল সংগঠনকে কেন্দ্রীয় শক্তিতে রূপান্তরে তাঁর দায়িত্ব ছিল।

মিঃ মরিস কাজ চলাকালীন শ্রমিককে দেখাশোনা, উৎপাদন যন্ত্রপাতির কর্মভারে আছেন। তিনি গত ২৫ বছর ধরে ভারত ও বর্মায় শ্রমিকের বিভিন্ন শ্রেণীকে নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি গত ২ দু'বছর ধরে অগ্রবর্তী বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন।

২৭৭

*রেল শ্রমিক তত্ত্বাবধায়ক, কলকাতা-র বার্ষিক প্রতিবেদন

৫৩২. **শ্রী লালচাঁদ নওলরাই** : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বিবৃতি দেবেন :

(ক) কলকাতা রেল শ্রমিক তত্ত্বাবধায়ক, কি নিম্নলিখিত বিষয়কগুলির ওপর সরকারকে তাঁর প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন—

(১) মজুরি-আইন-এর পরিশোধ

(২) ১৯৪০-৪১ অনুসারে চাকরির সময়ের প্রবিধান। যদি জমা দিয়ে থাকেন, এই প্রতিবেদনগুলি সম্পূর্ণ না আংশিক প্রকাশ করা হয়েছে। এবং মাননীয় সদস্য এই প্রতিবেদনগুলির প্রতিলিপি সভার টেবিলে রাখবেন।

(খ) যদি (ক)-এর শেষাংশ নেতিবাচক হয়, মাননীয় সদস্য ১৯৪১-৪২, ১৯৪২-৪৩ ও ১৯৪৩-৪৪-এর জন্য নিম্নলিখিত তথ্য সারণিবদ্ধভাবে প্রতিটি রেলের জন্য আলাদা করে সরবরাহ করবেন কি :

(১) রেল কর্মীর ওপর কী হারে জরিমানা চাপানো হয়েছে?

(২) মামলার মোট সংখ্যা কত যেখানে জরিমানা চাপানো হয়েছে?

(৩) মজুরি আইন সংখ্যা কত যেখানে জরিমানা চাপানো হয়েছে? নিরূপণ করা হয়েছে?

(৪) চাকরির সময়ের প্রবিধানের ক্ষেত্রে মোট কয়কটি অনিয়ম নিরূপণ করা হয়েছে?

(৫) এই ধরনের অনিয়ম যাতে না হয় তার জন্য বিভিন্ন রেল-প্রশাসনকে কী ধরনের নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছে?

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৭৯৭।

(৬) তত্ত্বাবধায়ক ও রেল-পর্ষদ-এর মধ্যে যেখানে বিরোধ দেখা দেয় সেখানে শ্রমিক-তত্ত্বাবধায়ক কী ধরনের নিবেদন ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রককে করে থাকে?

(৭) (৬)-এর ক্ষেত্রে কী ধরনের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ১৯৪০-৪১ থেকে মজুরি আইন-এর পরিশোধ এবং ১৯৪১-৪২ ও ১৯৪২-৪৩ থেকে চাকরির সময়ের প্রবিদানের বার্ষিক প্রতিবেদন মীমাংসা আধিকারিক (রেল) ও রেল শ্রমিক ও তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা পেশ করা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্য-র ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪-এ ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলাম যে কাগজের স্বল্পতার জন্য সরকার প্রতিবেদন প্রকাশ না করার কথা ভেবেছে। যদিও সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১৯৪২-৪৩-এর জন্য সংবাদ সরবরাহ করবে এবং আগামী দিনেও তা করে যাবে যতদিন না প্রকাশের পূর্ববর্তী রীতি চালু করা যায়।

(খ) এই ধরনের তথ্য যা প্রাপ্তিসাধ্য—একত্রিত করা হবে এবং সভায় তার বিবৃতি যথাসময়ে রাখা হবে।

□ □ □

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক, খন্ড V ১৯৪৫ ১২ এপ্রিল ১৯৪৬, পৃ: ৩৮৯৯

২৮২

*কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে তফসিলি কর্মচারী

৫৫৬. শ্রী পিয়ারে লাল কুরীল : মাননীয় শ্রম-দফতরের সদস্য কি দয়া করে বলবেন :

(ক) নির্বাহী ইঞ্জিনিয়র ডিভিশনারস আধিকারিকও অধস্তন কর্মচারী হিসাবে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে কতজন তফসিলি পূর্ণ সময়ের এবং আংশিক সময়ে কাজ করছেন?

(খ) ১৯৪৪ সালে যাদের পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে অধস্তন কর্মচারী হিসাবে, তারমধ্যে একজনও তফসিলি শ্রেণীর নেই—একি সত্য?

(গ) কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে পূর্ণ সময়ের কর্মচারী হিসাবে তফসিলি শ্রেণীর যোগ্য প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সরকার কি ভাবছেন,

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ও (খ) কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে নির্বাহি ইঞ্জিনিয়র হিসাবে পূর্ণ সময়ও ও আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত হয়েছে তফসিলিদের যথাক্রমে ১২, ১৫ জন আংশিক সময়ের দুই জন নির্বাহি ইঞ্জিনিয়র তফসিলি শ্রেণীর। পূর্ণ সময়ের জন্য কোনও তফসিলি নির্বাহি ইঞ্জিনিয়র নেই। বাকি যা মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছে, তার তথ্য নেই। তা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং মাননীয় সদস্যকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

(গ) জন-কৃত্যকে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে যে নির্দেশ বর্তমান তাতে ১২ জনের মধ্যে ১ জন (পদোন্নতির ক্ষেত্র ছাড়া) রাখা হয়েছে তফসিলিদের জন্য। এই নির্দেশ কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের সব বিভাগের জন্যই এবং এতে তফসিলিরা উক্ত বিভাগে যোগ্য প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে।

স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : জানতে পারি কি, তফসিলিদের সংখ্যালঘুদের আবশ্যিক অংশ হিসাবে মনে করা হয় কি, যাতে তারা শতকরা ৩৩ জন সংরক্ষণের সুযোগ পেতে পারে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তারা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পড়েন।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৮১২-১৩

স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : যদি আপনি তাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলেন, তাহলে সংখ্যালঘুদের জন্য যে ৩৩% সংরক্ষণ রয়েছে তা প্রভাবিত হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মোটেও তা প্রভাবিত হবে না, তা থেকে সেটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হবে।

□ □ □

* কেন্দ্রীয় আইনসভা বিতর্ক, খন্ড V ১৯৪৬ ১২, এপ্রিল ১৯৪৬, পৃ: ৩৮৭৩

২৮৩

*সরকারি কর্মচারীদের আবাসন দিল্লি থেকে বোম্বাই ও কলকাতায় বদল

৫৬৪. সৈয়দ গোলাম ভিক নৈরঙ : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন :

(ক) নতুন দিল্লির সরকারী কর্মচারীদের আবাসন কি চাকুরিতে প্রবীনতার ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে, যা ঐ কর্মচারী নতুন দিল্লি/সিমলায় যোগ দেওয়া থেকে গণ্য হবে?

(খ) এ-রকম কর্মচারীরা কি সিমলায় বদলি হবার পরেও দিল্লির আবাসনটি নিজস্ব অধিকারে রেখে যায়, যতদিন সে বদলি থাকে?

(গ) সম্প্রতি এই ধরনের কর্মচারীরা কলকাতার বিভাগীয় সচিবালয়ে বদলি হবার পরেও ব্যক্তিগত অধিকারে দিল্লির আবাসন রেখেছেন, যদিও সুযোগ সে পেতে পারে না।

(ঘ) এটা কি সত্যি যে, কলকাতায় বদলি হওয়া কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা দিল্লির আবাসন নিজস্ব অধিকার রেখেছেন এবং ফিরে আসার পরে নতুন করে দিল্লিতে আবাসন পাচ্ছেন?

(ঙ) এটা কি সত্যি যে, কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের কিছু পূর্ণ সময়ের কর্মচারীর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত, যা সিমলা ছাড়া অন্যত্র বদলির জন্য ঘটেছে, তা দিল্লিতে আবার বদলির ক্ষেত্রে মার্জনা করা হয়েছে।

(চ) এটা কি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যারা চাকরির স্বার্থে দিল্লি থেকে কলকাতা বা বোম্বাইতে বদলি হয়েছে, তাদের দিল্লির আবাসন স্ব-অধিকারে রাখতে দেওয়া হচ্ছে না এবং দিল্লিতে আবার বদলি হওয়ার পরেও তাদের চাকরির ধারাবাহিকতা গণ্য করা হচ্ছে না।

(ছ) (গ) এবং (ঙ) বর্ণিত সুবিধাগুলি সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়োর ব্যাপারে সরকারের কোনও প্রস্তাব আছে কি?

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। পৃ: ৮১২-১৩

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) যে সব কর্মচারী ১০ নভেম্বর ১৯৪২ তারিখে অথবা তার আগে সিমলায় বদলি হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে নতুন দিল্লির আবাসন সব-অধিকারে রাখতে পেরেছে তাদের বদলির তারিখ থেকে এক বছরের জন্য।

(গ) হ্যাঁ।

(ঘ) কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের অতিরিক্ত বাস্তুবিদ (Engineer) দফতরের দুই জন কর্মচারীর ক্ষেত্রে তাদের কলকাতায় বদলির সময়ে দিল্লির আবাসন স্ব-অধিকারে রাখতে দেওয়া হয়েছে—এক বছরের কম সময় হলে।

(ঙ) হ্যাঁ, তবে ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত এক বছরের কম হতে হবে।

(চ) কেন্দ্রীয় সরকরি কর্মচারীদের তাদের দিল্লির আবাসন স্ব-অধিকারের রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বিভাগীয় আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি সেই বদলির সময় এক বছরের কম হয়।

(ছ) চ-এর উত্তরের প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটি ওঠে না।

□ □ □

*যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ কারখানায় শ্রমিকদের কাজের সময়, বেতন ইত্যাদি

@ ৯৩৬. শ্রী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি জানাবেন, যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ ও খনিতে যে সব শ্রমিক একটানা কাজ করছে, তাদের কত ঘণ্টা কাজ করতে হয় এবং তারা বেতন কত পায়?

(খ) এক-ই শ্রমিক দল কি বিভিন্ন শিফটে এক-ই কারখানায় বা খনিতে কাজ করে।

(গ) খনি ও কারখানায় অতিরিক্ত কাজের জন্য কত করে শ্রমিকদের দেওয়া হয়?

(ঘ) খনি এবং কারখানায় রেশন সরবরাহের জন্য শ্রমিকদের কাছে কত দাম দাওয়া হয় এবং খনি, কারখানাও কলে কর্মরত প্রতিটি শ্রমিকের জন্য কি পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়? সরকার কর্তৃক কি কোনও আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে কারখানা, কল ও খনির শ্রমিকদের বরাদ্দীকৃত রেশন সরবরাহ সঠিক হচ্ছে কিনা, তা দেখবার জন্য?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) কারখানায় শ্রমিকদের কাজের সময় 'কারখানা আইন, ১৯৪৪'-এর ধারা ৩৪, ৩৬-৩৮ দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং খনিতে 'ভারতীয় খনি আইন ১৯২৩'-এর ধারা ২২খ এবং ২২গ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কারখানার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সকল ক্ষেত্রে অথবা কিছু ক্ষেত্রে তা মকুব করে থাকে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অল্প সময়ের জন্য বা জরুরি অবস্থা ছাড়া শ্রমিকদের সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার বেশি খাটানো চলবে না। সাধারণত সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজন ছাড়া বিশ্রামের সময় কাটা হয় না। আরও বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়ার জন্য দুঃখিত।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৩ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১৪০৭

@ প্রশ্নকর্তার অনুপস্থিতে উত্তরটি সদনের টেবিলে রাখা হয়।

বেতন বিভিন্ন কারখানা ও খনিতে এবং এক-ই ধরনের শ্রমিকের বিভিন্ন এককে বিভিন্ন রকম। আমি বিভিন্ন প্রকার বেতন কাঠামো অথবা সাধারণ বেতন কাঠামো সম্বন্ধে তথ্য দিতে না পারার জন্য দুঃখিত।

(খ) প্রশ্নটি বুঝা গেল না।

(গ) 'কারখানা আইন, ১৯৩৪'-এর ধারা ৪৭-অতিরিক্ত সময়ে কাজের মজুরির নির্দেশ আছে। এই ধারার শর্তের বাইরে সাধারণত কিছু মকুব করা হয় না। খনির জরুরি নিরাপত্তা যা যারা সেখানে কাজ করছে, তাদের কাজ নিষিদ্ধ।

(ঘ) কারখানা ও কলে রেশনের জন্য দামের ব্যাপারে কোনও ঐক্য নেই। তবে শোনা যায়, অনেক নিয়োগকারী রেশনের বরাদ্দ দামের চেয়ে কম দামে খাদ্যশস্য দেন ও বেশি পরিমাণ দিয়ে থাকে।

রেশন-অঞ্চলে সাধারণের মতো শ্রমিকরাও এক-ই ধরনের রেশন পান। ভারী কাজের শ্রমিকরা অতিরিক্ত রেশন পেয়ে থাকে। তাছাড়াও শিল্প ক্যান্টিন থেকে রেশন বহির্ভূত রান্না করা খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

বিহারে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট দরে যে রেশন দেওয়া হয়, তাতে আছে প্রাপ্তবয়স্কদের এবং তার ওপর নির্ভরশীল দুই জনের জন্য সপ্তাহে ৪ সের খাদ্যশস্য এবং নাবালকের জন্য ২ সের খাদ্যশস্য এবং মূল রেশনের -১৪ অংশ ডাল টাকায় ৬ সের হিসাবে। এ-ছাড়াও আধ সের চাল বা অন্য খাদ্যশস্য বিনা মূল্যে খনিতে উপস্থিত সকলকে দেওয়া হয়। বাংলার কিছু খনি সামান্য পরিবর্তন সহ এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে এবং অন্যারা সপ্তাহে ৬ সের প্রতি শ্রমিকেও জন্য বরাদ্দ করে থাকে। মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভের কয়লখনিতে সস্তায় প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ৬ সের। মহিলা শ্রমিকের জন্য ৩-১২ সের এবং নাবালকদের জন্য আধ সের প্রতি সপ্তাহে। শ্রমিকদের রেশন সরবরাহের ব্যাপারে সরকারের রেশন খাদ্য সংস্থা ছাড়া কোনও আধিকারিক নেই। কয়লাখনিতে অবস্য তা তদারক করবার জন্য ৬ জন পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছে, ৩ জন বিহার সরকার কর্তৃক বিহারের জন্য এবং ৩ জন বাংলার জন্য খনি দফতরের সঙ্গে যুক্ত ভাবে।

□ □ □

৩০১

*খনিতে মহিলা শ্রমিক

৯৩১৮. শ্রী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে জানাবেন, খনিতে কর্মরতা মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা কত? যদি শিশু-শ্রমিক থাকে অর্থাৎ খনিতে নাবালক শ্রমিক কত আছে? যদি থাকে, তাদের বয়স কত?

(খ) কারখানা, কলও খনিতে মহিলা শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন কি সুবিধা দেওয়া হয়? মাননীয় সদস্য, কতদিন খনিতে মহিলা শ্রমিকদের রাখতে চান?

(গ) কারখানা, কল ও খনিতে শ্রমিক-কল্যাণ-আধিকারিকের কাজ কি? তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ১৯৪৩ সালে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭২,৪০৩ জন (খনি-গর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠের শ্রমিক সহ)। ১৯৪৪ সালের সংখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। 'ভারতীয় খনি আইন' অনুযায়ী কোনও শিশুকে নিযুক্তি দেওয়া হয় না।

(খ) মাতৃত্বের সময়ের সুযোগ-সুবিধা যা দেওয়া হয়, তার একটি তুলনামূলক বিবৃতি টেবিলে রাখা হয়েছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী উক্ত প্রদেশসমূহ অবস্থিত কারখানায় প্রতিদিন সংবিধিবদ্ধ আট আনার বদলে বারো আনা করা হয়েছে। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে জানাচ্ছি যে, খনি থেকে পুরোপুরি মহিলা শ্রমিকদের কাজ নিষিদ্ধ করার বাসনা সরকারের নেই।

(গ) শ্রমিক-কল্যাণ আধিকারিকদের কাজ সাধারণভাবে হল ঃ

(i) শ্রমিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি ;

(ii) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যথার্থ বোধ, নিবিড় সহযোগিতা এবং কাজের অসুবিধায় পারস্পরিক মত বিনিময় ;

☐ ☐ ☐

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৩ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১৪০৮-০৯।

(iii) শ্রমিক-কল্যাণ গঠনমূলক ধারণা প্রদান এবং সকল প্রকার কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা ও তত্ত্বধান করা ;

(iv) শ্রমিকদের অসন্তোষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তা দূরীকরণের চেষ্টা এবং সংঘর্ষের কারণ দূরীভূত করা ;

যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা যায়, শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে মান অনুযায়ী নিযুক্তি হয়। আবশ্যিক যোগ্যতার মধ্যে আছে, প্রার্থীর সমাজ রক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা—গুরুত্ব দেওয়া হয়, যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বোম্বাইয়ের স্যার ডোরাবজি টাটা স্নাতক বিদ্যালয়ের স্নাতক তাদেরকে।

কিছু উল্লেখ সংবিধি সহ-আইনে মাতৃত্বের সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক বিবৃতি প্রদেশ ও বিভিন্ন খনিতে

প্রদেশ	যে সালে	সময় (মাস ধরে)	মাতৃত্বের সুবিধার-সর্বাধিক সময় (সপ্তাহ)	মাতৃত্বের সুবিধার হার	মালিক কর্তৃক আইন ভঙ্গের জরিমানা
বোম্বাই	১৯২৯	৯	৮	দৈনিক ৮ আনা বা গড়পড়তা দৈনিক মজুরি যেটি কম। বোম্বাই শহর ও আম্বেদর দৈনিক ৮ আনা।	৫০০ টাকা
মধ্যপ্রদেশ বিদর্ভ	১৯৩০	৯	৮	দৈনিক ৮ আনা বা গড়পড়তা দৈনিক মজুরি য়েটি কম।	৫০০ টাকা
মাদ্রাজ	১৯৩৪	২৪০ দিন (৮ মাস) এক বছরের মধ্যে	৭	দৈনিক ৮ আনা ৮ আনা	২৫০ টাকা
যুক্তপ্রদেশ	১৯৩৮	৬	৮	দৈনিক ৮ আনা বা গড়পড়তা দৈনি মজুরি যেটি বেশি।	প্রথম অপরাধে ৫০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি অপরাধে ১০০০ করে।
বাংলা	১৯৩৯	৯	৮	এক-ই একর	৫০০ টাকা
পঞ্জাব	১৯৪৩	৯	৬০ দিন	১২ আনা দৈনিক	৫০০ টাকা

প্রদেশ	যে সালে	সময় (মাস ধরে)	মাতৃত্বের সুবিধার-সর্বাধিক সময় (সপ্তাহ)	মাতৃত্বের সুবিধার হার	মালিক কর্তৃক আইন ভঙ্গের জরিমানা
অসম	১৯৪৪	১৫০ দিন	৮	১. বাগানে ১ টাকা প্রতি সপ্তাহে সন্তান প্রসবের আগে এবং ১/৪ টাকা প্রসবরের পরে— মোট ১৪ টাকার মধ্যে হলে। ২. অন্যত্র ২ টাকা প্রতি সপ্তাহে বা গড়পড়তা সাপ্তাহিক মজুরি যেটি বেশি।	৫০০
খনিতে (ভারতীয় খনিতে কর্মরতদের মাতৃত্বের সুবিধা) আইন অনুযায়ী।	১৯৪১	৬	৮	দৈনিক ৮ আনা	৫০০ টাকা।

□ □ □

৩০৪

*দিল্লিতে কারখানায় শ্রমিক নিযুক্তি চুক্তিপত্র

৯৬৫. শ্রীমতী কে. রাধা. বাঈ সুব্বারায়ন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে জানাবেন : দিল্লিতে কারখানায় কি এখনও চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ হয় এবং যদি হয় তবে (i) যে কারখানায় তা হয়, তার নাম ; (ii) সেই পদ্ধতিতে নিযুক্ত মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ; (iii) সেই শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এবং মাগ্‌গিভাতা হার ; (iv) কারাখানায় প্রসূতিদের সুযোগ সুবিধা আইন মোতাবেক শ্রমিকরা উপকৃত হয় কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, কিছু কারখানার ক্ষেত্রে এই ধরনের কারখানার তালিকা টু টেবিলে রাখা আছে। চুক্তিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা সম্বন্ধে কোনও তথ্য নেই কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম এবং মূলত তারা কয়লা বোঝাই ও খালাসের কাজ করে। এই মুহূর্তে তাদের দৈনিক মজুরি ও মাগ্‌গিভাতার তথ্য নেই, তবে মাগ্‌গিভাতা মাসে ১০ থেকে ৩২ টাকার মধ্যে। যে-সব কারখানায় মাগ্‌গিভাতার ব্যবস্থা নেই সেখানে তাদের মূল মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সকল মহিলা শ্রমিক-ই কারখানায় প্রসূতি এবং বোম্বাই প্রসূতিদের সুযোগ সুবিধা আইন অনুসারে পায়।

৯৬৫ নং প্রশ্নে (১৩ মার্চ ১৯৪৫) উল্লিখিত দিল্লিতে কারখানায় শ্রমিক নিযুক্তির তালিকা

১. বিড়লা কটন স্পাইনিং অ্যান্ড ওয়েভিং মিলস্ লিমিটেড।

২. মহাবীর কটন স্পাইনিং, ওয়েভিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাচারিং, কো. লিমিটেড।

৩. দিল্লি ক্লথ অ্যান্ড জেনারেল মিলস্ কো. লিমিটেড

৪. লতিফি প্রিটিং প্রেস

৫. গোয়ালিয়র পোটরিজ লিমিটেড

৬. ঈশ্বর পোটারিজ লিমিটেড

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৩ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ১৪২২-২৩

৭. দিল্লি ফ্লাওয়ার মিলস্ কো. লিমিটেড

৮. দিল্লি সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক পাওয়ার অথরিটি লিমিটেড

৯. টিন প্রিন্টিং অ্যান্ড মেটাল ওয়ার্কস লিমিটেড

১০. গণেশ ফ্লাওয়ার মিলস্

১১. আগরওয়াল হোসিয়ারি মিলস্

১২. অরডেনস্ ক্লোথিং ফেক্টরি

১৩. মালিক অ্যান্ড ফুরেশি

১৪. এইচ. এস. সিদ্ধু, ২৬ দরিয়াগঞ্জ দিল্লি

১৫. গিরাধারীলাল গৌরীশঙ্কর টেক্সাটাইল ফেক্টরি

১৬. মেসার্স পীয়ারীলাল অ্যান্ড সন্স্ (লাহোর) লিমিটেড

১৭. দি প্রিমিয়ার টেক্সটাইল ফেক্টরি

১৮. ফোনিক্স কটন টেপ ফেক্টরি

১৯. শর্মা টেক্সাইল অ্যান্ড জেনারেল ম্যানুফেকচারিং কো

২০. মেসার্স অ্যাগ্নারলিয়স অ্যান্ড কো, ৫০ গ্যারিসন বাস্টিন রোড, দিল্লি

২১. মেসার্স অ্যাগ্নারলিয়স অ্যান্ড কো, ১১বি ফৈয়জবাজার, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লি

২২. ব্রিটিশ নিয়ার ফেক্টরি

২৩. যাদব নিয়ার ফেক্টরি

২৪. দিল্লি প্রেস

২৫. সেকসেরিয়া প্রিন্টিং প্রেস

২৬. ব্রিটিশ মোটর কার, ও বি এফ কো সেকসন

শ্রীমতী কে. রাধা. বাঈ সুব্বারায়ন : নতুন দিল্লির খুব কাছেই দিল্লি। সরকার আমাকে আশ্বস্ত করবেন এই বলে যে, তথ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংগৃহিত হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, যথা সময়ে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : শ্রমিকদের চুক্তিতে নিয়োগের ব্যাপারে যে-সব খারাপ দিক দেখা যাচ্ছে, সরকার তা বন্ধ করার দ্রুত পদক্ষেপ নেবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বিষয়টি সরকারের এক্তিয়ারে নেই ;

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : শ্রমিকদের ব্যাপারে রয়্যাল কমিশন কি বলেনি যে সরকার এই খারাপ দিক বন্ধের জন্য পদক্ষেপ নিক।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্য যদি কোনও শ্রমিক কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে সরকারি দফতরে নিযুক্তি পায়, তাহলে নিশ্চয়ই তা চিন্তা করা হবে।

শ্রী এন. জি. যোশি : সরকার কি চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণকে শ্রমিক-কল্যাণ মনে করে না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যের যে কোনও সাদৃশ্য কল্পনার অধিকার আছে।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৯ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ২২৪৫।

৩০৫

*দিল্লিতে কারখানায় মহিলা শ্রমিকদের গড়পড়তা মজুরি

৯৬৭. শ্রীমতী কে. রাধা. বাঈ সুব্বারায়ন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য কি দয়া করে বলবেন :

(ক) দিল্লির কারখানায় কর্মরতা মহিলা শ্রমিকদের গড়পড়তা মজুরি এবং সেই মজুরি কি তারা দিনান্তে বা মাসান্তে পায়?

(খ) তাদের মাগ্‌গীভাতা কত?

(গ) এক-ই কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের মজুরির কোনও পার্থক্য আছে কি? যদি থাকে তবে সেই পার্থক্যে কারণ কি?

(ঘ) চুক্তি অনুযায়ী নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকরা কি মজুরিও মাগ্‌গীভাতার ক্ষেত্রে সরাসরি নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ও মাগ্‌গীভাতায় কোনও পার্থক্য আছে? এবং যদি থাকে, তবে সেই পার্থক্যের কারণ কি?

(ঙ) এই সব কারখানার কোনটি কি প্রসূতি ও শিশু-কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা করে? যদি করে, তবে কি রকম?

(চ) এই সব কারখানার কোনটিতে কি কর্মচারীদের শিশুদের জন্য ক্রেশ বা অন্য ব্যবস্থা আছে? এবং

(ছ) যদি (ঙ) এবং (চ)-এর উত্তর না বাচক হয়, তাহলে কি সরকার মালিকদের অবিলম্বেবাধ্য করার ভাবছে, তা পালনের জন্য।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) দিল্লির কারখানায় কর্মরতা মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে গড়পড়তা মজুরি সম্বন্ধে এই মুহূর্তে কোনও তথ্য নেই। কোনও কোনও কারখানায় মাসিক আবার অন্যত্র দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি দেওয়া হল।

(খ) কোনও বিস্তৃত তথ্য জানা যায় নি। তবে মহিলা শ্রমিকদের ১০ টাকা থেকে ৩২ টাকার মধ্যে মাগ্‌গীভাতা দেওয়া হয়।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৩ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১৪২৪-২৫

(গ) যতদূর জানা যায় এক-ই কাজের জন্য মহিলাও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে মজুরি ও মাগ্‌গীভাতার পার্থক্য নেই।

(খ) যতদূর জানা যায় কারখানা মহিলা শ্রমিকদের সোজাসুজি নিযুক্তি দেওয়া হয়, চুক্তিতে নয়।

(ঙ) দুটি কারখানা প্রসূতি ও শিশু-কল্যাণে সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে।

(চ) হ্যাঁ, দুটি কারখানায় ক্রিশের ব্যবস্থা আছে। একটি কারকানায় শ্রমিকদের শিশু-সন্তানদের বিনা ব্যয় স্নানের ব্যবস্থা ও অপুষ্ট শিশুদের প্রতিদিন এক সের বিনা মূল্যে সরবরাহ্ করা হয়। অন্যান্য কারখানায় শ্রমিকদের শিশু সন্তানদের বিনা ব্যয় লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হয় কারখানা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যায়তনে এবং সমস্ত শিশুকে দৈনিক আধ সের দুধ বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

(ছ) প্রশ্ন ওঠে না।

শ্রী ভিত্তল এন. চন্দ্রভারকর : আমি কি জানতে পারি, দিল্লির প্রাদেশিক সরকারের কোনও নিজস্ব শ্রমিক বিভাগ আছে কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীমতী রেণুকা রায় : আমি কি জানতে পারি, এ শুনে কি মাননীয় শ্রমিক সদস্য আশ্চর্য হবেন যে, প্রায় ৩,৫০০ মহিলা শ্রমিক গ্রেড কল-কারখানায় কাজ করে, যারা মাগ্‌গীভাতা পায় না এবং যেখানে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের একই মজুরি দেওয়া হয় না। উনি কি অনুসন্ধানে আগ্রহী? যদি অনুসন্ধানে জানা যায়। আমার অভিযোগ সত্যি, তাহলে কি তিনি এই ত্রুটি সংশোধনের অবিলম্বে পদক্ষেপ নেবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি নিশ্চিত, মাননীয়া সদস্যার কোনও অভিযোগ শুনেই আশ্চর্য হব না।

শ্রী এন. এম. যোশি : ক-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, তথ্য এই মুহূর্তে নেই। উনি কি তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নিশ্চয়ই দেখা, কি করতে পারি।

শ্রীমতী কে. রাধা. বাঈ সুব্বারায়ন : জানতে পারি কি কারখানা পরিদর্শকরা নিয়মিত সাময়িক রিপোর্ট সরকারকে দেয় কিনা? সরকার কেন কাছে যে, তার কাছে কোনও তথ্য নেই?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি দিল্লির মুখ্য মহাধ্যক্ষের কাছে নিশ্চয়ই যাব।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : আমি আপনার নির্দেশ পেতে চাই মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে। আমার কাছে মনে হচ্ছে, এটা একজন মহিলার ওপর সন্দেহ প্রকাশ।

অধ্যক্ষ (মাননীয় আবদুর রহিম) : আমার মনে হয় না। মাননীয় সদস্য কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। যাই হোক যিনি প্রশ্ন করেছেন, তার ওপরেই বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হোক।

শ্রী টি. এস. অবিনাশীলিঙ্গম চেট্টিয়ার : অধ্যক্ষ মহোদয় আজ সরকার পক্ষের উত্তরের ভঙ্গি কিছুটা আস্বাভাবিক এবং এ-বিষয়ের খাদ্য-সদস্যের কাজ থেকে জানার অধিকার আছে। এখন, মহোদয়, সেই মহিলাকে মাননীয় সদস্যের উত্তর ছিল : তিনি অনুসন্ধান করবেন কিনা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না। আমি কি তা শুনে আশ্চর্য হব?

শ্রীমতী রেণুকা রায় : এবং তিনি কি বিষয়টি দেখতে ইচ্ছুক হবেন?

অধ্যক্ষ (মাননীয় আবদুর রহিম) : মাননীয় সদস্যের উত্তরে বলার ভঙ্গি সম্বন্ধে বিচার করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন এবং আমার ধারণা, সদনের একটি অংশ এ-ব্যাপারে জানতে ইচ্ছুক।

(এই সময় কয়েকজন সদস্য দাঁড়িয়ে একসঙ্গে বলতে থাকেন।)

অধ্যক্ষ (মাননীয় আবদুর রহিম) : শান্তি, শান্তি।

৩০৬

*দোষী সাব্যস্তকরণের পর সরকারী কর্মচারী-র পুনর্নিয়োগ

৯৭২. শ্রী মুহাম্মদ হুসেন চৌধুরি : দোষী সাব্যস্তকরণের পর সরকারী কর্মচারী-র পুনর্নিয়োগের প্রসঙ্গে ১৪ মার্চ ১৯৪৪-এর ৪০৭ নং প্রশ্নের উত্তরের সূত্র ধরে মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, সেই প্রশ্নে উল্লিখিত কর্মচারীর ক্ষেত্রে কোনও তদন্ত হয়েছে কি? যদি হয় সেই তদন্তের ফলাফল কি? এবং সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ। যদিও সেই ব্যক্তি পঞ্জাব সরকার দ্বারা পদচ্যুত হয়েছিল, সেই সরকার তাকে কেন্দ্রীয় পূর্তবিভাগ বা অন্য কোথাও নিয়োগ হতে পারার অনুমতি দিয়েছে। উল্লিখিত ব্যক্তি ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ থেকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় পূর্তবিভাগে কর্মরত। তার প্রতি অন্য কোনও ব্যবস্থা প্রয়োজন বিবেচিত হয়নি।

মৌলবি মুহাম্মদ আবদুল গনি : পঞ্জাব সরকার যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করেছিল, তার প্রতি অভিযোগ কী ছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : শুধুই অভ্যাঘাতে অভিযোগ।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ১৩ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ১৪২৮

৩১৪

*ভারত সরকারের সংবাদপত্র, কলকাতা-র কর্মীদের অভাব ও অভিযোগ

১৩১৬. আবদুল কায়ুম : মাননীয় শ্রম সদস্য দয়া করে বলবেন কি :

(ক) ভারত সরকারের কলকাতার সংবাদবিভাগের কর্মচারী কি ২০ ডিসেম্বর, ১৯৪৪ ও ২৪ জানুয়ারি, ১৯৪৫-এ স্মারকপত্র জমা দিয়েছে ;

(খ) সেই স্মারকপত্র উল্লিখিত অভাব ও অভিযোগের ধরণ ; এবং

(গ) সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে বা নেবে বলে ভেবেছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ।

(খ) স্মারকে কর্মীরা দাবী করেছে (১) মূল বেতন বৃদ্ধি ও নিম্নতম মাসিক বেতন ১০ টাকা, (২) বর্ধিত হারে মহার্ঘভাতা, (৩) সুবিধা-মূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ, (৪) কাজের সময় কমানো, (৫) ঠি-কর্মীর আকস্মিক ছুটি বৃদ্ধি, (৬) ঠিকা-রীতির বিলুপ্তি, (৭) উপরস্থ ও অধস্তন কর্মচারীর শ্রেণীরভাগ মুছে ফেলা এবং উপরস্থ কর্মীদের যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তা অধস্তন কর্মীদেরও দেওয়া হোক।

(গ) (খ)-এ উল্লিখিত (২), (৩), (৫) ও (৭) পদ বিবেচনাধীন অবস্থায় আছে। বর্তমান জরুরি অবস্থায় অন্য পদগুলো বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

□ □ □

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃঃ ২০১০।

৩২২

*ভারত সরকারের সংবাদপত্রে কনিষ্ঠ পরীক্ষক রূপে যোগ্য লেখধারক ও সংশোধক-এর নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম

১৩৩০. শ্রী বদ্রী দত্ত পাণ্ডে : (ক) মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বলবেন কি, কনিষ্ঠ পরীক্ষক রূপে যোগ্য লেখধারক ও সংশোধক নিয়োগের ফলে সৃষ্ট কোনও দুর্ভোগের স্মারক সরকার সম্প্রতি ভারত সরকারের সংবাদপত্র কর্মীদের কাছ থেকে পেয়েছে কি?

(খ) এটা কি সত্যি যে, মে ১৯৪০-এ ভারত সরকারের কর্মী ইউনিয়ন নতুন দিল্লি, আসরাফ আলি, বিধানসভার সদস্য (কেন্দ্রীয়) ও ইউনিয়নের সভাপতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত একটি নিবেদন শ্রম দফতরের সচিবের কাছে সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়েছে যার ফলে পূর্বে পাস করা কর্মী পরবর্তী যোগ্য ব্যক্তি থেকে অগ্রাধিকার পায়?

(গ) এই স্মারকের আলোকে সরকার কি বর্তমান আইন সংশোধন করার কথা বিবেচনা করছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) ভারত সরকারের সংবাদপত্র, নতুন দিল্লির তিনজন লেখধারকের কাছ থেকে স্মারক গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তাতে পরীক্ষক পদে নিয়োগের ফলে সৃষ্ট কোনও দুর্ভোগের অভিযোগ নেই।

(খ) হ্যাঁ।

(গ) স্মারকগুলি তাদের গুণাগুণের উপর বিবেচনা করা হবে।

□ □ □

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৬ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ২০২০।

৩৩০

*রেল কয়লা খনির নিকটে মদের দোকান

১৪৭০. শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : মাননীয় শ্রমিক সদস্য দয়া করে বিবৃতি দেবেন :

(ক) এটা কি সত্যি যে রেল কয়লা খনির নিকট মদের দোকান আছে। এবং যদি এটি সত্যি হয়, কোনদিন ও কখন এগুলি খোলা থাকে ;

(খ) এই সমস্ত খনির কর্তৃপক্ষ কি ওয়াকিবহাল আছেন যে মদের দোকান শ্রমিকদের রোজগার ও স্বাস্থ্য নষ্ট করবে এবং এর সাথে কয়লা উৎপাদন ও খনির হাজিরার ভাটা পরবে ;

(গ) যদি (খ)-র উত্তর সদ্যি হয়, সরকার কি এই বিষয়ে কোনও প্রতিবেদন চেয়েছেন ; এবং

(ঘ) সরকার কি মনস্থির করেছেন যে খনি কর্তৃপক্ষকে ডেকে বলবেন মদের দোকানগুলোকে বন্ধ করে দিতে অথবা দোকান খোলার সময় ও ব্যক্তি-প্রতি মদ বিক্রি করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং বেতনের দিন মদের দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (ক) হ্যাঁ। রেল কয়লা খনির নিকটে মদের দোকান আছে। তবে আমি দুঃখিত যে এই মুহূর্তে দোকান খোলার দিন ও সময় সম্পর্কিত তথ্য আমার হাতে নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তা সংগ্রহ করে সভায় পেশ করব।

(খ) না।

(গ) সরকার মদ্যপানের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও খনির উৎপাদন সম্পর্কিত সাধারণ প্রতিবেদন চাইবে।

(ঘ) আবগারি প্রশাসন প্রাদেশিক বিষয়। প্রতিবেদন পাওয়ার পর সরকার মদের দোকান সম্পর্কিত সুপারিশগুলি বিবেচনা করে দেখবে।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৯ মার্চ ১৯৪৫। পৃ: ২২৩৯।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বায়ন : মহাশয় কয়লা উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা কথা ভেবে, যদিও এটি প্রাদেশিক বিষয় সরকারকে মদের দোকান বন্ধ করার কথা বিবেচনা করে দেখতে বলতে পারি কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবে কিছু করার নেই।

শ্রী জি. রঙ্গিয়া নাইডু : মদের দোকান খোলার ব্যাপারে কি স্থানীয় সরকারের মত?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বলেছি এটি প্রাদেশিক সরকারের বিষয়।
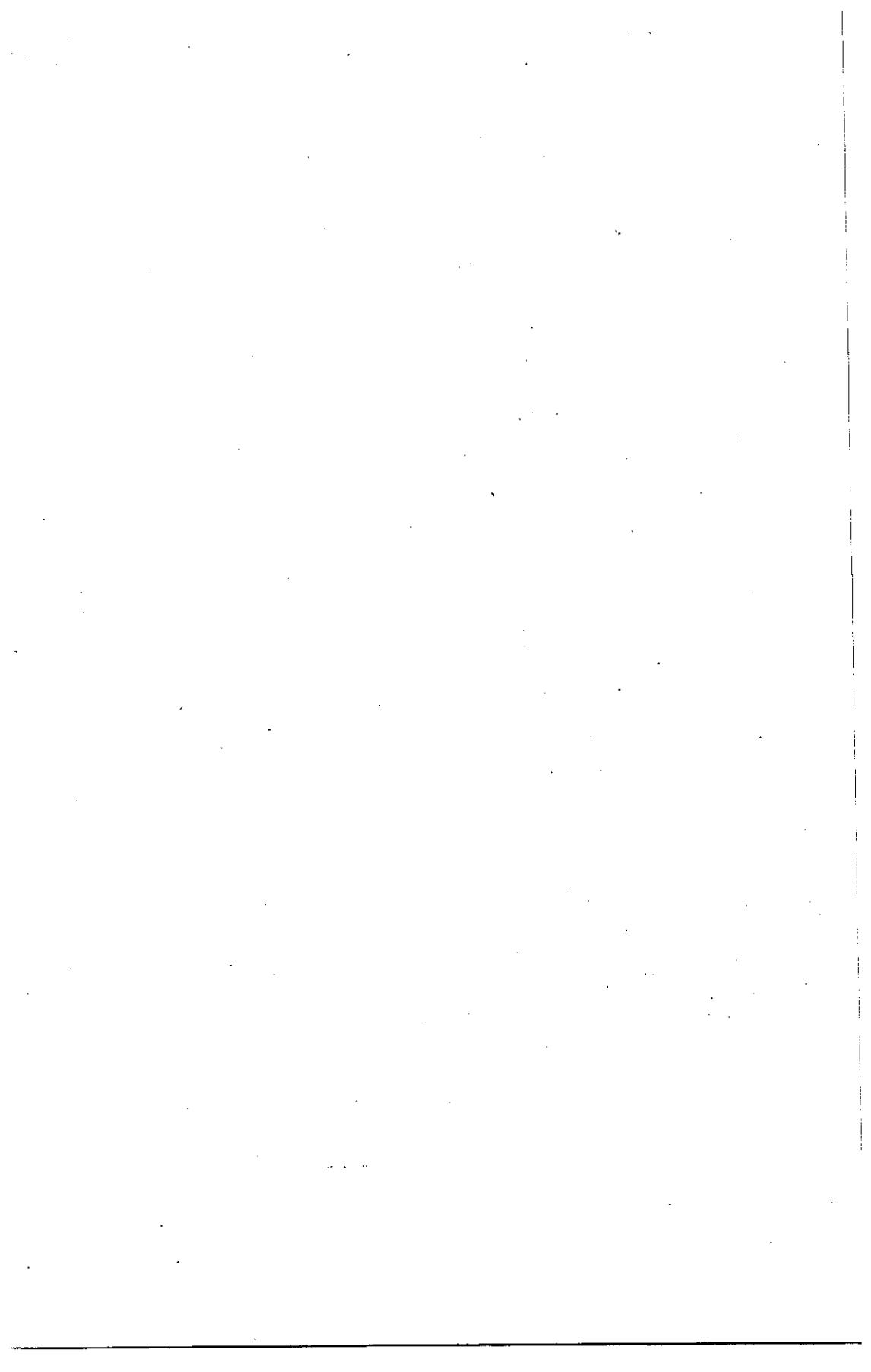
আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : একবিংশতি খণ্ড

অনুবাদে

- **গৌতম মিত্র** : কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।
- **ড. সজল বসু** : প্রাক্তন ফেলো, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্স স্টাডি, সিমলা ; সিনিয়ার ফেলো, ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান পর্ষদ ; প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সাংবাদিক।

অনুমোদনে

- **আশিস সান্যাল** : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক। বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত। বাংলা ও ইংরেজিতে পঞ্চাশের বেশি গ্রন্থের লেখক।

নির্ঘণ্ট